

10
252

মুঠা পত্র ।

একরক	১৫
উপক্রমণিকা	১৬
চেক চৌবিননের উপাখ্যান	২১
দিল্লির রাজপুত্রের উপাখ্যান	২২
মাদিক অধিপালের উপাখ্যান	২৩
এক পোষা-পুত্রের উপাখ্যান	৩০
এক সূচীভীবী এবং তারার বনিতার উপাখ্যান	৩১
সলমন ভূপতির বিহঙ্গদিগের উপাখ্যান	৩৭
ইথিওপীয়া দেশাধীশ্বরের তিন পুত্রের উপাখ্যান	৪৭
তোয়লবি ভূপতি এবং তারার পুত্রত্বিতয়ের উপাখ্যান	৪৮
রাজকুমার মালিক নাজিরের উপাখ্যান	৫০
দুই পেচকের উপাখ্যান	৫১
বাগপ্রস্থ বারমিসার উপাখ্যান	৫২
বোগদাদ বাসী উদাসীনের উপাখ্যান	৭৩
রাজা কুতবদ্দিন এবং সুন্দরী গোলরুকের উপাখ্যান	৭৭
আয়াদ দেশের ভূপতির উপাখ্যান	৮০
ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ এবং যুবা হামানের উপাখ্যান	৮১
রাজা আকসিদের উপাখ্যান	৮২
ফারজিম দেশের রাজকুমার এবং জরজিয়া দেশের রাজকুমারের উপাখ্যান	৮৭
সুখরদত্ত তিন রাজপুত্রের উপাখ্যান	১১৭
এক রাজা, এক উদাসীন এবং এক চিকিৎসকের উপাখ্যান	১১৮
উপসংহার	১২০

মুঠা পত্র সম্পূর্ণ ।

টিপনী ।

এই পুস্তকে পরিগৃহীত ভাষান্তরিত শব্দের ভাবার্থ ।

পৃষ্ঠা

- ১১ ইরাম, জাহাকে তুরকীয়েরা স্বর্গ কহে,
৫৩ হুলা, স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীকে যে বিবাহ করিয়া সেই
স্বামীকে পুনঃ প্রদান করে
৫৯ এনা, তুরক দেশীয় কল বিশেষ বাহাচাবা হস্ত পদাদি আবস্তকের
ন্যায় রাগ রঞ্জিত করে
৫৯ সন্দা, নেত্রাঞ্জন বিশেষ
৮১ ফাকা, সব, জল এবং দহাকায় প্রস্তুত চূর্ণ বিশেষ
৮১ মজের, তুরক দেশীয় চলিত পয়সা বিশেষ

বিজ্ঞাপন ।

—১০৯—

সর্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি
যে, যিনি এই পুস্তক আমার অনুমতি ব্যতিরেকে
পুনঃ মুদ্রিত করিবেন, তাহাকে অত্র ব্যবহার
নিবর্তক ব্যবস্থাব অধীন হইতে হইবেক ।

ঐদারকানাথ কুণ্ড ।

কলিকাতা ।

বোড়াবাগান ।

বঙ্গাব্দ ১২৬৫ । ১২ ই মাঘ ।

তত্ত্বকীয় ইতিহাস ।



উপক্রমণিকা

ধরায় বিখ্যাত দেশ পারস্য নগর ।
 সুবাস্ত্র নগরী ততে শোভায় সুন্দর ॥
 এ সকল নামে তথা ছিলেন ভূপতি ।
 বিদ্যা বুদ্ধি গৌরবে যেমন রত্নপতি ॥
 পবেশের ধনাগার পূর্ণ ছিল ধনে ।
 নিরখিলে ধনেগরে হুঙ্ক হয় মনে ॥
 বলে মহাবলী ভূপ সত্যো বুদ্ধিতির ।
 লোপে লক্ষ্যনন তুল্য দানে কন বীর ॥
 লক্ষ্য গুণে ক্ষিতি নম ক্ষমতা প্রচুর ।
 ভূজ্ঞান লগনে দক্ষ যুদ্ধে মহাশূর ॥
 না ছিল ন পের বাজো দরিদ্র সুদীন ।
 সকলেতে সন্মান কাল সুখে কাটে দিন ॥
 সহ রিপু পরাভব পাধিবের মনে ।
 সুপাসনে সন্মান সুখী ছিল প্রভাগনে ॥
 ন্যায় পরভায় রাজ্য পালেন ভূপাল ।
 অজান সুজ্ঞান সন্মান কুজ্ঞানের কাল ॥
 সকলেতে সুপণ্ডিত সন্মানিত যত
 সচিব সৌদর তুল্য গুণ কব কত ।
 অবনী নাথের অশ্রুচর সত জন ।
 সকলে সন্মান প্রভু ভক্তি-পরায়ণ ॥
 কোন উপক্রম নাহি ছিল রাজ্যে তাঁর
 সন্মান ছিল তথা ধর্মের বিচার ॥

বসুধা পতির ছিল এক বংশধর ।
 সুজ্ঞান অধিদান পরম সুন্দর ॥

(ক)

কুমার কি মার কি কুমার হয় তান ।
 মানস মোহিত হয় হেরিলে বয়ান ॥
 বদন শরদ শশী মহাস কৌমুদী ।
 হেরি কুল সরে ফুল-কামিনী কুমুদী ॥
 যুবক-যুবতী-জন-বল্লভ কুমার ।
 ধরায় জুর্ত সর্দার গুণের আশার ॥
 শিষ্ট শাস্ত্র শিষ্ট-ভাষী দয়াল-সাগর ।
 সভা ভবা কাব্য রসে রসিক শেখর ॥
 ধরাধর বংশধর ধরাধামে ধনা ।
 বিবিধ বিদ্যায় ছিল বিশেষ ব্যাপার ॥
 বারেক ভাণ্ডার সঙ্গে আলাপন যার ।
 কি কব অবিক ভাবে প্রাণাধিক তার ॥
 প্রবণের ক্ষণ করে বচন সুধায় ।
 সে সুধা পাইলে কেবা সুধায় সুধায় ॥
 সর্বদা সমান্যপ কবেন কুমার ।
 গরিমা গরিমাহীন নিকটে ভাণ্ডার ॥

মহীপের মহিলার নাহয় বর্ণনা ।
 রূপে রমা গুণে বাণী পতি পরায়ণা ॥
 কায়্য অমুগত ছায়া যেমন প্রকার ।
 মহীপাল-মহিষী প্রমাণ পথ তার ॥
 একান্ত হকাসুগত প্রাণদ্বিতী যার ।
 সরল স্বভাব যুত বিনীত কুমার ॥
 প্রজাবগ উপবর্গ তাজি রহে বংশে ।
 সর্বদা সন্মান পরিপূর্ণ নানারসে ॥

তুরকীয় ইতিহাস।

মুক্তন পরিবর্তে পরিমদ যার।
 মুক্ত থাকি স্বর্গস্থ ভোগ্য সে রাজার ॥
 শুচির সম সুখ নারহে কখন।
 যত্নময় এই সংসার গহন ॥
 গিন অলিক বিধ প্রপঞ্চ যজিত।
 মন নিদাঘে ঘনে প্রকাশে তড়িত ॥
 গিলের বিস্তৃত হস্ত ছাড়া কেহ নয়।
 যত্নভূগত তার হইলে সময় ॥
 কালেতে ভূপতির মহিযী রতন।
 গিলের কবলে পড়ি ভেঙিল ভৌবন ॥
 সিমার মরণে মহাপ সকাতির।
 যেন নীরদে নীর বহে নিরন্তর ॥
 থাকে সম্ভাপিত স্বাস্থ্য ভেঙিলিংহাসন।
 ভিত্তি অবনী পৃষ্ঠে অবনী-ভূষণ ॥
 গাহি খায় অন্ন জল লক্ষ্য নিরাশার।
 হৃদার শোকেতে সব হেরে শূন্যকার ॥
 যুনে স্বপনে আর অশনে গমনে।
 শাণীর যুগতি তাঁর সদা জাগে মনে ॥
 রাজ-কার্যে নাহি মন সদা অনা মন।
 শাণীর সজ্জিত নাহি করে আলাপন ॥
 লভাসন জন বুকাইল যথোচিত।
 তবু তাহে পার্শ্ব নাকন প্রবোধিত ॥

এইরূপে কিছু কাল বিগত হইল।
 পরেতে দ্বিতী পাল ঠেংরজ ধারল ॥
 পূর্বে মহিষীর শোক হন বিস্মরণ।
 চিন্তা স্থির করি রাজ-কার্যে দেন মন ॥
 সচিব সদস্য বর্গ একত্র হইয়া।
 নিবেদনে ভূপতির নিকটে আসিয়া ॥
 “ঐযতের আঁচরণে এই নিবেদন।
 পুনর্বার দার গ্রহ করুন রাজন ॥
 তোমারে গহীত দার দেখে সুখি হই।
 তব রূপা কম্প শাখী আশ্রয়েতে বই ॥
 তব অঙ্কে রাজ লক্ষ্য করুন বিহার।
 নিরন্তর এই আশা আমি সবাকার, ॥
 ভবা-বর্গ ভাবরতী-অবশে ভূমিপতি।
 করিবেন দার-গ্রহ, দিলেন সম্মতি ॥

ঘটাইল ঘটক ঘটনা পরিপূর্ণ।
 করিলেন দার-গ্রহ রূপ সন্ধানরু ॥
 কান জাদা তাহার নাম রমণী-রতন।
 অতুলনা রূপ তার নাহয় তুলন ॥
 ঘোড়শী রূপশী ধনী লাবন্যের ধনী।
 কন্দর্প-করাল-কাল-ভুজঙ্গের মণি ॥
 সুচতুরা প্রখরা স্ববাবনা নিপুণ।
 ছলা কলা জানে বাল্য ধরে কত গুণ ॥
 পাইয়া পৃথিবীপতি নব প্রণয়িনী।
 কোতুকে কাটান কাল লইয়া কামিনী ॥
 “রক্তের তরণী ভাষা বড়প্রাণ চেয়ে, ॥
 কৃতার্থ হলেন ভূপ নবভার্গব পেয়ে ॥
 রতন অধিক তারে যতন সকল।
 করিতে চক্কের আভি না পারেন কদা ॥
 “কিছু তরুণীর রক্তে হয় বিধ বোধ, ॥
 কোন মতে নাহি রাখে প্রেম অতুরোধ ॥
 অগত্যা রূপের সহ করে সে শয়ন।
 “রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন, ॥
 যুবতীর যুবাক্ষনে প্রণয়-প্রবণ।
 রাজ কুমারের প্রতি মজে তার মন ॥
 কামিনীর কামাশা প্রবল অতিশয়।
 লোক লাঞ্ছ ধর্মভয় করে পরাজয় ॥
 সম্বন্ধে যে জন হয় তাহার ভয় ॥
 বাঞ্জিল তাহার সহ করিতে প্রণয় ॥
 নিম্না নিম্ন এই ধ্যান কামিনীর মনে।
 কিরূপে আসাপ করে কুমারের মনে ॥
 কিরূপে মনের কথা করিবে জ্ঞাপন।
 কেননে হইবে তার প্রণয় ভাঞ্জন ॥

রাজার-কুমার অতিধর্ম-পরায়ণ।
 সদা সাধু সহ করে শাস্ত্র আলাপন ॥
 আবু নাস কার ছিল অধ্যাপক তার।
 জ্যোতিষে বিশেষ তার আছে অধিকার ॥
 ত্রিকালজ্ঞ ধর্ম-নিষ্ঠ পরম-পণ্ডিত।
 নানাবিধ গুণ গণে ছিল সে মণ্ডিত ॥
 তাহার নিকটে থাকি রাজার-নন্দন।
 সর্বদা জ্যোতিষ-শাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥
 এক দিন আবু নাস কার বিচক্ষণ।
 কুমারের জন্ম কোষ্ঠী করিল গণন ॥

নক্ষত্র-মণ্ডল-প্রতি করি নিরীক্ষণ ।
জানিল বিদ্যার যোগে সকল কারণ ॥
বিরলে কুমারে ডাকি কহিল বচন ।
“ যুবরাজ ! সম বাক্য করহ শ্রবণ ॥
দেখিলাম কোটী তব করিয়া নিবন ।
তব পক্ষে অকুল নহে গ্রহচর ॥
জনম নক্ষত্র শুভ না হেরি তোমার ।
কয়েছে শনির দৃষ্টি গ্রহ ক্ষতি আর ॥
এই জন্য সম মনে হইতেছে ভয় ।
দেখিতেছি বাছা ! তব জীবন সংশয় ॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য কুমার অবাক ।
ভয়ে আর মুখে তার নাহি সরে বাক ॥
বিল। এইক ব। জীবন্য মলিন ।
বাকুল হইল মন অলঙ্কার মীন ॥
এইকপ নিবন্ধি, শিখার আকার ।
আশাস করিয়া বসে আবুমান কার ॥
“ তুমি নাহি যুবরাজ ! স্থির কর মন ।
আমি হইতে হইল তব বিপদ কারণ ॥
প্রতিফল গ্রহ তব ইহা মিথ্য নয় ॥
কিছু তব উপায়ে নাহি কিছু ভয় ॥
ঈশ্বর রূপায় হেন শক্তি আমার ।
অগ্নির করিতে পারি গ্রহ-প্রতিকার ॥
এই সম উপদেশ করহ ধারণ ।
আশু তব এ বিপদ হইবে মোচন ॥
চল্লিশ দিবস ভূমি মোন হয়ে রবে ।
কোনমতে কার সহ কথা নাহি কবে ॥
যদ্যপি পালন কর অনুজ্ঞা আমার ।
বিপদ সাগরে তবে পাইবে নিস্তার ॥
যদ্যপি না কর তুমি মোনাবলম্বন ।
নিশ্চয় জানিবে তব হইবে মরণ ॥
আচাৰ্য-ভারতী শুনি ভূপতি-ভনয় ।
প্রগতি-পূর্বক স্বীয় গুরুপ্রতি কয় ॥
“ করিলেন যে অনুজ্ঞা অধীন কিঙ্করে ।
পালন করিব আমি কহি সত্য করে ॥
শুনিয়া লজ্জিত অতি আবুমান কার ।
কবজ বান্ধিয়া দিল গলেতে তাহার ॥
সে কবজ গলে যেই করয়ে ধারণ ।
কৃতান্তের ভয় তার না থাকে কখন ॥
সকল বিপদ হতে হয় সে উদ্ধার ।
কোন মতে কোন ভয় নাহি থাকে তার ॥

কুমারের গলে সেই কবজ বান্ধিয়া ।
আবুমান কার গেল বিদায় লইয়া ॥
যাইয়া নিহৃত এক গুহার ভিত্তর ।
তথায় গোপন কৈল স্বীয় কলেবর ॥
সে বিজন স্থান নাহি জানে কোনজন
একা মাত্র জানে সেই বিজন ভবন ॥
আবুমান কার লুকাইল এই মনে ।
পাছে বা কহিতে হয় নৃপতি সদনে ॥
তাহার অন্তরে নাহি ছিল অভিসান
ভূপের নিকটে ইহা করিতে প্রকাশ ॥

নৃপতি, নন্দনে ভাল বাসিতেন মনে
হইতেন দুখযুত না দেখিলে ক্ষণে ॥
যেমন অক্কর নদী দরিত্রের ধন ।
সেই রূপ নৃপ পক্ষে নৃনাথ-নন্দন ॥
অবনীশ অনুজ্ঞা করিল অনুচরে ।
ভূমিহানে আনিবারে তাহার গোচরে
অনুমতি অনুসরি অনুচর গিয়া ।
সভায় আইল শীঘ্র নৃপসুতে নিয়া ॥
নিকটে পাইয়া পুঞ্জ পৃথিবী-ভূবন ।
করেন বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তখন ॥
গুরু আজ্ঞা অনুসারে রাজার নন্দন ।
কিছু মাত্র না কহিল উত্তর বচন ॥
অগমুখে ভূমি পুঞ্জে করি নিরীক্ষণ ।
করিতে লাগিল পদে অবনী লিখন ॥
ইহা দেখি হাসাকিন বিস্ময় হইল ।
কুমারের ভাব কিছু বুঝিতে নারিল ॥
বাকুল হইয়া চিত্তে কহেন তখন ।
“ কেনপুত্র ! আচ্ছ তোরে দেখিবে এমন
উত্তর না দাও কেন আমার বচনে ।
তোমার এমন ভাব হইল কেননে ? ॥
হারালে কি বাক শক্তি ওরে বাছাধন !
তেকারণে না পারিলে কহিতে বচন ॥
অথবা কি ভূকোদয় হয়েছে অন্তরে ।
কিন্তু কেহ অপমান করিয়াছে তোরে ॥
কাতর হয়েছে পুত্র নীরবে তোমার ।
কথা কয়ে রাখ বাপ জীবন আমাব, ॥
এইকপে নরপতি খেদে যত ভানে ।
তথ্যচ কুমার নাহি বচন প্রকাশে ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

কস হইল দেখি সব আকুলন ।
 কুমারের রক্ষা প্রতি কহেন তখন ॥
 ওহে পুররক্ষি ! তুমি আমার বচন ।
 কুমারে লইয়া যাহ রাণীর সদন ? ॥
 নিজে কোন গুপ্ত চুপ কুমারের মনে ।
 মহিতে লজ্জিত তাই আমার সদনে ॥
 এই এক যুক্তি মম এসে অনুমানে ।
 স্বপ্নকাল করিতে পাবে বিমাতার স্থানে ॥
 কুমারী-নাথের পেয়ে আদেশ তখন ।
 গুমাবে লইয়া রক্ষা করিল গমন ॥
 রাণীর অন্তরে গিয়া হয়ে উপনীত ।
 মুকাহিত লগিল কথা বিনয় সহিত ॥
 শঠাকুরাণি ! শ্রীচরণে করি নিবেদন ।
 বিধি শক্তি হারায়েছে রাজার নন্দন ॥
 কিংবা কোন নির্দাক্ষণ ছুতের কারণ ।
 কাহারো সহিত নাহি করে আশ্রয়ন ॥
 ইচ্ছাকরণ মহাবাজা পড়িয়া সঙ্কটে ।
 পাঠালে যবরাজে তোমার নিকটে ॥
 এই মনোমধ্যে আছে আশংসা তাঁহার ।
 প্রকাশ করিতে পারেনা ক্ষাতে তোমার ॥
 এ কথা শ্রবণে রাণী উল্লাসে ভাসিল ।
 আপনার মনে মনে এই বিচারিল ॥
 “জালি কিবা সুপ্রভাত আমারপক্ষেতে
 বুঝি বিধি অনুকূল হলেন ভাগ্যোতে ॥
 চিরদিন যেইকাল প্রতীক্ষা করিয়া ।
 হিলায় চাতকী প্রাপ্ত আশা দেখাইয়া ॥
 সেইকাল হৈল বুঝি উদয় এখন ।
 চাহিতে নীরদে হয় বারি বরিসন ॥
 ইহাতে আমার নাতি বিপদ ঘটিবে ।
 অনায়াসে মনোআশা সুসিদ্ধ হইবে ॥
 যদি লুপ্তিহীন বাক্য হারাইয়া থাকে ।
 কোন মতে না পারিবে কহিতে কাহাকে
 যে সকল কথা আমি কহিব উদ্বারে ।
 না পারিবে কহিবারে আপন পিতারে ।
 যদিও ধৃষ্টতা হেতু করে প্রকটন ॥
 ছলেতে পারিব তাহা করিতে গোপন ॥
 কহিব রাজারে, এরে কথা কহাইতে ।
 চলে ছেন উক্তি আমি করিয়াছি ইথে ॥
 ছুই মতে ছুই দিক রহিবে বজায় ।
 অসম্মত পড়িবে না ঠেকিবে কোন দায় ॥

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া তখন ।
 অনুচরীগণে কহে করিতে গমন ॥
 তাহার আদেশ পেয়ে বাহিরে বাহিল ।
 একাকী কুমার সদ মহিনী রহিল ॥

বিরলে পাঠিয়া তার গলে হাত দিয়া ।
 কহিল প্রণয়গত বচন রচিয়া ॥
 “কি কারণ ওরোধন ! হউল এমন ।
 অন্তর বিরস মুখ না সরে বচন ॥
 আমার নিকটে কিছু করোনা গোপন ।
 তোমাতে আমার স্নেহ মাতুল মতন ॥
 আপন গর্ভজ পুত্র যেমন প্রকার ।
 কৌর প্রতি মোর স্নেহ ততোধিক তার ॥
 বিমাতার সদল-বচন আকর্ষন ।
 কুমার উপনীতে তার আশ্রয় সফল ॥
 আছে কোন গুপ্ত হেতু ইহা কারণ ।
 তাই মৌনব্রত আছি কহিয়া পারন ॥
 কিন্তু রাণী বিগলিত উচ্চৈঃস্বরে
 দ্বিগুণ সে কান্দা গুণ জমির উঠিল ॥
 এই সে আপন মনে কৈল ভাবন ।
 “কুমার দহিলে বুঝি আমার সম্মান ॥
 যেমন আমার মন উদ্বার কারণ ।
 আমার কারণ বুঝি ওর বা তেমন ॥
 পিতার মর্খাদা হেতু কুমার এখন ।
 রেখেছে মনের ভাব করিয়া গোপন ॥
 এইরূপ আশ্বিন্দামী উপদেশ মতে ।
 মহাপ-মণ্ডিী চলে অবশ্বের পথে ॥
 পরিহার লোকলাগ কুসঙ্গল মান ।
 কামবশে হয়ে শেষে অবশ অভ্যাস ॥
 কাম ভাবে কুমারে করিল সন্মোদন ।
 “হে প্রাণ বলভ ! ওহে হৃদয়-রতন ॥
 পরিহার যৌনী ভাব করি অনুন্নয় ।
 ঘরি হে করেছে পরিতাপ নাহি সয় ।
 যেই সব দেখিতেছ ভূপের বিভব ।
 নিশ্চয় জানিবে তুমি আমারি সে সব
 যদি তুমি কর তাহা আমি যাহা বলি
 কেহরে তোমার তুল্য নহে মহাবলী ।
 পূর্ণ হবে অভিলষ কি বলিব আর ।
 অনায়াসে এই রাজ্যে পাবে অধিক ॥

উপক্রমণিকা

তুমি ও যুবক বট আমি ও যুবতী ।
 আমি তব প্রেমাদীনী তুমি মম পতি ॥
 মম পক্ষে উপযুক্ত তুমি হে যেমন ।
 কদাচ না হয় তব জনক তেমন ॥
 তরুণীর রত্নপতি শোভা নাহি পায় ।
 সূনী পরিহরি বল গরল কে খায় ॥
 পাইলে মধুর স্বাদ নিম্নে রুচি কার ।
 কে ভয় অঞ্চলে গেরো তেজে স্বর্ণহার ॥
 মমমে প্ৰেমেছি সাধ পূরান ছুটনে ।
 অতএব ভিন্ন ভাব না ভাবিহ মনে ॥
 তোমারাপতার সহ বন্ধনে বন্ধনা ।
 বঁধে মন্থনা সব হইয়া ললনা ॥
 এই মাত্রে প্রযবর কর অঙ্গীকার ।
 রমণীত্ব তুমি যোরে করিবে স্বীকার ॥
 তাহলে পিতাকে তব করিয়া নিধন ।
 করিব এ রাজ্য সব তোমারে অর্পণ ॥
 শপথ করিহু এই অগ্রেতে তোমার ।
 ইংখ কিহু প্রভারণা নাহিক আমার ॥
 নৈশ্বর্য শপথ করিহু এই পথ ।
 করিব যোবন বন সব সমর্পণ,, ॥

একথা শ্রবণ করি রাজার-নন্দন ।
 মৌনেতে রহিল নাহি কহিল বচন ॥
 বিমাতার চরিত্র নিরখি স্বনয়নে ।
 বহুই বিস্মিত হইল আপনান মনে ॥
 পানপার রাণী কহে “ও রাজ কুমার ।
 ইহর না দেহ কেন বচনে আমার ॥
 বোধহয় অভিনয় শুনিয়া আমার ।
 হয়েছে সন্দেহ যুক্ত অঙ্গুর তোমার ॥
 এই সে সংশয় তুমি করিহু এখন ।
 নারিব একাঙ্গ আমি করিতে সাধন ॥
 কিন্তু মনোযোগী হয়ে করহু শ্রবণ ।
 কেমনে লইব আমি রাজ্যাব জীবন ॥
 রাজার ভাণ্ডারে আছে বিবিধ গরল ।
 অনাসে নরেক প্রাণ যে করে কবল ॥
 আছে এক প্রকার গরল রাজ মরে ।
 খাইলে মানবে মরে একমাস পরে ॥
 আরো এক আছে বিষ করিলেভোজন ।
 উই মাস পরে যায় শমন সদন ॥

আর এক আছে বিষ এমন প্রকার
 বহু দিন মেলে শক্তি প্রকাশে তার
 অস্ত্রেব শেষোক্ত বিষ করায়ে ধ্বংস ।
 অনাসে সাধিব মোরা ভূপের নিধন ॥
 পীড়িত হবেন রাজ্য গরল ভোজন ॥
 তাহাতে অধীর অতি হইবেন মনে ॥
 এই সব দেখিয়া যাবত প্রজাগণ ।
 আমাদিগে সন্দেহ না করিবে কখন ॥
 কিছু দিন পরে, হৈলে রাজার মরণ ।
 অনায়াসে পাবে তুমি রাজ সিংহাসন ।
 পিতৃপরমোক্তে তুমি হলে যুব রাজ ।
 আনন্দিত হবে সর্ব প্রজার সমাজ ॥
 সেনাগণ সেনানায়ক যত জন ।
 তোমারে করিবে মান্য রাজার মতন,,
 একপ নির্ভুব উক্তি করিয়া শ্রবণ ।
 বিশ্বাস্য সাগরে মগ্ন কুমারের মন ॥
 পুনরায় পাপীয়সী মহিষী রাজার ।
 মপদী তনয়ে নিরখিয়া ভিন্নকার ॥
 পুনঃ-চিন্ত আকর্ষণী বচন যুড়িয়া ।
 কুমারের প্রতি কহে প্রেম ভানাইয়া ॥
 “কিণ্ত হতেহু তুমি এইসে কারণ ।
 কেমনে পিতার নারী করিবে গ্রহণ ॥
 লোকে হবে অপবাদ অযশ ঘোষণ ।
 নিরন্তর নিন্দা করিবেক প্রজাগণ ॥
 কিন্তু এই পরামর্শ ইহাতে আমার ।
 অযশ ঘোষণা কিছু না হবে তোমার ॥
 পিতার মরণ পরে করো এই মত ।
 যাহে সর্ব দিক রক্ষা হয় বিধিমত ॥
 প্রকাশি অগুরু ছল রাজার-তনয় ॥
 মোরে পাঠাইবে তুমি মম পিত্রালয় ॥
 তার পর জনেক সৈনিকে সঙ্গে গণে ।
 পাঠাইবে জনকত সেনা নিয়া সনে ॥
 তারা যেন আমাদিগে করি আক্রমণ ।
 আমারে হরিয়া আনে কবিয়া গোপন ॥
 রাষ্ট্র হবে রাজ্য ময় এই সে প্রকার ।
 দসুগণ যোরে যেন করেছে সংহার ॥
 সকলে ভানিবে হুত্বা হয়েছে আমার ।
 কাহারো সন্দেহ মনে না রহিবে আশ্রয় ॥
 কিছুদিন পরে ডাকি সেনা-নায়কে ॥
 ত'হার নিকটে তুমি কিনিবে আমারে ॥

সাদাসী আশ্রয় বেঁধে করি জয় ।
সইমত কিনো আশ্রয় হইল মন ।
এইরূপে অবহেলি মোরা হই জন ।
শীলাক অপবাদ হতে পাইব মোচন ॥
শীথাকিবে কোন ভয় থাকিব দুঃখনে ।
হউতয়ে হইব সুখী উভয় মিলনে ॥

এতেক কহিয়া রাণী বাণী নিবারিল ।
পুরুষারে কহিতে কথা কিছু কাল দিল ॥
কিনা করিল কুমার উত্তর কিছু তার ।
পূর্বমত মৌনী রহে গুরুর আজ্ঞায় ॥
এত অনুনয়ে যদি কথা না কহিল ।
মেকিষী সঙ্গী সব আশু হারাইল ॥
শ্রীজাতি-সুলভ-লজ্জা করি পরিহার ।
তুলিয়া পরিল গলেঃকলঙ্কের দার ॥
আবেশে অবশ ভয় অতনুর শরে ।
অধৈর্য হইয়া কুমারের গলে ধরে ॥
কর যুগে গলদেশ করিয়া ধারণ ।
পাইয়া পরম প্রীতি করিল চন্দন ॥
বিমাতার এতেক ধুষ্টতা দরশনে ।
কুমার কুণিত অতি হইয়া স্বমনে ॥
ভোরে তার হস্ত মুক্ত করি সেউক্ষণে ।
দারুণ আঘাত কৈল বিমাত বদনে ॥
ভাহাতে শোণিত ধারা বাহির হইল ।
অচেতন হয়ে ধনী ধরায় পড়িল ॥

চেতন পাইয়া রাণী উঠিয়া তখন ।
আপনার পূর্ব-রাগ হৈল বিস্মরণ ॥
প্রণয়ের স্থানে কোপ আসি উপজিল ।
শীলতা সারল্যভাব সকল নাশিল ॥
কথেক পূর্বেতে বেই নয়ন যুগল ।
প্রেমায়ি যোগেতে ছিল পবন উজ্জল ॥
এখন সে কোপানলে হইয়া প্রসার ।
হিন্দী রূপ শীখা তার করিছে বিস্তার ॥
কোপে দেহ জ্বলে বদল অতিরোষনশে
“এই কি উচিত বল দিল সর্ব্বেনশে ?
যে চার স্বাভাৱে মান দিয়া রাক্ষ পদ ।
জার দিয়া আপনার যৌবন সম্পদ ॥

প্রাণের সহিত তলি-বাঁধিল যে প্রাণে ।
একেবারে দিলি ছাই তাহার সে মানে
রমণী গরল জাতি স্বভাব সরস ।
অনন্দের বশে সুখ হয় পর রস ॥
বরঞ্চ উচিত দয়া করিতে তাহার ।
যে জন করিল ত্যজ্য শীলতা লজ্জায়
তাহা না করিয়া হই করিলি এ কাজ ।
নাহি কি কিঞ্চিৎ লাজ পামর নিলাজ ॥
নির্দয় নিষ্ঠুর নরাধম কুলাচার ॥
ছাই দিলি মানে মোর গুণে রে নকার ।
আমার সম্পদ হতে যারে দুঃ হইয়ে ।
জ্বলন্ত আমারে কেন এখানেতে রয়ে ॥
ইহারে উচিত বল পাবিরে তরার ।
মনে না ভাবিহ এড়াইবে এই দায় ॥
খেদে রাগে বিস্ময়েতে হইয়া মগন ।
মজ্জিহান তথা হইতে করিল গমন ॥
এখন সে কান জ্বালা রূপ সীমন্তিনী
অপমানে তিন্দানলে হইয়া তাপিনী ॥
তুরাণ-নিবাসায় নিষ্ঠুরাচল ।
মনে মনে কুমারের বিনাশ চিন্তিল ॥
মরণ সংকল্প তার করিয়া অন্তরে ।
এলাটল কুন্তল নয়নে জল ধরে ॥
অজহতে অভরণ করি উন্মোচন ।
দূরে ফেলি দিল সব হয়ে ক্রোধমন ॥
বিবসনে ধরাসনে বসি ক্ষুণ্ণমনে ।
ধনিত করিল গৃহ দারুণ রোদনে ॥
বুকে করে করাধাত হাহারব মুখে ।
মলিন বদন শশী আছে মনঃখে ॥
এখানেতে নরপতি হয়ে উৎকণ্ঠিত ।
মঞ্চীর অন্তঃপুরে মন উপনীত ॥
ভুগতির মনে এই ভাবনা তরঙ্গ ।
হইয়াছে কিনা কুমারের মৌনী ভঙ্গ ॥
রাণীর দুর্দশা চক্ষে করি দরশন ।
হইল নৃপের মন বিস্ময়ে মগন ॥
কোথায় হবেন সুখী পুত্র মুখ ভেরে ।
রাণীর এ মশা দেখে পড়িলেন কেরে ॥
বিপরীত ভাব হেরি আপনি রাজন ।
প্রিয়ভাষ পুরসর প্রেমসীরে কন ॥
“কহ প্রিয়ে কি কারণ হইলে এমন ।
নিরাসনে বিবসনে করিছ রোদন ? ॥

উপক্রমণিকা

জ্বলিত ভূষণ বাঁস গলিত চিকুণ ।
 মলিন শশাঙ্ক মুখ শোকেতে বিধুর ॥
 বদনেতে বহিতেছে শোণিতের ধার ।
 কে করিল হেন দশা প্রেমসি তোনার ॥
 ভুজঙ্গ মস্তকে কেবা করিল প্রহার ।
 সুপ্ত সিংহে জা গাইল হইতে সংহার ॥
 তোমার এ অপমান করিল যে জন।
 নিতান্ত রুতান্ত তারে করেছে স্মরণ ॥
 প্রকাশিয়া বল প্রিয়ে! শুনি সমাচার?।
 এখন করিব আমি তাহারে সংহার ॥
 অমোঘ শাসন মম কে করে লঙ্ঘন ।
 নাহি রক্ষে তার পক্ষে সে কৈস এমন ॥

স্বামির সোহাগ বাকে! শশীমস্তিনী
 দিগুণ রোদন করে হইয়া তাপিনী ॥
 কহিল কান্তেরে, “কবতোমাকে কি আর
 কি হবে শুনিলে চুর্দ্দশার সমাচার?”
 তোমারে গোপন মিছে কেন করি আর
 তোমারি নস্তানহতে এ দশা আমার,, ॥

(পতি কহিল) কহ এ আর কেমন ।
 তব অপমান কৈল আমার নন্দন? ॥
 বিমাতার প্রতি তার এত অত্যাচার ।
 কিছুমাত্র না রাখিল সঙ্গম আমার,, ॥
 (মহিমী কহিল) “নাথ! করি নিবেদন ।
 সামান্য দোষের দোষী নহে সে নন্দন ॥
 তুমি বা ভাবিছ মনে তা নয় তা নয় ।
 বড় দুরাচার, নাথ! তোমার তনয় ॥
 রমণী সরলা অতি সহজে কোমলা ।
 শঠের স্বভাব কিসে জানিবে অবলা ॥
 বাহ্যিক শীলতা তার করি দরশন ।
 কেমনে জানিব হবে সে চুষ্ঠ এমন? ॥
 আকার প্রকার তার করিয়া দর্শন ।
 ভাবিলাম অতিশয় নিরীহ নন্দন ॥
 এখন আইল চুষ্ঠ আমার অঙ্গনে ।
 তখন ছিলাম আমি বোসে সিংহাসনে ॥
 তাহারে দেখিয়া আমি করিয়া আদর ।
 কাছে ডাকিলাম হয়ে পুলক অন্তর ॥

জানিতে তাহার আমি মোমের কারণ
 অনুচরীগণে দেই বিদায় তখন ॥
 মনে ভাবিলাম এই, হটলে নিষ্ঠুর ।
 করিব কুমার সুখে কথব-কথন ॥
 মনের গোপন কথা জানাবে আমায় ।
 করিব তাহার ভাবনার সচুপায় ॥
 কিন্তু চুষ্ঠ আমারে দেখিয়া একাকিনী
 আমিয়া আমার কাছে বসিল আপনি ॥
 কাছে বসি হাসি হাসি কহিল তখন ।
 “হে রাজনন্দিনি! শুন আমার বচন ॥
 করিলাম মৌন ভঙ্গ আমার এখন ।
 চাতুরি করিয়া যাচা করেছে রক্ষণ ॥
 অধিক তোমারে আমি কহিব কি আর ।
 আমার মৌনের মাত্র তুমি মূল্যধার ॥
 গোপনে তোমার সঙ্গে কথব-কথন ।
 হটবে কেমনে সদা এই আকুলন ॥
 নিতান্ত হয়েছি তব প্রেমের অধীন ।
 তোমার মোহিনী মূর্ত্তি ভাবি নিশিদিন ॥
 শুভ যোগে যোগাযোগ যদি না হইত ।
 তোমার বিরহে মম জীবন বাইত ॥
 অদ্য কিবা শুভ দিন আমার পক্ষেতে ।
 বিরলে তোমার রূপ করিচু চক্ষেতে ॥
 তোমার সহিত করি কুশল আলাপ ।
 পরিপূর্ণ হৈল মম কামনা কলাপ ॥
 যদি তুমি মম পক্ষে অনুকূলা হও ।
 বিনা মূলে জনমের মত কিনে লও ॥
 মধুব আলাপ করি তোমার সহিত ।
 এই সে বাসনা মনে সদত বাঞ্ছিত ॥
 কিঞ্চিৎ করুণা কর কিঙ্করে এখন ।
 বাঞ্ছিত বিষয়ে কর বাসনা পূরণ ॥
 বঞ্চিত না কর মোরে সঞ্চিত ধনেতে ।
 সিক্ত করহ প্রেম সিক্ত সলিলেতে ॥
 আমারে স্বামীত্বে বদি করহ বরণ ।
 এখন করিব আমি জনকে মিথন ॥
 বহুদিন পিতার রাজত্বে প্রজাগণ ।
 অসন্তুষ্ট হইয়াছে আমিহে যেমন, ॥
 (এখানেতে রাজরাণী করিয়া বিনয় ।
 পুনর্বার ভক্তি করি ভূপতিরে কর) ॥
 “অধিক তোমারে আর কি কব বিশেষ
 তোমার তনয়, নাথ! দুর্ভাগ্যের শেষ

হুসরীর ইতিহাস

খন দেখিল হুসরীর মিরতি আমার।
 হুসরী না করিলাম বচনে তাহার।
 হুসরীভাবে মম অঙ্গে করি করার্ণব।
 লাংকার করিতে করিল আকুলন।
 দেখিয়া ভয়েতে মম উড়িল পরাণ।
 বপদে পড়িয়া করি ইথরে ধ্যান।
 মল প্রকাশিয়া রাখি সতীত্ব আমার।
 দেখিয়া অন্তরে জোখ হইল তাহার।
 হুসরী বসন, আর করিল প্রহার।
 বোধে কি জানাব দেব চক্ষে আপনার।
 নিশ্চয় নিষ্ঠুর ঘোরে নিখন করিত।
 তখনি যদি মম দাসী না আসিত।
 তাহারে দেখিয়া হুসরী তৈল পলায়ন।
 তাই সে হইল রক্ষা আমার জীবন।

এমত ভাবিতে রাণী জানালোজায়।
 গুনিয়া হইল ভূপ জলদয় প্রায়।
 রাণীর নিকট হৈতে আসিয়া তখন।
 বাহির দেওয়ানে আলি দিল দরশন।
 তনয়-কাঁদমালা সব হস্তে বিস্মরণ।
 ঘাকুকে ডাকিতে তৈল কিস্তরে প্রেরণ।
 তনয়ে বধিতে দ্বির প্রতিজ্ঞা হইয়া।
 রহিলেন নরপতি অন্তরে রুচিয়া।
 রাজার প্রতিজ্ঞা গুনি নন্দন নিধনে।
 একজনে মিলিয়া নববত মন্ত্রীগণে।
 সুসুখি করিয়া রাজ সম্মুখে আসিয়া।
 কহিল প্রধান মন্ত্রী ভূপে প্রণমিয়া।
 বহু নরেন্দ্র! মোসবার এই নিবেদন।
 কিঞ্চিৎ ঠৈরষ চিন্তে করুন ধারণ।
 অন্ত্যস্তঃ দিনেক তন্য কুমারের জাণ।
 রূপা করি আশাধিগে করুন প্রদান।
 যেন কি কুসংস্করণিয়াহে পুত্র তব।
 বধিতে বাহারে তব ইচ্ছা মহীধব।

সহজে জনক হন রূপাধু নন্দনে।
 সে জনক পুত্রবধে উদ্যত কেননে।
 রাণীর বুকেতে বাহা করিল জবণ।
 অবিকল মন্ত্রীগণে কহিল রাজন।
 গুনিয়া প্রধান মন্ত্রী করি যোড় কর।
 কহিতে আরম্ভ তৈল পোপতি গোচর।
 “মহারাজ! ঐচরণে করি নিবেদন।
 সহসা এ কার্য করা না হয় শোভন।
 হয়েছেন মহারাজ! যে কাজে উদ্যত।
 ধর্ম বিগর্হিত ইহা অসাধু সম্মত।
 হয়ে আস্ত নারীর বসন বাগ্‌রায়।
 দিলে বিসর্জন দয়া দয়া সমভায়।
 যেই অভিযোগ কুমারের বিপক্ষেতে।
 করেছেন মদমী তোমার সমক্ষেতে।
 তার প্রমাণার্থ লাক্ষী নাহি কোনজন।
 অথচ বাস্তবতা রাণী তাহার মরণ।
 কিন্তু কতক্ষণে যতনেতে নারীগণ।
 পাবে করিবারে স্বীয় সতীত্ব রক্ষণ।
 মানি বটে বহুনারী আছে এ জগতে।
 আপন সতীত্ব রক্ষা করে বিধিমতে।
 কদাচ কুদৃষ্টে পর পুরুষে না চায়।
 আপন স্বামীর মৃত্যু সদত দেখায়।
 কিন্তু যে সময় তারা পাপে দেয় মন।
 কার সাধ্য নিবারিয়া রাখিবে তখন।
 অতএব হও ভূপ সতর্ক এখন।
 পুত্রবধ পাপে যেন না হও মগন।
 নরনাথ! এই মর্ম্ম জানিবেন কুল।
 কপটী কাহিনী জাতি হলনার মূল।
 ঢেক চৌকিদার বিদ্রোহের উপাখ্যান।
 অবশ্যে পাবেন এর বিশেষ প্রমাণ,,
 গুনিয়া নৃপতি কন সচিবের প্রতি।
 “সে আখ্যানমোরে মন্ত্রী তন্য ও সম্পত্তি,
 (সচিব কহিল) “যে অজ্ঞান আপনার।
 জবণ করুন তবে আখ্যান তাহার,,

চেক-চোবিদিনের উপাখ্যান

এক দিন ইজিপ্তের ভূপতি প্রধান ।
নগরস্থ ধীরবর্ণে করিল আহ্বান ॥
নৃপা-দেশে আসি হবে সদসী সদনে ।
বসিল স্নেহেতে বার বখা যোগ্যাসনে ॥
তাহাদের মধ্যে এক বিতর্ক উঠিল ।
(শুনিয়া সভাস্থলোক বিস্ময় হইল) ॥
এক দিন স্বর্ণহুত গেব্রীয়েল নামে ।
দৈবাৎ আসিয়া মহমদ রাজ্যধামে ॥
শয়নহইতে উঠে করি উত্তোলন ।
করাইল চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণ ॥
নিমেষে পাতাল সপ্ত সপ্ত স্বর্গ আর ।
জ্বলিত কুশলে দৌঁছে এতিন সংসার ॥
পরে জগদীশতানে করিয়া গমন ।
উত্তরে তাঁহার পদ করিল বন্দন ॥
অনীতি অধিক দশসহস্র গণন ।
হইল ঈশ্বর সহ কথপোকাখন ॥
পুনরায় গেব্রীয়েল ঠৈগধরে লয়ে ।
রাখিল তাঁহারে তাঁর রাজতোয়ালয়ে ॥
কতিপয় ধীরবর্ণে কহেন এমন ।
নিমেষ মাত্রোত্তে হৈল এ সব ঘটন ॥
মহমদ পুনঃ বাসে এলেন যখন ।
আপনার শয্যা উক করেন স্পর্শন ॥
যে সময়ে গেব্রীয়েল তাঁরে লয়ে যায় ।
একটা জীবন পাত্র পড়িল ধরায় ॥
পাত্রহতে জল হয় নাহি নিঃস্রবণ ।
পূর্ববৎ বারিপাত্র করম দর্শন ॥
(শুনিয়া ভূপতি কহে) “একি অসম্ভব ।
এরূপ আশ্চর্য্য কতু না হয় সম্ভব ।
তোমরাই পূর্বে ঘোরে করেছ আপন ।
পরস্পর হুরবর্তী এ চৌদ্দ ভুবন ॥
পঞ্চশত বর্ষ কেহ করে পর্যটন ।
তবে সে দেখিতে পারে একৈক ভুবন ॥
তবে কিসে সম্ভব বলহ ধীরগণ ।
কণে মহমদ ঠেকল সকল ভ্রমণ ॥
ঈশ্বরের সহ করি কথোপকথন ।
আজিগা, — প্রিয় নগর ইজিপ্ত —

বারিপাত্র হিউবারি নহে ধরাপত ।
কি রূপে এমন বাক্য হইবে সঙ্গত ?
যদি কোন বারিপাত্র কর নিষ্কোপণ ।
পুনঃ সেইকণে তাহা করহ গ্রহণ ॥
কিছুমাত্র জল তাহে না পাইবে আর ।
জানিয়া কি বোধোদয় নহে সবাংকার ?”
শুনিয়া উত্তর করে যত ধীরগণ ।
স্বভাবতঃ হেম কর্দম নহে সম্ভাবন ॥
কিন্তু যে ঐশিক শক্তি বাক্য পথাভীত ।
অসাধ্য সুসাধ্য সব তাহে সম্ভাবিত ॥
স্বভাবতঃ হুর্মোখ ইজিপ্ত অধীশ্বর ।
ইহাতে না হৈল তার প্রভীত অন্তর ॥
কিন্তু এক নিয়ম করেছে সে রাজন ।
যুক্তি বিপরীত বাক্য করিলে প্রবণ ॥
না করিবে বিশ্বাস তাহার এই পণ ।
সুতরাং এ প্রসঙ্গ করিল হেলন ॥
সর্বত্রোত্তে এ সংবাদ প্রচার হইল ।
নগরস্থ প্রজাবর্গ সকলে জানিল ॥
ক্রমে জনপদে যত জনতা হইল ।
চেক-চোবিদিন তাহা শুনিতে পাইল ॥
অতি সুপণ্ডিত সেই ভিষক প্রধান ।
সর্বত্র বিখ্যাত আছে তাহার সম্মান ॥
যে দিন পণ্ডিত সভা হয় নৃপস্থানে ।
সে দিবস চোবিদিন ছিল না সেখানে ॥
স্বকাৰ্য্য সাধনে ছিল ব্যস্ত অতিশয় ।
যেতে পারে নাই তাই নৃপের নিলয় ॥
এক দিন চোবিদিন মধ্যাহ্ন সময় ।
উপনীত হইলেন মহীপ আলয় ॥
ভিষকের আগমন হেরি ধরাপতি ।
অভ্যর্থনা করিলেন সমাদরে অতি ॥
সুধময় রম্যহর্ষো দিয়া যোগ্যাসন ।
করিলেন তার সহ কুশলালাপন ॥
“সমধিক প্রম এত করি মহাশয় ।
আপনি আইলে কেন আমার আলয় ?
উচিত আপন কৃত্যে করিতে প্রেরণ
তাহাহতে সব কর্দম হইত সাধন ॥
তব নামে যেই প্রার্থ করিত সে জন ।
আমাদের ঐশ্বর্য্য তাহার বচন” ॥
(কহিল সে চোবিদিন) ওহে ভুবন ।

ক্ষণকাল তব সঙ্গে করিয়া পকখন ।
 করিব অন্তরে সম এই আকিঞ্চন ॥
 বিশেষতঃ চৌবিদিনে জানে নরেশ্বর ।
 সগর্ভেতে কহে কথা রাজার গোচর ॥
 উপরোধ অমুরোধ কারো নাহি রাখি
 সদা চেক আপনার গরবেতে থাকে ॥
 কারো প্রতি ধোয়াসদ কথা নাহি কয় ।
 সদাকাল চৌবিদিন একভাবে রয় ॥
 রাজাধিরাজেরে শঙ্কা নাহি করে মনে ।
 অধনি সধনি সবে তুল্য করিগণে ॥
 একারণ শিক্তাচারে ইজিপ্তের পতি ।
 সমাদরে সম্ভাষ করিল চেক প্রতি ॥
 যে গৃহে চেকের সহ ইজিপ্ত ঈশ্বর ।
 চারিটা গবাক ছিল তাহার ভিতর ॥
 চেক-চৌবিদিন কহে নৃপের সদন ।
 চারিটা গবাকরুদ্ধ করিতে তখন ॥
 অবনীশ-অমরচরে অমরজা করিল ।
 দাস গিয়া আদেশিত গবাক মুদিল ॥
 পরে পৃথ্বীপাল হয়ে পুলকিত মন ।
 চেকের সহিত করে কথপোকখন ॥
 ক্ষণকাল পরে চৌবিদিন সুবিবাহ ।
 ইজ্ঞাজাল বিদায় পারক মতিমাহ ॥
 যে গবাকে দেখা যায় জেম্ দীঘী শিখর
 খুলিতে আদেশ করে নরেশে সত্বর ॥
 চেক বাক্যে করি ভূপ গবাক মোচন ।
 গিরিপ্রান্তে করে বহু সেনা দরশন ॥
 ভূরক আরোহি সবে করে প্রহরণ ।
 আকাশের ভাড়াহতে অসংখ্য গগন ॥
 মুক্তকোষ তরবারি ঝোলে উরুদেশে ।
 রাজধানী প্রতিধায় ভয়ানক বেশে ॥
 নিরখিয়া নরেশ্বরের নেত্রে বন্ধু-বীর ।
 বিবর্ণ হইল বর্ণ জীবন অস্থির ॥
 আর্তস্বরে করিছেন ঈশ্বর স্মরণ ।
 বলে “রক্ষা কর দীনে জগত কারণ” ॥
 নৃপের আভঙ্গ দেখে চৌবিদিন কয় ।
 “কি তহু ভূপাল হও মনেতে নির্ভর” ?
 এতক কহিয়া সেই গবাক মুদিল ।
 ক্ষণে কালগতে তাহা পুনশ্চ খুলিল ॥
 নৃপাল নয়ন-নুপে করে নিরীক্ষণ ।

আরেক গবাকে হয় নগর দর্শন ।
 সে গবাক চৌবিদিন খুলিল তখন ॥
 ক্ষৌণীপার্শ্ব-হেরে নেত্রে প্রিয় কেরোদেশ ।
 হত্যাশন লাগি প্রায় ভস্ম অবশেষ ॥
 উঠিয়া অগ্নির শিখা ব্যাপেছে গগন ।
 গৃহদ্রব্য প্রাণি সব হতেছে দাহন ॥
 নগরের নাশ দৃষ্টে নরেশ কাঁতর ।
 বলে হায় ভয়ময় হইল নগর ॥
 (চৌবিদিন বনে) ভূপ ! ইহা কিছু নয় !
 কি হেতু হইলে তুমি শঙ্কিত সতর ?
 ইহা বলি শীঘ্র সেই গবাক মুদিল ।
 পুনরায় খুলি তাহা নুপে দেখাইল ॥
 পূর্বমত বৈশ্বানর নহিল দর্শন ।
 অতঃপর সূর্য হৈল অকলী-ভূষণ ॥
 তৃতীয় গবাক চেক করিয়া মোচন ।
 ভূপতিরে দেখায় আশ্চর্য্য দরশন ॥
 নাইল নামেতে নদী তরঙ্গে প্লাবিত ।
 স্রোতস্বতী জলে হয় নগরী পুরিত ॥
 পূর্ব দৃষ্ট সেনাঅগ্নি জানিয়া অলীক ।
 তবু রাজা হৈল মোহে ব্যাকুল অধিক ॥
 মহাধেদে মহীপতি করে হাহাকার ।
 “ডুবিল নগরী মম রক্ষা নাহি আর !
 আমাদের জীবনাশা নাহিক এখন
 জীবন প্লাবনে সবে ভাজিব জীবন” ॥
 (চেক বলে) “মহারাজ ! কি চিন্তা তোমার !
 কিছু মাত্র নহে ইহা সকলি অসার ॥
 তরঙ্গ বিহীন হইয়াছে স্রোতস্বতী ।
 অতএব তোমার কিবা শঙ্কা নরপতি” ?
 দেখাইতে ধরেনে আশ্চর্য্য পুনরায় ।
 চৌবিদিন খোলে শেষ গবাকের দ্বার ॥
 সেই দিকে শুদ্ধ মরুভূমি দেখা যায় ।
 লতাকাণ্ড তরু আদি কিছু নাহি ভায় ॥
 অনান্য আশ্চর্য্য বিষয়েতে নৃপতির ।
 করেছিল যেইরূপ পরাণ অস্থির ॥
 চতুর্থ গবাকে তাহা নাহিক করিল ।
 ভূপতি উদ্যান এক নয়নে হেরিল ॥
 অতিপক ত্র্যাকাল শোভিছে সুন্দর ।
 দরশনে পুলকিত স্বরূপ কঙ্কর ॥
 অবনী শোভা সব শোভে উপবনে ।

প্রসেক্ষাটিত নানাজাতি পুষ্প মনোহর ।
গোমুখপ সেবতী জাতি মল্লিকা টগর ॥
কুরু বক পারুল পারুল নাগেশ্বর ।
গজরাজ সেকালিকা দেখিতে সুন্দর ॥
শূলজ জলজদল অতি শোভা পায় ।
মকরন্দ পান আশে অলিবৃন্দ ধায় ॥
সৌরভ গৌরবে তার মোহিত ভুবন ।
সংযোগি সন্তোষকর বহিছে পবন ॥
ফলে ফলে অবনত মহীরুহ যত ।
নানাজাতি পক্ষী তাহে শোভা করে কত ॥
ময়না ময়ূর হীরামন কাকাতুয়া ।
শ্যামা পেদা ভীমরাজ দোয়েল পাণ্ডিয়া ॥
কলকঠ নীলকঠ আদি বিজকুল ।
সুখান্বরে করে দান আনন্দ-অতুল ॥
শুক শারী সারল ময়াল দল যত ।
মলিলে সাতার দেয় শোভা তার কত ॥
নিরখি নয়নে নৃপ আপনা পামরে ।
প্লাবিত আনন্দ বারি হৃদয় সাগরে ॥
ধরানাত আশ্রয়নে করে অজ্ঞান ।
ইরামের উপবন হেন হয় জ্ঞান ॥
আজ্ঞাদে আকুল হয়ে অবনী-ভূষণ ।
পুনঃপুনঃ কহে “কি সুন্দর উপবন” ॥
(ভিষক বহিল) “রাজ! ইহা কিছু নয় ।
কিহেতু হইল তব আনন্দ হৃদয়” ?
এত বলি করিরাঙ্ক গবাক্ষ তখন ।
ক্ষণকাল পরে তাহা করিল মোচন ॥
মহীপ দেখিল আর নাহি উপবন ।
পূরাকার মরুভূমি হইল দর্শন ।
(অনন্তর চেক কহে করি সমাদর) ।
“যে সব আশ্চর্য্য নিরখিলে নৃপবর ॥
এহতে দেখাব এক আশ্চর্য্য বিষয় ।
যদ্যপি অবনী নাথ! তব আজ্ঞা হয় ॥
জল পূর্ণ টব এক আনাও হেথায় ।
উলঙ্গ হইয়া তুমি প্রবেশো তাহার ॥
কটি আবরণ মাত্র তোরালো লইয়া ।
অচিরে উঠিহ সেই জলে ডুব দিয়া” ॥
শুনিয়া নরেন্দ্র উভয়ে অজ্ঞান করিল ।
জলপূর্ণ-টব এক কিঙ্কর আনিল ॥
ডুব দিবামাত্র ভূপ তাহার তিতরে ।
উপনীত হইল নরেন্দ্রের পদতলে ॥

সিদ্ধান্তে গিরিধর অতি উদয়কর ।
অমিছে ভীষণ তাহে নানা বসচর ॥
ভূপতি বিশ্বয় হৈল করি দরশন ।
বল বুদ্ধি জ্ঞান সংজ্ঞা হারায় তখন ॥
ক্রোধানল প্রবল হইল অতিশয় ।
মনে কোপবাক্য চেক প্রতি কয় ॥
“রে ছুরাছা চৌবদিন! নৃশংস প্রধান!
যেমন করিলে তুমি মম অকল্যাণ ॥
কত যদি ফিরে যাই ইজিপ্ত নগর ।
এরং প্রতিফল তোরে দিবরে পামর” ?
“হা! হতোয়ি”! এইরূপ বলি নরেন্দ্র-
নিরুপায় হৈল অতি বিকল অস্থর ॥
ইতোমধ্যে বোধোদয় হইল অন্তরে ।
তাবে “এ বিফল আর্ন্তর্য্যে কিবা করে ॥
এ বিপদে ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর কেবল ।
মিছা আর অরণ্যে রোমনে কিবা ফল” ॥
এতেক চিন্তিয়া সাহসেতে করি ভর ।
ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করি নরেন্দ্র ॥
দেখে কাঠ কাটে যত কাঠুরিয়াগণ ।
তাহার সমীপেতে খাইল রাজন ॥
মনে ধরাধামী করিল চিন্তন ।
আপনার পরিচয় করিতে গোপন ॥
“যদি এ সকলে দেই মম পরিচয় ।
কহ না করবে মম কথার প্রত্যয় ॥
হিতে বিপরীত হবে স্বরূপ কথায় ।
তবর উন্মাদ কিবা কহবে আমার ॥
অতএব পরিচয় দেওয়া যুক্ত নয় ।
ইহাদিগে দিব আমি ছলে পরিচয়” ॥
(নিকটে অবনী নাথ করি দরশন ।
কাঠুরিয়াগণ কহে) “তুমি কোন জন” ?
(ভূপ কহে) “শুন দুর্গতির সমালার ।
সদাগর আমি মম বাণিজ্য ব্যাপার ॥
এ প্রকাবে আমি মম মগ্ন হৈল তরী ।
আমি মাত্র বেঁচে আছি কাঠ খণ্ড ধরি ॥
না বিকাদি মম দাসগণ দ্রবাচয় ।
সাগর সলিলে মগ্ন হৈল সন্তদ্রয় ॥
স্বচক্ষে দূরশ্য মম করি দরশন ।
বিহিত করণাদানে না হও কৃপণ” ॥
ভূপ তর হুঃখ দেখে কাঠুরিয়া যত

কি করে দরিদ্র জাতি সবে নিরাশ্রয়।
কেহ না পারিল দিতে ধরেন্দ্রে আশ্রয় ॥
তখাচ জনেক তার অতি সমাদর।
জীর্ণ পেশোয়ার দিল ভূপতির ডরে ॥
আর জন দিল জুতা অতি পুরাতন।
সবে নূপে লয়ে করে নগরে গমন ॥
তাঁহারে ঈশ্বর স্থানে করি সমর্পণ।
সকলে আপন গৃহে করিল গমন ॥

নিরাশ্রয় নিরুপায় হইয়া রাজন।
একাকী নগর মধ্যে করেন ভ্রমণ ॥
নয়ন এতাক হলে কব দ্রব্যচয়।
অবশ্য নরেন্দ্রের প্রাক্টল হৃদয় ॥
কিন্তু তাঁর হইয়াছে যে দৈবদণ্ডন।
সে চিন্তায় সমাকুল অস্থির জীবন ॥
একারণ যে সকল করেন দর্শন।
কিন্তুতেই তৃপ্ত নাহি হয় তাঁর মন ॥
মনোদুঃখে রাজপথে করেন ভ্রমণ।
না জানেন কি হইবে অদৃষ্টে তখন ॥
ভ্রমণেতে প্রাপ্তিবুক হয়ে সেইক্ষণ।
করেন বিশ্রামহেতু স্থান অন্বেষণ ॥
নিকটে দেখিয়া এক পাটনীর ঘর।
তাঁহার সম্মুখে বসিলেন নরেন্দ্র ॥
প্রাপ্তবক্ত দেখি তাঁরে পাটনী তখন।
আসিতে আলয়ে তার কৈল নিমন্ত্রণ ॥
পাটনীর ঘারে এক ছিল কাঠাসন।
তাঁহাতেই বসিলেন অবনী-ভূষণ ॥
(পাটনী কহিল) “তুমি কোন ব্যবসাই?
কি কারণে এইস্থানে দেখিবারে পাই?”
(ভূপতি কহিল সেই পাটনী সদনে।
যরূপ কহিয়াছিল কাঠুরীয়াগণে) ॥
“পর্যত-শিখরে অতি-বিজ্ঞান-কাননে।
হইল সাক্ষাৎ সম কাঠুরিয়া সনে।
তাঁহার আবার দুঃখ করিয়া প্রবণ।
জীর্ণ পেশোয়ার জুতা করেছে অর্পণ।
অতি স্নানোন্মত্ত তাঁর কহিবার নয়।
এ বিপদে মমপ্রতি হইল সদয়” ॥
(পাটনী কহিল) “তুমি না কর চিন্তন।
তোমার মঙ্গল শুনে সন্তোষ জীবন ॥
এ ঘোর বিপদে রক্ষা পেরেছ বখন।

যৌবন বয়স তব মঙ্গল হৃদয়।
এদেশে থাকিলে হবে সুখী অতিশয় ॥
বিদেশির পক্ষে শুভকরী এই দেশ।
অধিক তোমারে আর কি কহ বিশেষ” ॥
(ভূপতি কহিল সেই পাটনীর প্রতি)।
“হেন মনে তুমি না করিহ বহামতি ॥
এই সে বাসনা মম জেনো সারোদ্ধার।
কিসে পুনঃ প্রাপ্ত হই বিষয় আমার” ॥
(পাটনী কহিল) “যুবা! মম বাক্য ধর।
হইবে তোমার হিত না হও কাতর ॥
স্ত্রীদিগের স্নানগৃহ সম্মুখেতে গিয়া।
প্রবিলম্বে থাক তুমি ফটকে বসিয়া ॥
গৃহহতে বাহির হইবে যে রমণী।
তাঁহারে জিজ্ঞাসা তুমি করিবে তখনি ॥
পরিণীতা তুমি কি না কহ মো যুবতি।
না বাক্য বলিবে যেই তুমি এতাবতী ॥
দেশের নিয়মে সেই রমণী রতন।
স্বামিন্দ্রে তোমারে আশু করিবে বরণ ॥
সুখেতে রহিবে হবে আশার সুসার।
এ চূড়শা কিছুমাত্র থাকিবে না আর” ॥
প্রবীণের উপদেশ করিয়া প্রবণ।
সম্মত হইল রাজা করিতে ভ্রমণ ॥
সদ্রমে প্রণাম তারে করি ভূভূষণ।
বৃদ্ধ নিদেশিত স্থানে করিল গমন ॥
সেই স্থানে উপবিষ্ট হয়ে কাঠাসনে।
বিবিধ বিষয় চিন্তা করিছেন মনে ॥
হেন কালে নারী এক পরম সুন্দরী।
স্নানাগারহতে আসিতেছে দ্বরা করি ॥
নিরখি নরেন্দ্র তারে করেন চিন্তন।
“রমণীয় রূপ! এই রমণী রতন ॥
যদ্যপি অসুচ্য ধনী থাকে এসময়।
তবে কি হইবে মম ভাগ্যে শুভোদয় ॥
পূর্বের বিপদ রাশ হয়ে বিসরণ।
এর সহ করি কাল সুখেতে যাপন” ॥
এত চিন্তা কামিনীকে কহেন তখন।
বিবাহিতা কি না তুমি কহ বিবরণ?
ললন! হলনা তাজি কহিল রাজনে।
“হে যুবক! আমি বিবাহিতা কেমনে বকে” ॥
এত বলি সে রমণী করিল গমন।

দেখিতে কুৎসিত। অতি প্রেতিনীর প্রায়।
 নিরখি নৃপতি তারে সেমসী হারায় ॥
 মনে নরনাথ করেন চিন্তন।
 “অনাহারে বরং ত্যজিব এজীবন ॥
 তবু এরসহ না করিব পরিণয়।
 কেমনে সঙ্কিনী সহ করি কাল ক্ষয় ॥
 অমৃত কি মৃত্যু এর জানিতে কারণ।
 রমণীকে জিজ্ঞাসায় কিবা প্রয়োজন ॥
 কিন্তু বৃদ্ধ আমাকে করিল উপদেশ।
 জিজ্ঞাসিতে প্রত্যেক নারীকে সবিশেষ ॥
 দেশের নিয়মে যের জিজ্ঞাসা উচিত।
 যা করেন জগদীশ ইহার বিহিত ॥
 এর পতি আছে কি না জানিব কেমনে।
 মম সম দুর্ভাগা কি নাহি দ্বিভুবনে ?
 কোন জন মম সম দুর্ভাগা হইয়া।
 বিবাহ করেছে এরে বিপদে পড়িয়া” ॥
 এত চিন্তি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
 “বিবাহিতা তুমি কি না? কহ লো যুবতি” ॥
 (কামিনী কহিল) “আমি বিবাহিতা নারী”।
 শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন দণ্ডধারী ॥
 পরেতে আইল এক নারী চমৎকার।
 দ্বিতীয়হইতে সেই আরো কদাকার ॥
 ঈশ্বরে স্মরেন ভূপ তার দরশনে।
 “এক কদাকার মূর্তি হেরিহু নয়নে ॥
 যদি এরে বিবাহ করিয়া থাকে কেহ।
 সেজন দুর্ভাগা অতি নাহিক সন্দেহ” ॥
 সঘনে কম্পিত হয়ে অবনী-ভূষণ।
 কামিনীর প্রতি করে জিজ্ঞাসা তখন ॥
 “তুমি কি লো বিবাহিতা কহ না সুন্দরি” ?
 “হাঁ হে গুণাকর ?” দিল উত্তর নাগরী ॥
 এত শুনি নৃপমণি আনন্দিত মনে।
 ভক্তিভাবে স্মরিলেন অখিল কারণে ॥
 “চুই নিশাচরীহতে পাই পরিহরণ।
 (কহিল নৃপতি) স্তম্ভসহ ভগবান ॥
 কিন্তু এ আকার নহে আনন্দের কাল।
 কি জানি পাশ্চাত্যে উপনীত হয় কাল ॥
 স্নান করি এসে-নাই সকল নাগরী।
 কেমনে-সহস্র মন অক্লম্বোদ করি ॥
 আমার অন্তরে কারে দিবে ভগবান ॥
 এখন তাঁহার কিছ না জানি মন ॥

কিন্তু এইক্ষণে জ্ঞান হইতেছে মন
 এর স্মরিবর্তে কিছু না পাব উত্তম ॥
 আর এক কুরুপারে করিবে দর্শন।
 এই অপেক্ষায় ভূপ আছে ন তখন ॥
 হেনকালে এল এক পরম সুন্দরী।
 রূপের সাগরী যেন অমর নাগরী ॥
 কমলীয় কান্তি তার কান্ত মনোহর।
 শশধর লালিত বাহিত মুখ ধর ॥
 নিরুপমা মনোরমা রমণীর প্রতি।
 অনিষিষ নয়নে নিরখি নরপতি ॥
 তাবে “এক অপকৃপ করিহু দর্শন।
 স্বরূপ ইহার রূপ না হয় তুলন ॥
 এক স্থানে হেরিলাম দিবস বামিনী।
 এক স্থানে একি দেখি অপসরা প্রেতিনী ॥
 যেই স্থান গৃহে দেখি কুরুপ কুৎসিত।
 সেই স্থানে দেখিলাম রূপ সম্বিত” ॥
 এত চিহ্নি চারিদীর সমীপস্থ হয়ে।
 জিজ্ঞাসা করেন বাচ মধুর বিনয়ে ॥
 “মনোরমে? অন্ধিধনে দেহ পরিচয়।
 পরিণীতা অমৃত কি আছ এসময় ?”
 তাচ্ছীলা ভাবেতে রামা কহিল বচন।
 “পরিণীতা নহি আমি অমৃত এখন” ॥
 এত বলি ললনা ছলনা প্রকাশিয়া।
 আপনার গৃহ মুখে যাইল চলিয়া ॥
 বিস্মিত হইয়া ভূপ কামিনীর ভাবে।
 আপনার মনে কত ভাব ভাবে ॥
 “একি তাব ভুবনমোহিনী প্রকাশিল।
 আমার মনর অশা নিরাশ করিল ॥
 স্ববির আমাকে যাহা কহিল বিহিত।
 মমভাগ্য সে সব হইল বিপরীত ॥
 ভাবিলাম আমার হইল শুভোদয়।
 সুন্দরীর সহ মম হবে পরিণয় ॥
 স্বপ্নবৎ সে সকল হইল এখন।
 সমুখা নয়নে রামা করিল দর্শন ॥
 আপদ মন্তক মম দরশন করি।
 প্রকাশিল ঘৃণা ভাব সকলি সুন্দরী ॥
 কিন্তু সেই ঘৃণাতার অসঙ্গত নয়।
 কেমনে ঈদৃশ জনে করে পরিণয় ॥
 জীর্ণ শত হিঙ্গ অঙ্গরাধা মম অঙ্গে ॥

সরিত হইল অতি দীন বেশ ।
কল্পে আঁকা হবে প্রেমের আবেশ ॥
এতএব কমলায় অপরাধ তার ।
ক কল বিকল চিন্তা করিব না আর” ॥
যেই কালে নৃপ হেন করেন চিন্তন ।
হেন কালে দাস এক দিল দরশন ॥
আসিয়া তাঁহার প্রতি কহিল বচন ।
“মহাশয় ! এদীনের স্তন নিবেদন ॥
এক জন বৈদেশিক দীনবেশী নর ।
তাঁহার সজ্জানে হেথা আইলু সত্তর ॥
আপনার আকারেতে অমৃতব হয় ।
আপনি হইবে বুঝি সেই মহাশয় ?
অতএব কিছু প্রেম করিয়া স্বীকার ।
আপনি এসেন যদি সঙ্কেতে আমার ॥
আপনার আগমন অপেক্ষা করিয়া ।
কয় জন আছে আশা পথ ধেরাইয়া” ॥
নরপতি কিসেরে শুনিয়া ভারতী ।
সেইক্ষেণে চলিলেন তাহার সংহতি ॥
কিঙ্কর নিকর শুণে আছিল সন্তিত ।
ভূপতিরে লয়ে এক হৃদ্যে উপনীত ॥
মনোহর সেই যর অতি সুসজ্জিত ।
বিচিত্র সূচিত্র কত মণিতে মণ্ডিত ॥
বিবিধ ঠৈজস পূর্ব পরিপাটি অতি ।
বোধ হয় যেন কোন রাজার বসতি ॥
নরবরে সেই স্থানে লইয়া কিঙ্কর ।
বিনয় বচনে কহে তাঁহার গোচর ॥
“এই স্থানে কণেক করুন অবস্থান ।
অচিরে আসিয়া তব রাখিব সম্মান” ॥
এত বলি দাস তথা রাজাকে রাখিয়া ।
বাহিরে আইল শীঘ্র বিদায় লইয়া ॥
দুইঘড়ি কাল তথা ভূপাল রহিল ।
তরু কারে সহ তথা সাক্ষাৎ নহিল ॥
এক বার সেই দাস আসি কয় ।
“কণকাল অপেক্ষা করুন মহাশয় ॥
না হবে উদ্বিগ্ন কিছু স্থির কর মন ।
অচিরে হইবে সিদ্ধ অতীষ্ট আপন” ॥
অনন্তর অবিলম্বে অবনী-ভূষণ ।
মনোহর রানী চারি করে দরশন ॥

তাদের পশ্চাতে এক সর্ক-সুলক্ষণা ।
হীরকে মণ্ডিত অঙ্গ যেন দেবীকনা ॥
লাবণ্য বিলাসবতী নবীন যৌবনা ।
কীর্ণাজী কেশরীমধ্য কুরঙ্গ-নয়না ॥
পরণে বিচিত্রবাস সহায় বদন ।
কামদঙ্ক যুবকের নয়ন রঞ্জন ॥
গৃধিনী গঞ্জিত ঐতিযুগ মনোহর ।
শুক-সুখ নাশা-নাশা দেখিতে সুন্দর ॥
পরিমল কোমল কপোল মনোহর ।
গোলাপ কলাপ ভ্রমে ভ্রমে মধুকর ॥
বিষম কুসুমসর জিনি শরাসন ।
কমনীয় কামিনীর তুরুর বলন ॥
অধরে বাঙ্কলী হারে মুকুতা দশনে ।
কমল কুমদীকান্ত হারিল বদনে ॥
লাবণ্য চটায় পরাতব সৌদামিনী ।
সুচারু চিকুর যেন নব কাদম্বিনী ॥
বিসনাল নিরখিয়া সে ভুজ বলন ।
সকলক কারে তহু পঙ্কেতে গোপন ॥
করি শিশু কুটুম উরুজ যুগল ।
কিয়া বোধ হয় যেন অক্ষট কমল ॥
মহুরগামিনী সেই রমণী রতন ।
সস্ত্রাট সম্মুখে আসি দিল দরশন ॥
নরপতি তারপ্রতি করিয়া ঐকণ ।
অমন চিনিলা সেই রমণী রতন ॥
স্নানাগারহতে যারে শেষে দেখিছিল ।
সেই বিনোদিনী এই নুমণি জানিল ॥
মধুর কোমল ভাবে কামিনী তখন ।
বসুন্ধরাপতি প্রতি কহিছে বচন ॥
“ওহে মহাতাগ ! এত বিলম্ব কারণ ।
মম অপরাধ সব করিবে মার্জন ॥
হৃদয়ের নাথ তুমি নয়ন রঞ্জন ।
বেশীনে কিসে করি ও পদ বন্দন ?
তুমি মম প্রাণপতি রমণী-ভূষণ ।
করিলাম এ যৌবন তোমাতে অর্পণ ॥
জীবন যৌবনখন সম্পদ আমার ।
এসব এক্ষণে নাথ ! হইল তোহার ॥
আমি দানী অতিলাবি ও পদ কমলে ।
যে আজ্ঞা করিবে হবে করিব কুশলে” ॥
আমিনী তাবতী ও নিয়া ভূমিপতি ।

“কথেক হইল প্রিয়ে! অকৃটে আমার।
করি’তছিলাম নানামত তিরস্কর ॥
কিন্তু এবে কি সৌভাগ্য হইল আমার।
প্রেমগর্ভামৃতবাক্য শুনিয়া তোমার ॥
সমস্ত মানবহতে এক্ষণে আমার।
সুখ অলখির দেখি নাহি পারাপার ॥
কিন্তু আমি তব পতি যদি বরাননে!
পূর্বে দেখেছিলে কেন ঘৃণিত লোচনে?
কিন্তু তাহে তব দোষ না করি গণন।
হতে পারে ঘৃণা তব জেনেছি কারণ ॥
জীর্ণবাস পরিধৃত দীনবেশি নরে!
তা সম সুন্দরী কেমনে প্রজ্ঞা করে” ॥
(কামিনী কহিল) “নাথ! করি নিবেদন।
আমাদের এদেশের বাতায় এমন ॥
প্রকাশ্যে পুরুষ প্রতি করি অহঙ্কার।
কিন্তু হে গোপনে মনঃ যোগাই তাহার” ॥
(নৃপতি কহিল) “প্রিয়ে! তাহে কতি নাই।
কিন্তু এক কথা আমি তোমাতে সুধাই ॥
এ ক্ষুদ্র রাজ্যে আমি অধিকারী যদি।
তব সহ এখানে থাকিব নিরবধি ॥
কিন্তু হেন বেশ প্রিয়ে! তোমার সহিত।
থাকিতে এখন আমি হতেছি লজ্জিত ॥
অতএব আজ্ঞা কর তোমার কিঙ্করে।
জনের দরজি ডাকি আনয়ে সত্বরে” ॥
(বনিতা বলিল) “নাথ! না কর চিন্তন।
এই হেতু মম দাসে করেছি প্রেরণ ॥
জনের ইহুদী কর এদেশে বসতি।
বস্ত্র ব্যবসায়ী সেই সুবিখ্যাত অতি ॥
তৈয়ারি সুচ্ছন্দ সেহ করয়ে বিক্রয়।
সে আনিব যা তোমার প্রয়োজন হয় ॥
যদবধি সে এখানে না করে গমন।
তাবৎ এস হে ধোঁহে করিগে তোজন ॥
গগণে বাড়িল বেলা দেখ রসময়!
ইয়াছে মাধ্যাহ্নিক ভোজের সময়” ॥
এত বলি নাগরর কক্ষেতে ধরিল।
আরেক অপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিল ॥
নানা তৈজসেতে পূর্ণ গৃহ মনোহর।
বিবিধ সুখাদ্য আছে যেকের উপর ॥
নানাবিধ ফলমূল দ্বিটীয় সজল।
সৌগন্ধিক জল্য নানাবিধ পানীয়সকল ॥

উভয়েতে সুখানীন হয়ে দিব্যাসনে।
মধুর আলাপ সহ বসিল ভোজনে ॥
চারি সহচরীমেলি সমুখে আসিল।
কলকণ্ঠ তুল্যস্বরে গীত আরম্ভিল ॥
তাল মান লয় সুর করিয়া যোজন।
ব’বা সাণ্ডয়াজির পদ গাইল তখন ॥
অনন্তর নানা যন্ত্র করিল বাদন।
শুনিয়া সজ্জ্বল হৈল উভয়ের মন ॥
অতঃপর নারিকা তুষিতে স্নানায়কে।
ব’শরী লইল করে পরম পুলকে ॥
আপন সুস্বর তাহে সংযোগ করিল।
বিবিধ রাগিনী রাগে সুখে বাজাইল ॥
শুনি সুখসিদ্ধিময় মহীপের মন।
আপনার পূর্ক দুঃখ হৈল বিস্মরণ ॥
যেইকালে ছিল সবে আশ্রমে মোহিত।
বস্ত্র লয়ে ইহুদী হইল উপনীত ॥
বিবিধ বর্ণের বাস বিচিত্র বরণ।
রজত কনকরাজী তাহে সুশোভন ॥
যেই সন্মুদায় বস্ত্র করি বিলোকন।
মনোমত যাহা লয় বাছিয়া তখন ॥
বিশদ বরণ বাস হেমভাস তায়।
আকৃষ্ট নৃপের নেত্র তাহার শোভায় ॥
যেই পরিচ্ছদ রাজা করিলা গ্রহণ!
উপবৃত্ত মুখ্য তার দিল সেইক্ষণ ॥
ইহুদী বিদায় হয়ে স্বগৃহে চলিল।
নৃপেহেয়ে মহিলার মানস মোহিল ॥
মনোমত পতি পেয়ে যুবতী তখন।
আনন্দ নীরখিনীয়ে হৈল নিমগন ॥
পার্শ্বি পাইয়া সেই সুখের নিধান।
কোতুকে কামিনী সহ কামিনী পেহান ॥
হাসভাষ পরিহাস প্রেমোন্মাদ মনে।
অনঙ্গ ভরজে দেয় সীতার দুজনে ॥
এইরূপে সাত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়।
উভয়ের সদাশুখে প্রকৃত কদম্ব ॥
নরেশ ঔরসে সেই নারীর গর্ভেতে।
সাত পুত্র সাত কন্যা হইল ক্রমেতে ॥
অলসের পরভ্রষ্ট হইয়া রাজন।
সুন্দরীর সহ করে সময় যাপন ॥
অতিব্যয়ী হইল দম্পতি দুই জনে।
অতিমাত্রায় দিয়া দিলে দাম্পত্য ॥

নিঃশেষ করিল ক্রমে পূর্বের সম্পদ।
 প্রথমে প্রদোদ স্বামে হইল বিপদ ॥
 ক্রমে হাস দানী সব ছাড়াইয়া দিল।
 তৈতল সামগ্রী সব বেচিতে লাগিল ॥
 বেচিতে ভাহা ক্রমে ফুরাইল।
 ওদন উপায় আর কিছু না রহিল ॥
 নিরুপায়ে নিতম্বিনী কহিল নাথেরে।
 “এবে কি উপায়, নাথ! কহ এদানীর ॥
 যাবৎ আমার খন ছিল হে বিস্তর।
 সুখে তুমি কাল হরিয়াছ গুণাকর।
 কোন ক্লেশ হয় নাই করিতে স্বীকার।
 রাজ তুলা উপভোগ হইতে তোমার ॥
 এক্ষণে উপায় চিন্তা করহ বিহিত।
 পরিবার পালনেতে যা হয় উচিত ॥
 উপায়ের পন্থা না করিলে এইক্ষণ।
 কেমন সন্তানগণ করিবে পালন” ?
 এ কথায় শোকযুক্ত হয়ে নৃপবর।
 বৃদ্ধ পাটনীর কাছে চলিল সত্তর ॥
 তার কাছে উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
 সেইমত করিলেন পথাবলম্বন ॥
 পাটনীর সমীপস্থ হইল। তখন।
 সতরুণ স্বরে তারে কহেন বচন ॥
 “হে তাত! আমারে কিছু বলহ উপায়।
 পূর্বহতে আমি পড়িয়াছি ঘোরদায় ॥
 চতুর্দশপতা মোর নারী এক জন।
 কিছু শ্রম অর্থ নাই করিতে পালন” ॥
 (পাটনী কহিল) “বাপু সুধাই তোমায়।
 ব্যবসার জ্ঞান কিছু বলহ আমার” ?
 (নৃপতিকহিল) “আমি কিছু নাহি জানি”,
 (পাটনী কহিল পুনঃ শুনি এই বাণী ॥
 দুই তান্ত্রপণ দিয়া মন্থনের করে) ॥
 “নাও ইতে রজু তুমি বিনেপে সত্তরে ॥
 যেই স্থানে ভারবাহী থাকে দাঁড়াইয়া।
 সেই স্থানে থাকিয়া রজু হাতে নিয়া ॥
 মোট বহিবারে কেহ ডাকিল তোমায়
 মোট লয়ে তার সঙ্গে বাইবে দুরায় ॥
 এই শ্রমধারা করি অর্থ উপার্জন।
 আপনার পরিবার করহ পালন” ॥
 ভূপতি পাটনী বাক্য করিয়া গ্রহণ।

হেনকালে এক জন আসিয়া তথায়।
 জিজ্ঞাসা করিল মীনবেশ সে রাজার ॥
 “বহিতে আমার মোট শকু যদি হও?
 আসিয়া আমার সঙ্গে এক ভার লও” ?
 (রাজা বলে) “এই জনা আছি মহাশয়।
 পাইলে উচিত ভাড়া বহিব নিশ্চয়” ॥
 অনন্তর সেই নর নয়েন্দ্রে উত্তরে।
 ভারপূর্ণ থলো এক দিল কক্কোপরে ॥
 কি করে অগত্য। রাজা করিল বহন।
 কিন্তু তার তাঁর পক্ষে হৈল অসহন ॥
 কোমল শরীর ভূপ সুকুমার অতি।
 সম্পদ সন্তোষে ছিল লইয়া যুবতী ॥
 শ্রমসাধ্য কর্ম কিছু করে নি তখন।
 অসহ্য হইল তাঁর সে ভার বহন ॥
 রজুতে কক্কোর মস হইল বিকত।
 তাহাতে বাতনা তিনি পাইলেন কত ॥
 কি করেন কষ্টমুখে লইয়া সে ভার।
 একপাই পাইলেন শ্রম পুরস্কার ॥
 তাই লয়ে গৃহে ভূপ করিল গমন।
 প্রেমী আসিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে তখন ॥
 “অদ্য কি পেয়েছ নাথ! বল সমাচার” ?
 (ভূপ বলে) “একপাই ভারম আমার” ॥
 (রমণী কহিল) “নাথ! ইথে কি হইবে।
 তোমার সন্তান সব কেমনে বাঁচিবে?
 নিত্য বলি নাহি আন এর দশগুণ।
 অসহ্যাবে তবাপত্য সব হবে ধ্বন” ॥
 পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নরপতি।
 শোক মগ্ন গুহ্য ১৪ বিমলিন অস্ত ॥
 দর২ ধার। বহে নয়ন যুগলে।
 বিষাদ হৃদাশ অবসাদ বদে দলে ॥
 আপনার দুঃখ তাবিতের।
 মনোদুঃখে অশ্রুবাসি কেলিতে ॥
 পূর্বমত নাহি গিয়া মুটের বধায়।
 শোকাবুলে সিক্কুলে গেলেন দুরায় ॥
 চৌবিন্দ্রি কৃত অনপেক্ষিত যে স্থান।
 তাই দরশন করে মানব-প্রধান ॥
 আরো সে বিশ্বকর বস্তু বিবরণ।
 ভূপতির স্মৃতিপথে উদয় তখন ॥
 সে সব স্মরণে ভূপ করে হাহাকার ॥

ভুরকীয় ইতিহাস ।

হেমকালে উপনীত নমাজের কাল ।
 স্নান হেতু জলে ডুবিল মহীপাল ॥
 নীর হতে নির যদি নুপতি তুলিল ।
 স্বীয় রাজধানী দেখি বিস্ময় হইল ॥
 পূর্বে যেই টবে রাজ্য ভূমি দিয়াছিল ।
 পুনঃ সেই টবমধ্যে আপনা দেখিল ॥
 অতুচ্চ নিকর চৌদিকে সুবোঁকিত ।
 আরো দেখিলেন চৌবিদিন সুপশুিত ॥
 তাহারে দেখিয়া অতি হইয়া কুপিত ।
 ক্রোধ ভরে তর্ক সনা করিল যথোচিত ॥
 “রে দুরাশা ! ধর্মভর নাহি কি তোমার
 ঈশ্বরের দণ্ড মনে না কর স্বীকার ॥
 আমি রাজ্য প্রভু হই সম্বন্ধে তোমার ।
 মম সহ চাহি করিস দুরাচার ” ॥
 (চৌবিদিন বলে) “ভূপ, করি নিবেদন ।
 কি হেতু আমার প্রতি ক্রোধিত এমন ॥
 কিঞ্চিৎ না করি আপনার অপকার ।
 অকারণ কি কারণ কর তিরকার ॥
 এই মাত্র জলে ডুব দিলেন আপনি ।
 উদ্ধাতে কি দোষ মম কহ নুপমনি ? ॥
 মম বাক্য সত্য কি না প্রমাণ কারণ ।
 আপনার দাসবর্ণে জিজ্ঞাস এখন ॥
 স্বচক্ষে যাহারা, ভূপ ! দেখিল তোমায় ।
 তাহাদের মুখে বার্তা পাবে সমুদায় ” ॥
 চৌবিদিন যা বলিল সত্য নরপতি ।
 এক বাক্যে দাসগণ কহিল ভারতী ॥
 তাহাতে তাঁহার কিছু প্রত্যয় না হয় ।
 দাসগণে সম্বোধিয়া ধরাপাল কয় ॥
 “পূর্ণ সপ্তবর্ষ প্রায় হইল অতীত ।
 ইঙ্গ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে এ দুর্নীত ॥
 মম আশ্রিত দেশে রাখিল আমায় ।
 এককন্যা বিত্তা আমি করি তথায় ॥
 তাহার গর্ভেতে মম স্তন্য বোণেতে ।
 চতুর্দশ কন্যা পুত্র হইল ক্রমেতে ॥
 কিন্তু এই জন্য আমি না হই কাতর ।
 অবশেষ মুটে মোরে করিল পামর ” ॥
 এত বলি নরপতি আরো রোষ ভরে ।
 চৌবিদিন প্রতি কহে অতি কটুধরে ॥
 “রে দুরাশা ! নির্ভর ! পাপীঠ দুরাচার !
 কেমনেহে আশ্রিত হইয়াছ তব পিতার ” ॥

এতক বচন শুনি চৌবিদিন কয় ।
 “যদি মম বাক্যে, ভূপ ! না ঠেকিলে প্র-
 কার্যত তোমারে আমি দেখাব এখন
 অতুচ্চ করিয়া, করুন দরশন ” ॥
 এত বলি সেইখানে উল্লস হইয়া ।
 আপনার কটিদেশে তোয়ালে বাস্তিহ
 সেই টব মধ্যে চৌবিদিন ডুবদিন ।
 সভাসদ বর্গ সব দেখিতে লাগিল ॥
 সেইকালে চৌবিদিনে বিনাশের তরে
 নকোপে লইল ভূপ তরবারি করে ।
 পূর্বেতে প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন রাজন
 যদি পুনঃ ইজিপ্তেতে করেন গমন ॥
 কেমন সে চেক তারে নিকটে পাইয়া
 করিবেন কোপ শাস্তি মস্তক কাটিয়া ।
 চৌবিদিন অন্তর্ধামী বিদ্যার বলেতে ।
 জানিয়া নুপের মন বিশেষ রূপেতে ॥
 ইঙ্গ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে সেইক্ষণ ।
 দামাসকস নগরেতে করিল গমন ॥
 তথা গিয়া চৌবিদিন সুযুক্তি করিল ।
 নিয় উক্ত পত্র এক ভূপালে লিখিল ॥
 “জেনো তুমি হে রাজন, তুমি আ-
 দুইজন, ঈশ্বরের অতি ক্ষুদ্রদাস । ॥
 তাঁহার স্লামাধ্য কিবা, যে করিল নিশি দি-
 চন্দ্রসূর্য্য করিয়া প্রকাশ ॥
 সেইক্ষণে ভূভূষণ, টব জলে নিমজ্জন
 করিলেন আপন শরীর ।
 সেইক্ষণে পুনঃ তুমি, নিখিল বিভব তুমি
 স্বীয় তনু করিলে বাহির ॥
 ইতমধ্যে হে রাজন, করিলেন পর্যটন,
 সপ্তবর্ষ অবিজ্ঞাত দেশে ।
 তথা এক সুরমণী, পেয়ে তুমি নুপমনি
 বিবাহ করিলে প্রেমাবেশে ॥
 তাহার গর্ভেতে তব, অপত্য হইল সব-
 চতুর্দশ সংখ্যায় গণন ।
 বিভব নিঃশেষ করে, বিপদে পড়িলে পরে
 ভারবাহী হইলে তখন ॥
 তবে কি প্রত্যয় তব, হইবে না মহীধব,
 মহানদের শয্যা উচ্ছলিল ।
 পদোপাত্র হতে পয়, পড়ে নাই সমুদয়,

যা কি আছে তাঁর, খুন্দা হতে এসংসার,
ইচ্ছা ক্রমে হুজুম বাহার ।
হায় উদয় ভল, স্থিতি হয় বস্তু সংঘ,
সকলি জানিবে সাধা তাঁর ” ॥
বেদন দত্ত পত্র পড়ি মর্ত্যপতি ।
পন্থনয়নে হন বিশ্বসিত মতি ॥
কর বাক্যেতে হৈল প্রত্যয় তাঁহার ।
তু পুনঃ দুয়ো কোপ হইল সঞ্চার ॥
চোবিদিনে করিবারে আক্রমণ ।
মাস কম ভূপতিরে সিখিলা লিখন ।
টিয়া তাহার যুগ পাঠাবে হেথায় ।
ঠাইলা এই পত্র লিখিয়া ত্বরায ॥
জগৎভূপেবপত্র শিরোধাঘ্যকরে ।
মাস কম, মহীপতি প্ররত্ত সজ্বরে ॥
ববারে গুলতানের মনাতুরঞ্জন ।
ধামত চেকিত হইল ভূভষণ ॥
প্রম করেছ চেক নগরের প্রান্তে ।
ইকবা শুনি সেই বসুমতীকান্তে ॥
চুচর বর্গে আভা কৈল সেইকণ ।
চেকেরে ধরিয়া আনে করিয়া বন্ধন ॥
ককর নিকর রূপ নিদেশ পাইয়া ।
চেকেরে ধরিতে গেল সজ্বর চলিয়া ॥
প্রাশ্রম অস্তিকে তার হয়ে উপনীত ।
তু সেনাগণ দেখি হইল বিস্মিত ॥
কু সাজে তরবারি করেতে ধরিয়া ।
স্রাশ্রমের দ্বারে সবে আছে দাঁড়াইয়া ॥
ইহা দেখি দাসগণ হইল ভীত মন ।
হপের দকাশে আসি কয়ে নিবেদন ॥
বিসরণ শুনি নপ কুপিত হইল ।
হলৈন্য সহিত সাজি আপনি চলিল ।
চেকের আশ্রম দ্বারে হলে উপনীত ।
হই সেনা একত্রেতে হইল মিলিত ॥
চেকের আছিল সেনা অসংখ্যগণ ।
ভূপতির সেনাদিগে কৈল নিবারণ ॥
অগস্ত্য ভূপতি নিবারণে নিরুপায় ।
প্রভারত্ত হইলেন অনিষ্ট শকায় ॥
মনঃ অস্তিলায় স্বদি মিছি না হইল ।
মহীপ জমাত্য সহ মন্ত্রণা করিল ॥
“কি উপায়ে চোবিদিনে করি পরাজয় ।

(কহিল অমাত্যগণ) ” শুনি হে রাজন !
দ্বন্দ্বৈ তারসতশক্ত নহ কদাচন ॥
আহুয়ে ঐশিক শক্তি তাহার উপর ।
অমৌকিক কার্য সেই করে নিরন্তর ॥
যাবৎ প্রভাব তার রহিবে প্রবল ।
তাবৎ আপন চেষ্টা হইবে বিফল ॥
দৈব শক্তি হীন চেক যাবৎ না হবে ।
তদবধি, মহারাজ ! সাধীন সে হবে ॥
অতএব যুক্তি এক করুন শ্রবণ ।
করুন তাহার সহ সন্ধি নিবন্ধন ॥
আপনার অন্তঃপুরে আছে যে যে নরী ।
যুবতী লাবণ্যবতী পরম সুন্দরী ।
তাহাদিগে চোবিদিনে দিয়া উপহার ।
করুন কপট ভাবে প্রণয় সঞ্চার ॥
হুলনা কলনা ভানে ললনা যে সব ।
তাহাদিগে পাঠাইয়া দেহ মহীধব ॥
যোষাদিগে এই রূপ শিখান রাজন ।
হলেতে তুলায় যেন সে চেকর মন ॥
হাব ভাব তুরু ভঙ্গি অপাক কলাপ ।
এই সব প্রকাশিয়া করে প্রেমালাপ ॥
তাচার অন্তর ভাব হইয়া জ্ঞাপন ।
আপনার পদে যেন করে নিবেদন ॥
পড়িলে কামিনী জন প্রেম বাগুরায় ।
স্বীয় দৈবশক্তি চেক হারায়ে হেলায় ॥
তখন অভীষ্ট মিছি হইবে তোমার ।
অনায়াসে চোবিদিনে করিবে সংহার ” ॥
এ মন্ত্রণা স্মরণ্য তাবিয়া ভূপতি ।
প্রশংসা করিল অতি মন্ত্রিগণপ্রতি ।
অনন্তর চেক সহ কয়িতে প্রণয় ।
উপহার দিল রাজা কামিনী নিচয় ॥
বিবিধ ভূষণ বাস রতন কাঞ্চন ।
চোবিদিনে উপহার দিলেন রাজন ॥
চোবিদিন, রাজদত্ত পেয়ে উপহার ।
বিস্মৃত হইল যত তাঁর অত্যাচার ॥
মনে এই স্থির করিল তখন ।
“স্বীয় দোষ এইকণে জেনেছে রাজন ।
অকারণ আমার বৈরতা ইচ্ছাকরে ।
করিয়াছে আনাবিধ মনজ্ঞাপ পরে ” ॥
এই হেতু বহুজালে পড়িল আপনি ।

তার মধ্যে নারী এক নরীন যৌবনা ।
 অমর অঙ্গনা তুল্য সর্বসুলকণা ॥
 চেকের মানস হৃৎ আশু সেইকণ ।
 তাহার লাভ্য জালে পাইল বন্ধন ॥ x
 যখন দেখিল, নারী করিয়া বিচার ।
 নিশ্চয় পড়েছে প্রেমে চোবিদিন তার ॥
 কাছে আসি হৃদহাসি প্রকুল বদনে ।
 জিজ্ঞাসা করিল চেকে মধুর বচনে ॥
 “ওহে চেক ! গুণমণি ! হৃদেণ আমার ।
 নিশ্চয় জানিবে আমি অধীনী তোমার ॥
 অতএব কথা এক করিহে জিজ্ঞাসা ।
 কহিয়া পুরাও, নাথ ! অধীনীর আশা ।
 এই কথা তোমারে জিজ্ঞাসি গুণমণি ।
 দৈবশক্তি ভট্টকহু হবেকি আপনি ? ॥
 এমন সময়, নাথ, কহু কি হইবে ।
 অলৌকিক ক্রিয়া তুমি করিতে নারিবে”
 (চেক বলে) “প্রাণেশ্বর ! করহ অবণ ।
 এ কথায় তব কিবা আছে প্রয়োজন ॥
 অতএব ইহা পুনঃ করোনা জিজ্ঞাসা ।
 এ আশা সুআশা নহে কেবল দুরাশা ॥
 এস দৌড়ে মুখে করি সময় বাপন ।
 মদন আলাপ, প্রিয়ে করহ এখন” ॥
 এতবলি চেক তার করেছে ধরিল ।
 অমনি কামিনী ছলে মানিনী হইল ॥
 বলে “আর সোয়াগে নাহিক প্রয়োজন
 যত ভালবাস, নাথ ! জেনেছি এখন ॥
 অন্তরে গরল তর বচন মধুর ।
 তুমি হে কপট ষষ্ঠ লম্পট নিষ্ঠুর ॥
 যদি ভালবাস মোরে প্রাণের সহিত ।
 অন্তরের কথা কেন রাখিল গোপিত” ॥
 এতবলি রামা কেন্দ্রে হইল আবুল ।
 নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল ॥
 আরো হেন হল ভাব করিল প্রকাশ ॥
 তাহাতেই চেকের করিল সর্বনাশ ॥
 নিতান্ত কাতরা তারে দেখিয়া তখন ।
 প্রবোধ বাক্যেতে চেক করিল লাভ্যন ॥
 “পল্লিহর মনোশোক ওলো মনোরমে-
 তবাধীন হইয়াছি প্রণয় সন্ত্রমে ॥
 যে কথা জিজ্ঞাসা মোরে করিলে এখন ।
 মন দিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম এখন ॥

যখন মজ্জি আনি তোমার সহিত ।
 তখনি সে শক্তিহতে হয়েছি বঞ্চিত ॥
 যাবৎ জলেতে শুদ্ধ না করি শরীর ।
 নাহি পারি কেরামত করিতে আহির
 জলেতে সংস্কৃত করি স্বীয় কলবর ।
 মনে বাহা করি তাহা পারিলো সহর ॥

নরেন্দ্র কিঙ্করী ইহা অবগতান্তর ।
 হৃপের সকাশে আসি করিল গোচর ॥
 মহীপতি এই তক্ষ জানিল যখন ।
 আশ্র অহুচরে করে অহুজ্ঞা তখন ॥
 “তোরা সবে একদিন নিশীথ সময় ।
 গোপনে যাইবি সে চেকের কুঞ্জায় ॥
 আমার প্রেরিতা দাসী যে আছে তথা
 সেই নারী দ্বার খুলি দিবে তো সবার ॥

হৃপের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে দাসগণ
 সাধিতে তাহার কার্য করিল গমন ॥
 নিশিযোগে চেকের আছিল এই নীত
 জল পূর্ণ পাত্র এক নিকটে রাখিত ।
 যখন তাহাতে তার হস্তো প্রয়োজন
 সেই জলে স্বশরীর করিত শোধন ॥
 সেই নিশি সেই চুষ্ঠা রমণী দুশীলা
 শযায় যাইতে সেই আল ফেঙ্গিল্লা
 নাজেনে কেলেতে জল করিয়া এমন
 ছল প্রকাশিয়া যায় আনিতে জীবন
 চোবিদিন অসমক্ষে যখন যাইল ।
 রাজার কিঙ্কর গণে দ্বার খুলে দিল
 তাহারা সকলে পুরে প্রবেশে যখন
 দেখিয়া হইল চেক সবিস্ময় মন ॥
 নারীর চাতুরী সব জানিতে পারিয়া
 দুইহাতে দুই বাতি লইল তুলিয়া ॥
 করেছে জলস্ত বাতি করিয়া ধারণ
 চারিধিকে ঘুরে করে মত্ত উচ্চারণ ॥
 কিন্তু সে সকলি মিথ্যা ময় কিছু নয় ।
 তাজনি কিঙ্কর সবে হইল সভয় ॥
 বিপদ আশঙ্কা করি তাহারা তখন ।
 অচিরে সেস্থান হতে করে পলায়ন ॥
 গহ্বর বাহির তারা হইয়া সত্বর ।
 বলে “যোজনায়নে সকল্য করিলে লিখত

ভুরকীয় ইতিহাস ।

খনি সব্বারে চেক করিত সংহার ।
 গিয়ে সে বিপদ হতে হইল উদ্ধার, ॥
 সেইকালে, চেক, দ্বার সংরুদ্ধ করিল ।
 লশোচ করি দেহে সংযুক্ত হইল ॥
 উচিত প্রতিকূল দিতে সে যোদ্ধায় ।
 রুল তাহার রূপ মঞ্জের দ্বারায় ॥
 পন আকার তায়ে করিয়া তখন ।
 রর বাহিরে আলি দিল দরশন ॥
 লাতক রাজভূক্ত্যে ডাকিয়া তখন ।
 ল, 'তোমা সব্বাকার রথায় জীবন ॥
 নায়াসে রাজআজ্ঞা করিয়া হেলন ।
 ক্রম হইয়া কর তয়ে পলায়ন ? ॥
 চামাদের সম ভীরা না দেখি জগতে ।
 জার কোপেতে সবে এড়াবে কিমতে ॥
 দ নাহি লহ চেকে করিয়া বন্ধন ।
 ক্ষয় সুপতি সবে করিবে নিধন ॥
 জন্য তোমরা সবে কর পলায়ন ।
 খেছ কি সেনাচয় রাক্ষস ভীষণ ? ॥
 স পুনঃ প্রবেশহ গম্বর ভিতর ।
 ছু মাত্র তোমাদের ইথে নাহি ভর ॥
 চামাদের চেয়ে আমি সাহসিকা অতি ।
 খনি চেকেরে ধরি করিব দুর্গতি ॥
 য় করে তারে আমি ধরিয়া এখন ।
 চামাদের করেতে করিব সমর্পণ ॥

এ কথায় দামগণে হয়ে নিশ্চিন্ত ।
 রর ভিতরে চকে তাহার সহিত ॥
 বাগিয়া চেকবেশী নারীকে ধরিল ।
 রপদে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিল ॥
 ক্রমশঃ আগে চেক হরিয়াছে তার ।
 লনা তাহার শক্তি কক্ষা কহিবার ॥
 রন করিয়া তারে করিয়া বহন ।
 পর সমীপে সবে করিল গমন ॥
 প চেকের রূপ করিয়া দর্শন ।
 চুকে করিল আজ্ঞা করিতে নিধন ॥
 খনি ষাটুক তার মস্তক কাটিল ।
 ক্রম হইয়া দেহ ভূমেতে পড়িল ॥
 রী রূপী চেক করি স্বরূপ ধারণ ।

নরাধিপে আর রূপ সদমা সকলে ।
 সাকোপ সাহস গর্ত বচনেতে বলে ॥
 "ওহে নরাধিপ! শুন আমার বচন ।
 অকারণ অরি হওয়া না হয় শোভন ॥
 ইজিপ্ত ভূপতি ক্রম হইয়া আদেশিত ।
 হইয়াছিল আমার বিনাশে সচকিত ॥
 সাধ্যমত উপায় চিন্তিয়া ভূভূষণ ।
 তথাপি নারিলে মোরে করিতে নিধন ॥
 কিন্তু মনে বিবেচনা করিহ নিশ্চয় ।
 একপ প্রবৃত্তি তব উচিত না হয় ॥
 যে নারী করিয়াছিল মম অপকার ।
 তারে মারি কোপ শাস্তি হইছে আমার ॥
 পরমেশে ধন্যবাদ কর এ কারণ ।
 না হইল মম হস্তে তোমার নিধন ॥
 এমন ক্ষমতা জেনো আছয়ে আমার ।
 সভা তোমারে পারি করিতে সংহার ॥
 এতেক বলিয়া চেক হৈল অদর্শন ।
 হেরি সভাসুদ্ধ রাজা সবিস্মিত মন ॥
 ছিন্নশিরা রমণীরে নিরখি নয়নে ।
 চমৎকার হৈল বাক না সরে বদনে ॥
 (অমাত্যকহিল) "ভূপ, শুনিলেন অপকপ,
 চেক চোবিদিন উপন্যাস;
 যোষাদের দোষ যত, অধিক কহিব কত,
 স্পষ্ট ইথে হইল প্রকাশ ।
 আরো জেনেন নরপতি, যদ্যপি সুবুদ্ধি অতি
 পড়ে নারী প্রেমবাগুরায় ।
 বিদ্যা বুদ্ধিবলযুক্ত, ক্রমে সব হয় হত,
 কছু নাহি এড়াই সে দায় ।
 সংযোগী বিবেকী কিবা, নাহি সত্যে নিশি
 দিবা, তত্ত্ব পথ হয় কিস্তরণ;
 ইন্দ্রিয় না বশে রয়, তপ জপ হয় ক্ষয়,
 শেষে হয় জীবনে নিধন ।
 নারীর কটাক্ষ শর, বিষ মিশ্র খরতর,
 গুরুষের মনভেদকটে ।
 কোথা থাকে শাস্ত্র জ্ঞান, কোথা যোগ
 কোথা ধ্যান, বখন করয়ে মুগ্ধ শরে ॥
 অতএব ভূভূষণ, করি এই বিবেচন,
 তহুজেরে না করি সংহার ।
 করিয়ক্তি সুবিচার, পরীক্ষা করিলে তার,

তুরকীর ইতিহাস ।

করি এই অমৃত্যব, বিরলে কুমার তব,
বর্ষকথা করিবে প্রচার ।
তাহলেই নরেশ্বর, হবে তব সুগোচর,
শুধু চিত্ত নির্দোষ তাহার ” ॥
এতগুলি নরপতি, কহিলেন মন্ত্রীপ্রতি,
“ তব বাক্য করিহু স্বীকার ।
অদ্য না বধিব তায়, শুনি তন্ত সমুদায়,
কল্য তাহে করিব সংহার ” ॥

এতেক কহিয়া, সমাজ ভাঙিয়া,
হৃপ গেল যুগসায় ।
প্রদোষ হইতে, আসিয়া বাগীতে,
রাণী পাশে গেল রায় ॥
তথা দুই জনে, বসি একাসনে,
সুখেতে ভোজন করে ।
কাল পেয়ে রাণী, নাথ প্রতি বাণী,
কহে সেই অবসরে ॥
“ তবুজ নিধনে, দেরি কি কারণে,
করিহু মনুজ স্বামী ।
বিলম্ব করিবে, আপনি মাঝবে,
কুশল না দেখি আমি ॥
কোরাণেতে কয়, ওহে রসময়,
নরের দ্বিবিধ অরি ।
সুত আর ধন, বার স্নেহে মন,
যুদ্ধ দিবা বিভাবরী ॥
ওহে প্রাণপতি, তোমার সন্ততি,
জানিবে অরাতি তব ।
নহে কেন তার, এত অহঙ্কার,
চিন্তে তব পরাতব ॥
আমারে লজ্জিতে, সতীত্ব নাশিতে
সমত বাসনা তার ॥
এর প্রতিকল, না দিলে মজল,
নাহি দেখিহে তোমার ॥
অতে লজ্বর, ওহে গুণাকর,
জীক্সে বধহ তায় ।
স্নেহের স্বাক্ষর, হইলে তোমার,
চৈকিয়ে বিবধ দায় ॥
তাহার পক্ষেতে, তব সমক্ষেতে,
এ প্রজ্ঞা প্রদেয় অসার ॥

তাহার বচন, করো না শ্রবণ,
বধিরের সম রবে ॥
মম উপদেশ, ওহে হৃদয়েশ,
হেলন করহ যদি
দিগ্বীশের মত, মনস্তাপ কত,
পাবে তুমি নিরবধি ॥
সেই ইতিহাস, বলিবারে আশ,
আশ্রিত পালন ভূমি ।
এই নিবেদন, হয়ে এক মন,
শ্রবণ করহ তুমি ” ।

দিল্লী-রাজকুমারের উপাখ্যান
দিল্লী নগরেতে ধাম, হৃপগুণে গুণ ।
মহম্মদ তেকিম নামেতে ।
আর গাজনা অধীশ্বর, সাহাবন্দী নাম
অতুল বিক্রম সংগ্রামেতে ॥
সেই দুই নরেশ্বর, তব তুল্য হৃপবর,
ছিল প্রজা আনন্দ-বর্জক ।
সুশাসনে সুপালনে, পালিত স্বপ্রজা
দুই দুঃখিলের বিমর্দক ॥
সেই দুই সুপালের, হরে মন মানবের
ছিল দুই পুত্র মনোহর ।
জন্ম এক সময়েতে, স্থান নহে বয়সে
বাপে গুণে সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥
গাজনার অধিপতি, আপন আজ্ঞা
শিক্ষাদান দিবার কারণ ।
নিযুক্ত করিল ছুপ, সুশিক্ষক অনুবাপ,
বিদ্যা বিষয়েতে বিচক্ষণ ॥
লালচাঁ অবিবেকতা, যাতে হয় সুসমতা,
শিখাইতে করিল আদেশ ।
হয় চিত্ত সুস্বার্জিত, বোধশীল সমোদিত
হেন রূপ করিল নবোদিত ॥
শিক্ষক ছিলেন যারা, প্রথমে শিখান তাঁরা,
রাজপুত্রে এতিন বিষয় ।
সদা সত্য কথা কবে, শর সুসজ্ঞানে রবে,
আরোহণ করিবেক হয় ॥
গাজনা রাজ সুসন্ততি, অতি ব্যুৎপন্নমতি,
অপাদিনে শিখিল সকল ।
শিক্ষক নিবেশ মত, সদা স্বীয় পাঠেরত,

ভূমিকায় ইতিহাস ।

মতে নিকক বৃত্ত, শিশুইল বিধিমত,
গৌরব বান্ধা ডাক্ষিণ্যে ।

ত মোত অহকার, আশুহর সুবিস্তার,
মহত জনার চিত্তাগারে ॥

তি বিশেষ মত, হুপাঅত শুক্ল বত,
তাঁরে কতু কমানা করিত ।

দান্য করিলে দোষ, করিয়া বিধম রোষ,
মরি কারাথহে পাঠাইত ॥

না পুত্র সকলেতে, পরিপূর্ণ বিশ্বয়েতে
একুপ কঠিন ব্যবহারে ।

নেক সচিব আসি, অতি সতর্কণ ভাবি,
কহে রূপে বিনরাহুসারে ॥

ইয়াহি সন্দিহাম, রাখি এ দাসের মান,
কহ কেন ওহে মহীধব ॥

সর্ব প্রজাগণ, সকলে সন্তোষ মন,
অসুখী কেবল পুত্র ভব? ॥

কহিলেন হুপবর,) “তন ওহে মজিবর,
এই হেতু অসুখী নন্দন ।

এম স্মিত পায়েপার, হয়ো পুত্র দণ্ডধর,
করেছিল দিনেক শাসন ॥

বৃশে মীত হয় বারা, কেমন অসুখীতারা,
সেই দ্রুপ্ত হবে অবগত ।

কঠিন শাসন আর, না করিব পুর্মর্যাস,
হবে দয়া বিতরণে রত ॥

এ কঠিন সুশিক্ষায়, হুপ অনারাসে পায়,
আপনার অতীষ্ট বে কল ।

লোকপাল লোকান্তরে, হুপ রাজ্য রাজ্যকরে
আনন্দিত প্রজারা নকল্প ॥

হুশাসন বহুকাল, পালে সব নরপাল,
আপনার রাজ্য সুকলমে ।

বিকুর করি পাত্র, ইয়া পরম পাত্র,
কুশলে রাখিল প্রজাগণে ॥

অতঃপর মহারাজ করুন অবন ।

দ্বিতী-অধি-পত্নিকপুত্রের বিবরণ ॥

দ্বিতী-অধিকারী মনে না বুঝে বিহিত ।

দিয়াছিল বীর পুত্রের নিক। বিপারীত ॥

কদা করিতেন পুত্রের দোষ হুপবর ।

চিন্তাকরিতেন হুপ একাঙ্গ প্রকার ।

গুণ গরিমায় পুত্র করে অহকার ॥

বাল্য হেতু চপলতা দোষ কিছু নয় ।

বয়োধিকে সেই সব ক্রমে হবে ক্ষয় ॥

অধ্যাপনে নিমোজিত ছিলেন বাহারা ।

রথী পশুশ্রম মাত্র করিলেন তাঁরা ॥

তনুজের দোষাদোষ করিয়া অবণ ।

তাহে মনোযোগ নাহি করিয়া রাজন ।

পুত্রে দণ্ডদিতে আজ্ঞা নাছিল রাজার ।

ইহাতে ক্রমেতে তার বাড়ে অত্যাচার ॥

অসহ প্রবৃত্তি সব আদিয়া যুটিল ।

অনের সহৃদিত সব সংহার করিল ॥

রাজ্যভজ দৌরাত্ম্যে অসুখী প্রজাগণ ।

আসি অভিযোগ করে নৃপের সদন ॥

কেহ বলে মোসবার রমণী রতন ।

বীয় বলে তব পুত্র করিল হরণ ॥

অশ্রুণীয়ে পূর্ণ আঁখি বত শিশুগণ ।

ভূপের সকাশে আসি করে নিবেদন ॥

”মহারাজ, তব পুত্র অত স্ত দুর্জ্ঞান ।

আমাদের পিতা মাতা করিল নিধন ॥

কুমারী সকলে আসি করে বিলাপন ।

কোমার হরণ বাহ করিয়া আপন ॥

রাজপুত্র অত্যাচারে ক্ষঃ হয়ে মনে ।

আসি অভিযোগ করে পুরোহিত গণে ॥

সুতের সহু দোষ করিয়া অবণ ।

করিলেন নরপতি নরমোক্ষীলন ॥

”ভরিতব্য ভবভ্যেব” কি আছে উপায় ।

রথী আকোলন মাত্র গত শোচনায় ॥

প্রজা পরিপূর্ণ রাজসদনি সম্মানে ।

আনায়ে, অবনী পতি, আপন মননে ॥

কহিলেন, “কুলস্তান। ওরে কুলাকার ।

এই দোষে এণ দণ্ড হইবে তোমার ॥

প্রজার বেজার চুপে দিয়াহ অপায় ।

অন্তক আলয়ে কর আতিথ্য স্বীকার ॥

পিতার একুপ উক্তি করিয়া অবণ ।

ক্রোধে রক্ত আঁখি হয়ে হুপতি নন্দন ॥

সম্পতি বয়স্য কতিপয় সহকারী ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

তীক্ষ্ণকরবাণকরে সাংখ্যিক বেণে ।
বিক্রিল নির্দয় হয়ে হুণ বকোনেশে ॥
একাপে সমাধা করি পিতার সংহার ।
আপনি করিল সিংহাসন অধিকার ॥
পিতার মুকুটকরি নিরেতে ধারণ ।
প্রবল করিল স্বীয় কঠিন শাসন ॥
নৃপাক্ষয় পিতরাজ্যে হতে অধিপতি ।
প্রকাশ করিয়াছিল যারা অসম্মতি ॥
যুবরাজ অকুচর যতেক পাষণ্ড ।
তাহাদের সবাকার করে প্রাণদণ্ড ॥

আপনার রাজ্য হেতু শঙ্কাকরমনে ।
সন্দেহ হইল তার সেই সব জনে ॥
আপনার নির্দয় স্বভাবে হয়ো নত ।
প্রধান সদস্য সব করিল নিহত ॥
তাহাদের জীপুঞ্জ প্রভৃতি পরিভ্রমে ।
জীবন নাশিল শীঘ্র ফেলিয়া জীবনে ॥
হেন কেহ না রহিল রাজ্যের ভিতর ।
অমাত্য বিয়োগে নহে শোকাকুলান্তর ॥
বিষাদ বিবাদ সার হৈল রাজ্যময় ।
হাংকার অনিবার করে প্রজাচর ॥
ফুকে কান্দিতে নারে তুরাক্সার ভয়ে ।
অস্তুরে ক্রন্দন করে বলিয়া নিলয়ে ॥
কি জানি প্রকাশে যদি করিলে রোদন ।
তুরাক্সার হাতে হয় অনু বিনাশন ॥
জীবন রাখিতে অন্য নাছিল বিধান ।
ভিন্ন তার লোভানলে অহিতি প্রদান ॥
পণ্য বীথিকার, হলে অকণ উদয় ।
আসিয়া প্রকাশ্যস্থলে হুণজ নির্দয় ॥
অগ্রে ধনুর্ধারি বাণে করিত দর্শন ।
তখনি তাহার প্রাণ করিত নিধন ॥
এ নির্দয় প্রমোদ আমোদ ছিল তার ।
হুগয়ার বনিন্দে মারব সংহার ॥
নরভিন্ন অন্য অস্ত্র করিলে সংহার ।
মানিত আপন অকুচেরে ভিন্নকার ॥
তোজন সময়ে লয়ে স্বীয় লকসিণে ।
আনাইয়া তাহার লকসিণে ॥
উলঙ্গ করিয়া নানা কৌতুক করিত ।
এই কাণে কুলধারী কলঙ্ক করিত

কেহ যদি এজন্য করিত অভিযোগ ।
তাহাদের ভাগ্য আশু ঘটত দুখ্যো ।
উলঙ্গ করিয়া তারে ক্রোধে সেই কণ
স্তম্ভ স্থলে খুৎজোতে করিত বন্ধন ॥
তুরপুনে তহু ছিন্ন করিত তাবৎ ।
দেহ হতে প্রাণ গত না হোত যাবৎ ।
একাপে করিত সেই নানা অত্যাচার ।
কোনমতে নাহি ছিল প্রজার নিস্তার

দৈবে পূর্ব সমীরণ হয়ে সান্নিকুল ।
মুসংবাদ আনি তুর্ক কৈল প্রজাকুল ॥
প্রজাদের আর্দ্রনাদ করিয়া শ্রবণ ।
অনুকম্পা করিলেন নিত্য নিরঞ্জন ॥
নগরে প্রধান যত ছিল সভাগণ ।
তাদের অন্তরে দয়া করেন বপন ॥
নগরস্থ অনেকে করিয়া আবাহন ।
করিল বিশেষ সভা যত সভাগণ ॥
ঐক্যবাক্য একমতে হইয়া অচিরে ।
লিখিল লিখন এক গাছনা পতிரে ॥
“ গাছনারাজ ! মোসবার এই নিবেদন
সমাস্ত করিবে দিল্লীতে আগমন ॥
এই রাজ্য তব পদে করিব অর্পণ ।
আসি অধিকার কর রাজ সিংহাসন ॥
আমরাও সহায়তা করি প্রাণপণে ।
দিব রাজমুকুট যতেক প্রজাগণে,, ॥
গোপনে দুতের হস্তে পত্র পাঠাইল ।
দুত, লয়ে সেই পত্র, হুণ অগ্রে দিল ॥
পত্র পেয়ে গাছনারাজ অতি ত্বরাকরি ।
হর্ষমনে আইলেন দিল্লীমুদগরী ॥
করিবারে প্রজাদের কুশল বর্ধন ।
মস্তিষ্ঠ সেনা সহস্র দরশন ॥
হুণ আগমন বার্তা পেয়ে প্রজাগণ ।
সকলে আসিয়া গাছনা রাজের সদন ॥
উচ্চৈঃস্বরে সকলে কহিল এইরূপ ।
“ আমাদের রাজত্বের এই নব যুগ,, ॥
এইরূপ বলিয়া বহুতক প্রজাগণে ।
বসাইল দিল্লীঘরে রাজ সিংহাসনে ॥
কর্ম উপযুক্ত আতি দিয়া তুরাক্সার

তুরকীর ইতিহাস ।

দাঁপি অবস্থার থাকি অহুঙ্কার ।
 হুপতির কবীর পাছুকা বহন ॥
 ইরাজ সিংহাসন করি অধিকার ।
 ২ গাছনাপতি করেন বিচার ॥
 প্রজাদের বরদার প্রতিক্রিয়া করে
 "বিশেষ দণ্ড এ তুরাকানরে" ॥
 তাবি পূর্বভূপে সমুখে আনিয়া ।
 হন পুরুষ ভায়ে অন্তরে কুবিয়া ॥
 ধরে নরাদম দুই তুরাকী দুর্জন ।
 পনার কর্মকল ভুঞ্জহ এখন ॥
 মিন দিয়াই দুখ বেজার প্রজার ।
 লিব সহস্র বীর হুত্বা যাতনার " ॥
 তি বলি নব ভূপ হয়ে ক্রোধমন ।
 হাকে মাছুক হস্তে করিল অর্পণ ॥
 নকালে অনেক মদ্যাস্তজন সুত ।
 প আশ্রয় আসি কহে হস্তে কর বৃত ॥
 মহারাজা অহুঙ্কারি করুন আমার ।
 তান্ত আলয়ে পাঠাইতে তুরাকার ॥
 গমন আমার ভায়েত করেছে নিধন ।
 হস্তে রাখি আজ ইহার জীবন " ॥
 বিচুপ আশ্রয়িল তারে সেইকণে ।
 "কর বীর্য বস্ত্রাব সন্মান্তব মনে" ॥
 সাহিল পুত্রদে বহু তুরাকী তখন ।
 যা ভূমি দ্বারে তারে কৈল আশ্রয়ন ॥
 ধপতি পুত্রদেইল এই সে বলিয়া ।
 গার বহি প্রতিপোধ লইক ভুলিয়া ॥
 নগরের প্রজা সব আসি সেইহলে ।
 তুরাকার বরদণ্ড দেখে কুতূহলে ॥
 বীর্য বস্ত্রাব বস্ত্রাবস্ত্র তমর ।
 উপাটন করিল প্রাণের নেত্র ধর ॥
 কহ তার করপদে অভ্যস্ত কুবিয়া ।
 হিল করে তন্ত লোহ শস্যকা বিক্রিয়া ॥
 যাকার কুইয়ে সে করেছে নিধন ।
 জাহাজ ও দিন দণ্ড তাহারে তেমন ॥
 মিলনপন প্রভাকার হইয়া কাতর ।
 তুরাকী প্রাণনা করে কিছু অকলর ॥
 কণাকলি শাভার পেরে অকলর ।
 কহিলে বিধান হইল কাকর শিকর ॥
 "ওহ প্রজাপণ্ড পণ্ড আমায় বচন

তোমাদের প্রতি যে করেছি অপকার ।
 সেই জন ভেদ হয় অন্তর আমার ॥
 শতক মাছুক হতে বিবেক আমার ।
 করিয়াছে পরাজয় বহন সবার ॥
 ওহে বিতংগিত তাতঃ কোথায় এখন ।
 কেন না করিলে মম ভুক্তি যা বারণ ॥
 কেন মম দুষ্টমতি করিলে বর্জন ।
 শৈশবে কেন না করেছিলে সুশাসন ॥
 তা হইলে আমার কি এতগতি হয় ।
 বিপাকে পড়িয়া পাই যাতনাতিশয় ॥
 হবকি আমার দেখা তব সহকারে ।
 অনল সম্পর্কুণ্ড নরক দুস্তারে,, ॥
 এত বলি নরাদম তাজিল জীবন ।
 তাহার মরণে কহ না কৈল রোদন ॥
 অবধৌত করি জলে শরীর তাহার ।
 কোন জন না করিল চরম সংকার ॥
 গাজনার অধিপতি অসীতি বৎসর ।
 রাজত্ব করিল সেই রাজ্যের ভিতর ॥
 প্রজাগণে বাৎসল্যেতে করিল পালন ।
 নায় রাজ্য বলে ঘোষে এতিন ভুবন ॥

(কানজাদাকহিল) "নিবেদনহেনরেশ ।
 এই ইতিবর্ত্তে পাবে বিশেষোপদেশ ॥
 তব পুত্র, এই পুত্রতুল্য নরাদম ।
 নাশিতে উদ্যত যেই তোমার সন্তান ॥
 যারে ভূমি জল বাস তাবি আপনার ।
 কাশেতে করিবেসেই তোমারে সংহার ॥
 দিল্লীরাজ পুত্রহস্তে হবে সে নিষ্ঠুর ।
 তোমার শৌর্য পর্ব করিবেক চুর ॥
 কিন্তু যেই সোম করিয়াছে হুজিহাম ।
 দিল্লীশের পুত্র হস্তে অনেক প্রাণ ॥
 আমি রাজপুত্র, প্রভু লাহন তাহার ।
 আবারে, করিত লাহনোতে, শূন্য ॥
 তার ব্যবহার দেখে, ওহে মরেশ্বর ।
 অস্যাশি করিত হইতেনে কলেশ্বর ॥
 আপনি সতর্ক হও জীবন রাখিতে ।
 কবেক সে উদ্যত হবে তোমারে নাশিতে ॥
 তাহার শিরে ওহে মানব-প্রাণ

কিন্তু সে খেদের চিহ্ন ঘটে তে ভেবোনা ।
মোনভাবে করিতেছে অতীষ্ট মরণ ॥
তাবৎ সে মৌন রবে, ওহে নরনাথ ॥
যাবৎ তোমার হৃদয়ে না করে আঘাত ॥
যেমন সে একবার করিয়া তঞ্জন ॥
আমার সতীত্ব নাশে করিল মনন ॥
সে আঘাত নিবারণ কর নরপতি ।
যে পর্যন্ত নাহি হয় তব অসদগতি ॥
বিবেচনা কর, হয় সময় কেপণ ।
কালের প্রতীক্ষা তুমি করোনা কখন ॥
ব'অকে শকুনি তুমি করেছ পালন ।
বুণ্ডিত হৃদয় তব করিবে চৰ্চণ ॥

মহীপতি, মহিষীর গুনিয়া বচন ।
শঙ্কায় হইল অতি শোকাকুল মন ॥
করিল প্রতিজ্ঞা রাজা রাণীর সাক্ষাতে ।
করিবেন নিখন স্বতন্ত্রে প্রভাতে ॥
এত বলি তুচ্ছবণ করিল শয়ন ।
উষারউঠিল স্মরি অখিল রঞ্জন ॥
পাত্রমিত্র অমাত্যাদি বেষ্টিত সভায়
বারদিয়া বলিলেন হাসাকিন্দি রায় ॥
মন্ত্রিগণে আবাহন করিয়া রাজন ।
হৃদের বিষয়ে করে কথব কখন ॥
রূপতি কহিল, “গুন সচিব নিচয় ।
মোনভঙ্গ করেছে কি আমার তনয়”
(মন্ত্রীগণ কহে) “ভূপ! কর অবধান ।
কান কথা নাহি কহে তোমার সন্তান”
এতগুলি রূপমণি অতি ক্রোধমনে ।
পাতকে দিলেন অজ্ঞা জ্ঞানিতে বন্দনে ॥
দ্বিতীয় অমাত্য সেই উম্মি সেইকথ ।
রূপতির সম্মুখেতে করে নিবেদন ॥
“ওহে ধরনাথ । তনু আমার বচন ।
হসা একপে হস্ত দিয় না এখন ॥
সতিশ্বর প্রিয়পাত্র তোমার যেমন
কমনে উদ্যত জ্বরে করিতে মিথন ॥
কোপের বিবেচনা না করিলে পরে ।
হারাজ । মনস্তাপ পাকে তুমি পরে ॥
রোনা সেসব জ্বনে বিষাকের স্থান ।
লক সাংলক রাজা তুলয়ে কুকান ॥

পড়োনা মজানো কতু তাহাদের হলে
অনায়াসে অগ্নি বারা জ্বলে গোষ্ঠে হলে
সখলা স্ত্রীজাতি সদা জানিবে করিণ
নিরন্তর করে বারা হল একটন ॥
নির্জনে বিজনে তারা বলি অগ্নিবর ।
মনের আনন্দে খুলে হলদার দার ॥
মিথ্যা কথা প্ররচনা করিতে নিপুন ।
সরল অন্তরে তারা ঘটায় বিগুন ॥
মানবের মনহরে চাতুরির কাঁদে ।
তুলায়ে সরল জ্বনে লজ্জাকান সাধে ॥
অতএব, মহারাজ । করি নিবেদন ।
মৃত মহম্মদ বাক্য করুন অবণ ॥
নিশ্চয় বলিতে পারি, ওহে নরেশ্বর ।
স্রীহস্তে বিপদযুক্ত হয় বত নর ॥
ব্যভার দর্পণে আমি পেয়েছি সন্ধান ।
পৃথিবীর সর্বদোষ হয় অবলান ॥
কিন্তু যেই দোষরাশি ঘটে নারী হতে ।
উন্মত্ত তাহার মূল নহে কোনমতে ॥
যদি তুমি একবার হয়ো স্থিরমন ।
সাদিকের ইতিহাস করহ অবণ ॥
তাহলে রাজ্যের পরামর্শ অকুসারে ।
উদ্যত না হবে তুমি বধিতে কুমারে”
(যদি রাজা হয়েছিল সঙ্কোচ হৃদয় ।
পুত্র বৎসলতা তবু হইল উদয় ॥
সাদিকের ইতিহাস হতে অবগতি ।
অনুমতি করিলেন অমাত্যের প্রতি) ॥
পুটাজনি হয়ে মন্ত্রী করে নিবেদন
“সেই কথা, মহারাজ । করুন অবণ” ॥

সাদিক অখপালের উপাখ্যান ।

প্রসিদ্ধ তাতার দেশ তার অধিপতি ।
তোগল-তৈমুর নামে ছিলেন ভূপতি ॥
একদিন জনরবে করিলা অবণ ।
তার রাজ্যে আছে এক সত্যবাদী জন ॥
মিথ্যার পদুম বৈরি সত্য প্রিয় অতি ।
সদাচারী প্রিয়ভাবী পরহিতে রতি ॥
তাহার কুমো-বার্তা করিয়া অবণ ।
দেখিবারে ভূপতির হৈল আকুলন ॥

তুরকীর ইতিহাস ।

জার অতুল্য গুণি সাদিক তখন ।
পের পরমে আসি দিন নয়শন ॥
তবু তাহাকে দেখিল সন্তুষ্ট হইল ।
আপনার সভাভুক্ত তাহারে করিল ॥
দ্বয় রক্ষকের পক্ষে নিযুক্ত করিয়া ।
কিন্দা দেখেন তারে নিকটে রাখিয়া ॥
স্বপাল ভূপালের প্রিয় পাত্র হলে, ।
কজন সভালয়ে ধোয়ালে ॥
নয়ন্তর চেষ্ঠীকরে সেই চতুর্জন ।
কোনমতে অখপালে করিতে নিধন ॥
কিন্তু সেই নরপতি অতি জ্ঞানবান ।
বিচার সুদক্ষ অতি বুদ্ধিতে প্রধান ॥
হুসা জেনের বাক্যে না করে প্রত্যয় ।
করেন বিধান বাহা বিচারেতে হয় ॥
অখপালে পরীক্ষা করিয়া বিধিমত ।
দেখিলেন সেইজন প্রভু অতুল্য ॥
যে কাজে পরীক্ষা তারে করে নরবর ।
সে জন সর্বদা থাকে সে কাজে তৎপর ॥
কোনমতে তার কিছু দোষ না পাইয়া ।
সাদিক রাখিল নাম সঙ্গ করিয়া ॥

সাদিকের করিবারে বৈরনির্ধাতন ।
সংগোপনে সংলিঙ্গ আছিল বত জন ॥
তার মধ্যে ভাস্কী বন্দী সচিব পারস ।
তৈল সাদিকের বৈর সাধনে তৎপর ॥
সাদিকের অপমান করিতে সেজন ।
বিবিধ হুসনা করিলেক প্রকটন ॥
আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে না পেরে ।
কহিলেক আপনার তনয় গোহরে ॥
“কেমন অকৃষ্ট মম না পারি কহিতে ।
এত অপমান হল আমারে সহিতে ॥
নহক নহক রাজ সভাসদ বত ।
আমার কারণে তারা হৈল মানহত ॥
তখাচ নারিহু তারে করিতে নিধন ।
বন্দুজি সভায় আসিয়াছে বেইজর ॥
তাহার উন্নতি বাশে পৌকরি সত্ৰণ ।
বিকল করল বরদার সেই জন ॥
বোসেন্দান নাহে সেই মজীর জননা ।
পিঙ্গলমতলা সেই বংশীর নির্জনা ॥

সাদিকের উন্নতিতে করিবারে ঘেব ।
জনকেরে কাস্ত হতে করি উপদেশ ॥
কহিল, “জনক! ত্যজ মনের বেদন ।
মম প্রতি এই তার করুন অর্পণ ॥
(সচিব কহিল গুণি সূতার বচন) ।
“কি উপায়ে তাহারে করিবে নির্ধাতন”
কন্যাবলে, “ওগো তাতঃ । করি নিবেদন
ইহা জিজ্ঞাসায় তব কিবা প্রয়োজন ॥
কেবল আমার প্রতি কর অতুল্যমতি ।
বাইবারে তুরকম রক্ষক-বসতি ॥
পুনঃ অঙ্গীকার করি তব সন্ধিধানে ।
তারে মিথ্যা কহাইব নরপতির স্থানে” ॥
তনয়ার আশাসে বিখ্যাস করি শেষ ।
সচিব সানন্দ চিন্তে করিল আদেশ ॥
“তোমার ভারতী ভূলাজনিয়া তোমারে
দিলাম অতুল্য শীঘ্র বাহ তথাকারে” ॥
হোসেন্দান পিত্রাদেশ পাইয়া তখন ।
করিবারে আপনার অভীষ্ট সাধন ॥
সালঙ্কতা হৈল ধনী বিবিধ ভূষায় ।
বাহাতে নরের মনঃ অপাঙ্গে ভূলায় ॥
জড়াও জড়িত কাজ সাজ পরিধান ।
যার রুচি হেরি হিমকর স্রিয়মাণ ॥
রজিল লাটিন শাঙ্গী কটিতটে আঁটে ।
নিতম্ব উন্নত তার দেখে মাটি কাটে ॥
কনক কলস ভূলা উরজ তাহার ।
মুকুতার হার তায় দিতেছে বাহার ॥
নয়নে অঞ্জন ধনী করিল সংযোগ ।
যেন ভীকশর মুখে গরলের যোগ ॥
সহজে সুন্দরী ধনী ঘোড়শী নবীনা ।
হতাবতঃ শোভায়ের অলঙ্কার বিনী ॥
তাহে অলঙ্কার যুক্ত কিবা তার চটী ।
কবিত কাঞ্চনে বেশ রসানের ঘটী ॥
এইরূপে একদিন নিশীথ সময়ে ।
সখীগণে পরিবৃত্তা সে ধনী নির্ভয়ে ॥
সাদিকের নিকেতনে হঠাৎ উপনীত ।
সহচরীগণে বিল বিদার তরিত ॥
সখীগণ বিদায় হইলে অচিরে ॥
সাদিকের দ্বারে ধনী করিল আরাধন ॥
জন্মেক কিঙ্কর প্রতি কহিল তখন ।
“প্রয়োজন আছে ধর কর সীলান” ॥

ভূমকীর ইতিহাস ।

সাদিকের দাস আমি হার খুলে দিল ।
অমনি রমণী তাহে প্রবেশ করিল ॥
যেই গৃহ মধ্যে সে সাদিক বসেছিল ।
কিছর তাহারে তথা লইয়া চলিল ॥
হোসেন্দান তথা অবগুণ্ঠন খুলিয়া ।
বসিল যেখান আছে সাদিক বসিয়া ॥
দেশাচার মতে তারে প্রণাম করিয়া ।
বসিল রূপসী কোন কথা না কহিয়া ॥

সাদিক স্বপনে কিবা কদাচ নয়নে ।
হেরেন সুন্দরী হেন রমণী রতনে ॥
তাঁহার সারথ্য হেরি হইল মোহিত ।
স্পন্দন ন স জাহীন বচন রহিত ॥
চিত্র পুতলির প্রায় হইয়া তখন ।
এক দৃষ্টে কামিনীরে করে দরশন ॥
সাদিকে ফুলাতে এসেছিল যেই ধনী ।
ছাড়ে নাই কোন রূপ করিতে মোহনী ॥
হাভভাব কটাক্ষ ভঙ্জিয়া অহুসারে ।
অধপালে ফুলাইল বিবিধ প্রকারে ॥
ছলে ধনী গলদেশে করি করাপণ ।
মোহিত করিল ক্রমে সাদিকের মন ॥
হোসেন্দান নয়নেতে দেখিল বখন ।
কানাকুল হইয়াছে সাদিক স্মৃতি ॥
সে কালে প্রণয়-গর্ভ মধুর বচনে ।
কহিল সচিব সূতা সাদিক স্মৃতি ॥
'হে সাদিক । মম প্রিয় বঁধু গুণালয় ।
মম আগমনে তুমি হৈর না বিন্ময় ॥
তব প্রতি ভালবাসা ভগ্নেছে আমার ।
এ কারণ আইলাম আগারে তোমার ॥
তব মনোরথ সিদ্ধি করিব একম ।
মম প্রিয়কার্য কিছু করহ সাবধন ॥
ভূমক-ককক কহে ললনার প্রতি ।
'কিবা প্রয়োজন ভূমকীর নৈশ্রুতি ।
প্রাণের অধিক তুমি প্রেমসী আমার ।
তোমারে অদেয় প্রিয়ে কিবা আছে আর ।
প্রেমভাসে আদেশ করহ সুলোচনে ।
তব বাঞ্ছনীয় কিবা করিব একম ॥
(কামিনী কহিল) " লখা করিমিয়েকম ।
বাসনা তোমার মতে করিতে হোকম ॥

বহদিন অধমাসে আমার প্রয়াস ।
অনুগ্রহ করি পূর্ণকর সেই আশ ॥
স্বপতির অর্থ এক করিয়া নিখন ।
তার লবণিশু দেহ করিব ভোজন " ॥
(সাদিক কহিল) " প্রিয়ে শুনহ বচন ।
বরঞ্চ তোমারে পারি দিতে এ জীবন ।
তথাপি সুপের অর্থ বধিতে না পারি ।
উচিত বা হয় প্রিয়ে বলহ বিচারি ॥
অদ্য তুমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হও ধনি ।
কলা এক অর্থ আনি দিব সুলোচনি ॥
শুভ-রের তুল্য গুণ্ড হবে কলবর ।
তাঁহার ভোজনে প্রীত পাবে বহুতর ।
"কদাচ না হবে তাহা কহে হোসেন্দান ।
স্বপ অর্থ মারি মোর তুষ্টি রূপ প্রাণ ॥
মম অনুরোধ রক্ষা কর গুণধার ।
বাঞ্ছিত প্রদানে কর পূর্ণ মনকাম " ॥
(সাদিক কহিল) " শুন ও নব ললনা ।
বার বার ছেন কথা আমার বলনা ॥
মম প্রভু ভূমিপতি ভাল বাসি তাঁরে ।
তাঁহার অপ্রিয় কার্য কে করিতে পারে ।
তব মতে সম্মত হইলে রসবতি ।
আমারে দিবেন দণ্ড সেই নরপতি " ॥
(হোসেন্দান কহিল) " তাহাতে নাহিভয় ।
ফুলাতে রাজার মনঃ কি আছে সংশয় ।
কোন দিন রাজা যদি জিজ্ঞাসে কারণ ।
কি হইল অর্থ মম কহ বিনয় ॥
এই মাত্র সুপে তুমি কহে মহাশয় ।
পীড়িত হইয়াছিল আপনার হয় ॥
কোনমতে রোগের নাহিলে প্রতিকার ।
সেই হেতু তারে আমি করেছি সাহায্য ॥
কি জানি তাহার স্পর্শে অন্য অধরণ ।
রোগ প্রাপ্ত হয় পাচে নবে, কুসুধণ ॥
বরঞ্চ সে নরপতি এতেক লখনে ।
তব প্রতি পরিতুষ্ট হবে মনে মনে " ॥

অধপাল, রমণীর প্রবেশ বচনে ।
করিল বিবিধ চিন্তা আপনার মনে ॥
এক দিকে স্থল ভয় হয় উদীপন ।
আর দিকে রমণীর প্রণয় বচন ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

ধীর ভাবে দুখ, হর্যো জ্ঞান হত ।
বশেষ তারি মতে হইল সম্মত ॥
সুয়েতে অবশ্যানে করিলে গমন ।
সেন্সান সাদিকেরে कहিছে তখন ॥
এই কৃকবর্ণ অথ করিয়া নিধন ।
“পিণ্ড দেহ এর করিব তোজন” ॥
সাদিক कहিল “ইহা করিতে নারিব ।
না যাহা ইচ্ছাকর এখন করিব ॥
ই হয় রূপতির অতি প্রিয় হয় ।
হার নিধনে হবে ক্ষুঃ অভিষয় ॥
হলে সংশয় হবে আমার জীবন ।
মতএব হেন আশা করহ বর্জন “ ॥
রমণী कहিল “বঁধু” শুন মনঃ দিয়া ।
রাজ্যতি উৎসুক হয় বাহার লাগিয়া ॥
সই অভিলাষ সিদ্ধি না হইলে পাবে ।
রাসতরে স্বজীবন পরিহার করে ॥
জনমের মত দাসী হলেম তোমার ।
অন্তএব মনোবাঞ্ছা পূরাও আমার ॥
হীম প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি হে তোমায়
বঞ্চিত করোনা মোর বাঞ্ছিত আশায়” ॥

হেন সপ্রশয়-গর্ভ বচন শ্রবণে ।
সাদিক সম্বরে সুখী হয়ো সেইকণে ॥
আপন কর্তব্য কর্ম সব বিশ্বস্তিয়া ।
নাশিল সে কৃক-অথ নারীর লাগিয়া ॥
অনুলেতে দখ করি কথপিণ্ড-তার ।
মনোবুখে উভয়েতে করিল আহার ॥
তদন্তে সাদিক ভাব হলে উদীপন ।
উভয়ে অমল বাণে মাতিল তখন ॥
বিবিধ বিলাস সাঙ্গে নিশি অবশ্যানে ।
বিলাস লইল ধনী হাইতে সন্তানে ॥
পরেতে আপন গৃহে করি আগমন ।
পিতার সমীপে সব করে নিবেদন ॥
সচিব এসব কথা করিয়া শ্রবণ ।
আমিন্দ্র জলধিনীরে হইল মগন ॥
রক্তুর গমনে গিয়া সুপের সদন ।
সবিশেষ তাঁরপদে করিল আপন ॥
আপনার তনয়ার বাসনা করিল ।
অন্য নারীকতে এই ঘটনা ঘটিল ॥

যে সময় তাকী বন্দী সচিব দুর্জয় ।
রূপেরে कहিতেছিল এই বিবরণ ॥
সাদিক আপন গৃহে বলিয়া তখন ।
গত বামিনীর কথা করে আন্দোলন ॥
রাখিয়া মাতার টুপি ভূমির উপরে ।
মোনহয়ে ভাবিতেছে আপন অন্তরে ॥
“রমণী চাতরে পড়ে করিছ কি কাজ ।
কি কথা कहিব গিয়া সুপের সমাজ ॥
ধিক ধিক শত ধিক আমা হেন জনে ।
হারাইল বোধ শক্তি নারীর বচনে ॥
রিপু অনুগত হয়ো বুদ্ধি হন হত ।
কুকাঙ্ক্ষ সুকাশ ভাবি হইলাম রত ॥
রূপতি कहিবে যবে একপ বচন ।
কৃক অথ কোথা মম কর আনয়ন ॥
সে কালে সুপেরে আমি কি দিব উত্তর ?
কেমনে कहিব মিথ্য মহীপ গোচর ॥
শত্যা বিনা মিথ্য আমি না कहি কখন ।
এ প্রতিজ্ঞা কিলে মম হইবে পালন ॥
হলে কলে আত্মদোষ করিতে গোপন ।
মিথ্য কি कहিব আমি সুপের সদন ? ॥
যদি আমি মিথ্য कहি তুরস কারণ ।
আরো এক দোষ তাহে হইবে ঘটন ॥
এ বিষয়ে শত্যা কথা कहিলে এখন ।
নিশ্চয় হইবে মম জীবন নিধন ॥
এ বিষয়ে কি কর্তব্য আমার এখন ।
মিথ্য কিছ্য শত্যা কথা করিব আপন ॥
আমি যেম রাভসজে করিয়াছি গতি ।
মম টুপি যেম সেই তৈয়ুর রূপতি ॥
দেখিহ মিথ্য কথা করি প্ররচন ।
ভুলাতে কি পারি সেই রূপতির মন ॥
টুপিকাপ্রপ যেম कहিছে বচন ।
কৃকবর্ণ অথ মম কর আনয়ন ॥
অন্য আমি তার পৃষ্ঠে করি আরোহণ ।
সুগম্য বিহার ছেঁতু করিব গমন ॥
শুন শুন মম নিবেদন করিব ॥
গত কল্য প্রদোষ সময়ে অবধর ॥
পীড়ার কাতর হয়ে না টেকল তোজন
নিশীথ সময়ে সেই ডাকিল জীবন ॥
গত কল্য যে আমায়ে করিল মনন ।
কর্তা কেমনে তার হইল নিধন ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

মম অশ্বশালে আছে বহু অশ্বগণ ।
 সে সব থাকিতে হল তাহার মরণ ? ॥
 একি কথা আমাদের শুনালি তুরাচার ।
 অমৃত বচন কহ সাক্ষাতে আমার ॥
 ইহাতে আমার এই অনুমান হয় ।
 অনা জনে বিক্রয় করেছে সেই হয় ॥
 সেজন তুরঙ্গ লয়ে করেছে গমন ।
 কিম্বা তুমি নিজে তারে করেছে নিধন ॥
 যনে না করিহ এড়াইবে এই দায় ।
 এর প্রতিফল তুই পাইবি তুরায় ॥
 ওবে কে আছিল হেথা সম্মুখে আমার ।
 শীঘ্র করি এ তরঙ্গেরে করহ সংহার ॥
 নিঃসন্দেহ তোপল-তৈমুর নরপতি ।
 আমারে কবেন তিনি এ রূপ ভারতী ॥
 প্রথমে মিথ্যার ফল পাব এইমত ।
 যাঞ আমি কহি নাই জীবন যাবত ॥
 দেখি দেখি সত্য কথা কহিয়া এখন ।
 রাখিতে কি পারি নারি আপন জীবন ॥
 সাদিক আমার অশ্ব কর আনয়ন ।
 অন্যতর পক্ষেতে করিব আরোহণ ॥
 নসরাজ । দিপদন্ত এ দাস তোমার ।
 তুংগের কাশিনী কিবা করিব প্রচার ॥
 গভ নিশি আসি এক রূপসী যুবতী ।
 আমারে তুলিয়ে ছলে সেই রসবতী ॥
 কৃষ্ণাখের কণ্ঠপিণ্ড করিতে ভোজন ।
 আমারে করিল ধনী প্রার্থনা জ্ঞাপন ॥
 বিমুগ্ধ হইয়া আমি কপেতে তাহার ।
 অপের নিধন ছেঁড় করিহু স্বীকার ।
 তাহার চাতুরি জালে হইয়া বদ্ধমন ।
 তোমার তুরঙ্গে আরি করেছি নিধন ॥
 জনেক নারীর হতে প্রথম জ্ঞান ।
 আমার তুরঙ্গে তুই করিলি বন্ধন ॥
 কে আছিল সাতুকেরে ডাক এইবার ।
 আমার সাক্ষাতে করে ইহাকে সংহার ॥
 কোন কথা হুপ অগ্রে করিব জ্ঞাপন ।
 সত্য কি কহিব কিম্বা অমৃত বচন ॥
 তুইদিকে দেখিতেছি আমার লংঘন ।
 আমার জীবন আশ হইবে নিশ্চয় ॥
 দায় ! কি জুড়িয়া বহু কহিতে না পারি ।
 এবার অনর্থ হেঁচু এম সেই নারী ॥

এইরূপ সাদিক ভাবিছে মনে মনে ।
 সাইল রাজার দূত তাহার জনে ॥
 নপের নিদেশ বলি সাদিকে লয়ে
 উপনীত রাজদূত ভূমেশ নিলয়ে ॥
 সসমাজ মহারাজ বিচার আসনে ।
 সদুত সাদিক গিয়া হেরিল নয়নে ॥
 নরপতি সহ বহু কথার কোশলে ।
 তার শত্রু নদী তুটে দেখিল সে স্থলে

নরপতি সাদিকে কহেন তখন
 “ মম কৃকবর্ণ অশ্ব কর আনয়ন ॥
 অদ্য আমি তদোপরি করি আরোহণ
 হরিণ শীকারে যাব করিতে জমণ ” ॥
 হুপ ভাসে সাদিকের উড়িল পরাণ ।
 কি উত্তর দিবে তার না পায় সন্ধান
 প্রণত ভাবেতে কহে হইয়া বোঁড়কর
 “ এ দাসের অপরাধ ক্ষম, নরেশ্বর ॥
 যদি মম প্রতি অনুমতি কর হুপ ।
 তবে তব অগ্রে কহি বচন স্বরূপ ॥
 গভনিশি আসি এক নবীনা লসনা ।
 হরিল আমার মনঃ সেই স্থলোচনা ॥
 বিবিধ প্রণয় রীতি জানাইয়া পরে ।
 লজ্জা পরিহরি মম গলদেশ ধরে ॥
 করিয়া প্রণয়-গর্ভ বচন বিন্যাস ।
 তবে কৃক তুরঙ্গে খাইতে কৈল আশ ॥
 বচন টেরে তার করিয়া শ্রবণ ।
 প্রেম বাগুরার বন্ধ হলেম তখন ॥
 হিতাহিত বোধ মম না রহিল আর ।
 সেই কৃক অগ্রে আমি করিহু সংহার ॥
 একণেতে যে উচিত কর নরায় ।
 রাখ কিম্বা বধদণ্ডে বধহ আমার ” ॥

এত শুনি হুপ কহে সচিবের প্রতি
 “ ইহার বিহিত কিবা করিব সম্প্রতি ” ॥
 স্বভাবে সাদিক ঘেঁষা সচিব যে জন ।
 স্বাভীর্ষ জানিয়া শিকি সানন্দিত মন ॥
 কৃতজ্ঞ হইয়া কহে “ ওই হুপবর ।
 অনন্ত জামায়ে এ পামরে দণ্ড কর ” ॥

এইর বস্ত্র খেঁচ করেছে সংহার ।
কর্তৃ বিচার মতে প্রাণহীণ তার ॥
তাগল তৈমুর খাঁ তন মন্ত্রিবর ।
অভিমত রত মনে প্রেরণ কর ॥
অনুমান-সিদ্ধ এই সুবিচার ।
দায় মার্জনা করা বিহিত ইহার ॥
কস্তুর নরপতি সাদিকেরে কম ।
সাদিক তোমার দোষ করিল মার্জনা ॥
হাস্তা হলেম আমি তব সত্যব্রতে ।
কুৎসিত বিধান না হয় কোন মতে ॥
আমি যদি তব ভুল্য হতেম এমন ।
রিত্যম সমুদয় তুরক নিধন ॥
ব সত্য কথনেতে হয়ো তুই অতি ।
ইলাম সম্মান বাস লহ মহামতি ॥

দেখিল সচিক ইন্দ্রবনে আপনার ।
ও না হইয়া তার হইল সংকার ॥
সাদিকের দাশ হেতু ক্রোধ বে বে হল ।
ক্রমেতে হইল তার সর্কনি বিকল ॥
বশেষতঃ তনয়ার হৈল ব্যভিচার ।
তখাচ না হোক সিদ্ধ অতীত তাহার ॥
সেই দুঃখানলে লক্ষ হোয়ে অনিবার ।
ধরিল উৎকট রোগ শরীরে তাহার ॥
ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ দেহ হইতে লাগিল ।
কিছু দ্বিমান্তরে মন্ত্রী পক্ষস্থ পাইল ॥
অমাত্যের হৃত্য বার্তা করিয়া অবগ ।
হুপতি সাদিকে কহে সে পদ অর্পণ ॥

হাস্যাকিন-খিতীক সচিব প্রজ্ঞাবান ।
উপাখ্যান শেষে কহে হুপ মন্ত্রিধান ॥
“তাগল-তৈমুর হতে তুমি নরনার ।
কমিচ না হও কুদ্র দয়া সমতায় ॥
উচ্চিৎ প্রথম দোষ মার্জনা ইহার ।
(পুনঃ কহে) কোথাকিসে করিব স্বীকার ॥
কুরাক কোমরতে অপরাধী নয় ।
কহে বরমতীপতির ভাসিবে নিশ্চয় ॥
মহিষীর দাক আসে পতিয়া রাতন ।
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রেরে মরোনা নিধন ॥

বিকু তব মতি পরিবর্তন করিয়া ।
ভিন্নির করুন দাশ হোয় বিধু দিয়া ॥
জানিতে হুতের তব মৌনের কারণ ।
আবুমানকারে ডাকি জান বিবরণ ॥
সে জন ইহার ভক্ত কহিবে নিশ্চয় ।
তাহলে বুচিবে তব মনের সংশয় ॥
হাস্যাকিন হুপ শুনি মন্ত্রির মন্ত্রণা ।
এ যুক্তি সুযুক্তি বলি করিল গণনা ॥
আবুমানকারে ডাকিবারে মন্ত্রীপতি ।
করিলেন স্বীয় হুত প্রতি অনুমতি ॥
তনয়ের বধাদেশ করিয়া বারণ ।
মভাভাকি উঠিলেন অবনী-ভূষণ ॥
অপরাক্ষে ধরানাথ পারিষদ মনে ।
শুভ যাত্রা করিলেন হুগয়া কারণে ॥
হুগয়ার অবসানে আনি নিকেতন ।
নিশিতে রাণীর সহ করেন ভোজন ॥
ভোজনান্তে রাণী কহে হুমণি সদনে ।
“কি হেতু বিলম্ব কর তহুজ নিধনে ॥
বিলম্ব করিলে হুপ বিপদ ঘটবে ।
দয়ার কারণে শেষে সম্ভাপ পাইবে ॥
যেমন সে বাজাজাত নামেতে রাতন ।
বিপদস্থ হোয়েছিল দয়ার কারণ ॥
একদিন বাজাজাত ধরনী পালক ।
দেখিল ময়নে এক কুকুর দাশক ॥
গাত্র কশু ছিল তার সমুদয় গার ।
অস্থির মার অনাহারে হুত্যাপ্রায় ॥
দয়াবান হোয়ে সেই হুপতি কুজন ।
বতনেতে করিলেন কুকুরে পালন ॥
হুৎ কুকুর সেই হইল বখশ ।
একদিন বাজাজাতে করিল সংশন ॥
কুকুরের প্রতি হুপ করেন তখন ।
“কিহেতু আমারে তুমি করিলে সংশন ॥
বতনেতে মন আন করিছ তোমার ॥
তাহার উচ্চিৎ বল দিলেকি আমারে ॥
“বানহুজ কহিল” “ওনহে হুতুষণ ।
খলের বস্ত্রাব কহু না হয় খণ্ডন ॥
“মহিষী কহিল” “হুপ । আহও উন্নয়ন ॥
নাথিতে আপন কাজ কর বিবেচনা ॥
অচিরে মণ্ডুর না করিয়া অনুমতি ।
বিপদে পড়িয়াছিল এক নরপতি ॥

তাহার হস্তান্তর করি অবধান ।
এতবলি আরম্ভিল সেই উপাখ্যান ॥

—১০০—

এক পোষ্য পুত্রের উপাখ্যান ।

কোন সময়েতে সুবিধান একজন ।
বিশেষ ভ্রমণে তার হৈল আকুলন ॥
আপনার সমুদয় বিতব লইয়া ।
ভ্রমণে করিল যাত্রা সস্ত্রীক হইয়া ॥
পথিমধ্যে তাহাদের, দৈবের কারণ ।
জনেক তরুর সহ হইল দর্শন ॥
সেজন দৌহাকে বলে করিয়া ধারণ ।
আপন নিভৃত স্থলে করিল গমন ॥
বিধানের হস্তদয় করিয়া বন্ধন ।
তার রমণীরে বলে করিল রমণ ।
সেইকালে অন্তঃস্থ ছিল সে রমণী ।
দাসে পড়ে দস্যুবাশে রহে সেই ধনী ॥
তরুর নিষ্ঠুর অতি দুর্কামনা যুক্ত ।
বহুদিন উদ্ভিগে না করিল মুক্ত ॥
আসন্ন প্রমদ কাল হোলে উপস্থিত ।
ভজনারে মুক্তি দিল তরুর তুর্নীতি ॥

উভয়েতে দস্যুহাতে পেয়ে পরিভ্রাণ ।
সবেগে উদ্বিগ্নে করে নগরে প্রায়ণ ॥
তথা গিয়া পাছগৃহে আশ্রয় লইল ।
বিধানমহিষী এক পুত্র প্রসবিল ॥
কহিল বিধান মোঘা বিধানের তখন ।
“অগ্নি নাথ! এপুত্র কি করিব পালন”
(বিধান কহিল) “হয় এ নহে নন্দন ।
ইহাকে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন” ॥
এতবলি সে বিধান জোরে সে কুমারে ।
গোপনে রাখিল এক মন্দিরের দ্বারে ॥
দৈবক্রমে তথাকার যেই নরপতি ।
মন্দিরে যাইতে পথে হেরি সে সন্ততি ॥
জিজ্ঞাসিল নিকটস্থ মাঝের প্রাণি ।
“এই যে রোগেই পড়ে কাহার সন্ততি?”
(তাহারা কহিল) “দুঃখ! করি নিবেদন
নাতি জানি বিবরণ কাহার নন্দন ॥

অনুমানি রেখে গেছে কোন দীনজন
ইহারে পাইয়া কেহ করিবে পালন” ॥
এতগুলি হৃদয়ির দয়া উপজিল ।
পুত্র সম ভাবি তারে কোনেতে লইল
পোষ্যপুত্র করিলেন দেশাচার মত ।
তাহার পালনে সদা রুহিলেন রত ॥
মনে মনে নরনাথ করিল চিন্তন ।
“অপুত্রক আমি নাহি আমার নন্দন
অতএব ইহারে করি সুশিক্ষা প্রদান ।
মাহাতে হইবে রক্ষা আমার সম্মান ॥
আমার অবর্তমানে পেয়ে রাজ্যভার ।
প্রজাপুত্র পালিবেক কোরে সুবিচার”

এত চিন্তি অন্তঃপুরে পাঠান তাহার
যাত্রী এক নিয়োজিল তাহার লেবায় ॥
সামান্য যে পরিচ্ছদ তার অঙ্গেছিল ।
তার পরিবর্তে রাজ্য সুবসন দিল ॥
হয় সহকারে তারে করেন পালন ।
ক্রমেতে পঞ্চ বর্ষ হইল নন্দন ॥
নরপতি মনে বিদ্যারম্ভকাল জানি ।
নিযুক্ত করিল এক সুশিক্ষক আনি ॥
গুরুস্থানে বিদ্যা শিক্ষা করে সে সন্তান ।
অপাদিন মধ্যেতে হইল জ্ঞানবান ॥
শাস্ত্রবিদ। শাস্ত্রবিদ্যা শিখিল বহুল ।
হেরিয়া নরেন্দ্র মনে আনন্দ অতুল ॥
মহাবিদ্যা দেখি তার মানব নিচর ।
সকলে হইল অতি সন্তুষ্ট হৃদয় ॥
বিশেষতঃ তাহার শিক্ষক বতজন ।
তাহারাগু বহুমতে কৈল প্রশংসন ॥
তাহার সাহস বল বুদ্ধি দরশনে ।
নৃপতি নিমগ্ন নন্দ নীরুধি জীবনে ॥
কতগুলি নিকটস্থ মিলি নরপতি ।
ছুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল গতি ॥
তাহাদের যুদ্ধ রাক্ষসী হোয়ে অবগতি ।
নৃপতি যশোমো পুত্র করি চমুপতি ॥
পাঠাইল আপনার সেনা সহকারে ।
করিল সংগ্রাম পুত্র অতি বীরচারে ॥
আপনার বাহুবল প্রকাশিয়া পরে ।
সমর প্রাণীর হৃদয় বিজয় সমরে ॥

তুরকীর ইতিহাস।

হরিষ বসি তখন হুখাতি তাহার।
 প্রতি দিলেন তুরকীর নানা উপহার ॥

কিছু দিনান্তরে এক ঘটনা ঘটিল।
 এ সীমন্তিনী এক সূতা এসবিল ॥
 রাম সুন্দরী বাল্য বদন সূঠাম।
 গরিলে তাহার রূপ মুখ হয় কাম ॥ *
 ধর্ম আদেশ ছিল পোষাপুত্র প্রতি।
 কল্পে কন্যার গৃহে করিবারে গতি ॥
 গিনী লাগিয়া হেরি হুপতি নন্দন।
 দিক্ষেত্রে প্রেমবীজ করিল রোপণ ॥
 ইন প্রসক্তি অতি অন্তরে তাহার।
 মিনীর রূপ চিত্ত করে অনিবার ॥
 লেন বচন বন্ধ মহীপ প্রধান।
 করাজ কন্যা পুত্র করিতে প্রদান ॥
 দিব্যের দিন স্থির হইল বখন।
 পার্শ্ববের পোষাপুত্র চিত্তাযুক্ত মন ॥
 একজন উদ্যানে করিয়া সর্ষন।
 তার প্রতি প্রসন্ন করে করিয়া বতন ॥
 "কহ কহ মোরে উদ্যানে মজাশয়।
 আপন উদ্যানে আগে যেই কল হয় ॥
 নরে কি ভুক্তিবে কিছা দিবে অন্যজনে।
 ইহার বিশেষ মোরে বলহ নির্জনে?" ॥
 (সন্ধ্যা কহিল) "তন রাজার কুমার।
 নির্দিষ্ট হইলে তাহে নাহি অধিকার ॥
 যেমন পূর্বেতে ইন, আদম হাওয়ার।
 নিষেধিল কোন কল ভুক্তিতে দৌহার ॥
 তাহার। ইহর বাক্য করিয়া হলন।
 কৃতজ্ঞ হইয়া কৈল সে কল ভক্ষণ ॥
 সেই পাশে তাহারের হইল হুপতি।
 অতএব অবৈধ কলে না করিহ মতি" ॥

হুনাখের পোষাপুত্র একথা শুনে।
 অতি অসন্তুষ্ট হৈল আপনামনে ॥
 হুপতনয়ার হেতু চিত্তিলা উপায়।
 একদিন বিরলোভে হক্কি তাহার ॥
 দিলহু সেনা তার হিন আত্মাকারি।
 এ বিষয়ে তাহার। হইল সঙ্কল্প ॥

হরিয়া অন্যত্রে শীঘ্র কৈল পলায়ন।
 তথায় রহিল নিশ্চাইয়া নৈকেতন ॥
 লোকমুখে এন বৌদ শুনি মহীপতি।
 ক্রোধানলে হইলেন প্রজ্বলিত অতি ॥
 আপনার সেনাসব সংগ্রহ করিয়া।
 গমন করিল তার বধের লাগিয়া ॥
 বধায় আহিল রাজকুমার দুর্নীত।
 সৈন্যে হুপতি তথা টেল উপনীত ॥
 তথায় উত্তর দলে হোলে ঘোর রণ।
 ভূপালের সেনা বহু হইল নিধন ॥
 সংগ্রাম জিনিয়া সেই চরাস্তা কুমার।
 আপন পালক তাতে করিল স.হার ॥
 একপ মংশঃ কাজ করিয়া সাধন।
 অধিকার করিলেক রাজ সিংহাসন ॥

অতএব, মহারাজ! করি নিবেদন।
 সেইরূপ অকৃতজ্ঞ তোমার নন্দন ॥
 ওহে নাথ হুজিহান শত্রু হয় তব।
 তার নাশে ক্ষান্ত না হইও মহীধর ॥
 হুপ পোষাপুত্র করি পিতাকে হনন।
 আপনার ভগিনীরে করিল হরণ ॥
 সেইরূপ তব পুত্র, ওহে নরায়।
 বধিয়া আপন তাতে হরিবে মাতায় " ॥
 চোলাকিন কহিলেন "ভেবনাকো আর
 কাসি হুজিহানে, আরি করিব স.হার"
 এইরূপ প্রবোধ করিয়া মহাবীরে।
 বিজ্ঞান করিতে গেল শয়ান মন্দিরে ॥

পরদিন প্রভাত হইল উঠিয়া নরায়।
 বার কিতা বসিলেন আপন সভায় ॥
 রাজার সদস্যসঙ্গে আসিয়া তখন।
 প্রণাম করিয়া ভূপে লইল আসন ॥
 কেহেন হুপতি? হুগটিব সন্ধ্যাকারে।
 "পেয়েছ কোথাও কেহ আবুখানকারে"
 মন্ত্রিগণ কহিল "করুন অবধান।
 অন্যান্যি না পাই যোরা তাহার সন্ধান"
 (নরেশ কহিল) তন বচন আমার।
 অন্যান্যি না কৈল যদি সন্ধান তাহার ॥

তবে মম পুত্রে হেথা 'মানহ' এখন? ।
 এখনি করিব আমি তাহারে নিখন ॥
 যে হেতু রাণীর কাছে করিয়াছি পণ ।
 আশ্রি আমি তনয়ের বধিব জীবন ” ॥
 রাজার তৃতীয় মন্ত্রী একথা শ্রবণে ।
 কহিল প্রণাম করি হৃপের চরণে ॥
 “ মহারাজ ! তব পদে করি নিবেদন ।
 কলঙ্কী হৈওন। পুত্রে করিয়া নিখন ॥
 যেই স্বর্গদূত করে গ্রহ সঞ্চালন ।
 তাঁরা যাহাদের মত করে প্রশংসন ॥
 তাহাদের উপদেশ করে। না হেনন ।
 এই হেতু পুনঃ পুনঃ করিতে বারণ ॥
 পুত্রবধে নাহি করিতাম নিবারণ ।
 যদি মহাম্মদ না কণ্ঠিত এনচন ॥
 “ রাজা যদি করে কছু দুষজিয়া চরণ ।
 নিষেধ না করে তায় সেই মন্ত্রীগণ ॥
 তাহাদের নাম ধাম, ওহে নররায় ! ।
 কদাচিত না রাখিবে মন্ত্রী তালিকায় ” ॥
 প্রাচীন প্রবাদ এই আছয়ে প্রকাশ ।
 করিবে না নবদাস দাসীরে বিশ্বাস ॥
 প্রভু স্থানে প্রতিপত্তি পাইবার তরে ।
 উভয়েতে তোষামোদ প্রভারণা করে ॥
 যদি এ দাসের প্রতি করেন আদেশ ।
 তবে এক ইতিহাস শুনাই নরেশ ” ॥
 (ভূপতি কহিল) “কহ সেই উপাখ্যান”
 (অমাত্য কহিল) “ হৃপ কর অবধান ” ॥

এক সূচীজীবী এবং তাহার বনি- তার উপাখ্যান

আমা নামে ভবিষ্যদ-বস্তুর সময় ।
 সূচীজীবী ছিল এক সরল হৃদয় ॥
 তাহার রমণী ছিল পরম সুন্দরী ।
 গোলেন্দ্রাম নাম তার অপূর্ণ মাথরি ॥
 উভয়ে বাসিত ভাল উভয়েরে মনে ।
 শয়নে স্বপনে উপবেশনে অশনে ॥
 এক দিন দুই জনে বসিয়া নিষ্ঠানে ।
 করিতেছে প্রেমালপ পুলকিত মনে ॥
 কান্তাপ্রতি কান্ত কহে “ শুন প্রাণেশ্বরী ।
 তবমনে আলাপনে সুখে কাল চরি ॥

ঈশ্বর করুন যেন না হয় এমন ।
 “ মম অগ্রে হয় যদি তোমার মরণ ॥
 তোমার বিয়োগ শোকে হোয়ে ক্ষুণ্ণমন
 একদিন দিবারাত্র করিব রোদন ॥
 তব শবোপরি করি অশ্রু বরিষণ ।
 নিভাইব শোক জলে বিচ্ছেদ দহন ” ॥
 (কামিনী কহিল) “নাথাকি কব তোমায়
 তব গুণে বিকীর্ণ হলেম তব পায় ॥
 আমার আগেতে যদি তব মৃত্যু হয় ।
 অনাহারে দেহ পাত করিব নিশ্চয় ॥
 তোমার বিচ্ছেদ দায়ে পাব পরিব্রাণ ।
 দেহপাতে শোকানল হইবে নির্ঝাণ ” ॥

দৈবের লিখন যাহা কে করে খণ্ডন ।
 অগ্রে সেই রমণীর হইল মরণ ॥
 সূচীজীবী প্রিয়া শোকে হইয়া কাতর ।
 করিল উন্মাদ তুল্য বিলাপ বিস্তর ॥
 পূর্ব প্রতিজ্ঞিত বাক্য করিতে পালন ।
 দিবা নিশি অশ্রুবারি করিল বর্ষণ ॥
 বিশেষতঃ বড় ভাল বাসিত তাহার ।
 তাহার বিয়োগে হৈল বাতুলের প্রায় ॥
 শবের মঞ্জুলা লোয়ে প্রেতভূমে গিয়া ।
 শিরে করে করায়াত বিলাপ করিয়া ॥
 দৈবে আসা সেই পথে করিতে গমন ।
 তাহার এ দশা চক্ষে করিল দর্শন ॥
 স্বভাবতঃ কালুণিক সেই মহাশয় ।
 সূচীজীবী প্রতি তিনি হলেন সদয় ॥
 জিজ্ঞাসা করিল তারে আসা সদাশয় ।
 “ কি হেতু হয়েছ তুমি ক্ষুণ্ণ অতিশয় ? ” ॥
 এত শুনি সূচীজীবী করিল উত্তর ।
 “ প্রেমসী রমণী লাগি হয়েছি কাতর ॥
 প্রাণাধিকা ভার্যা মম অতি গুণান্বিতা ।
 ইহার সদৃশ কারো নাহিক বনিতা ॥
 প্রেমসী অত্যন্ত ভাল বাসিত আমার ।
 ততোধিক স্নেহ আমি করিতাম তার ॥
 পড়িয়াছে প্রিয়া মম কালের কবলে ।
 সেই হেতু সদা ভাসি নয়নের জলে ” ॥
 (আলাপলে) “ যদি তব পত্নী পায় প্রাণ
 হইবে পরম তুষ্ট করি অসুখান ? ” ॥

দরজি কহিল) “এ কি-ইহু মহাশয়?।
 প্রশ্ন কি হইবেন এমন সদয়?।
 সন্মৌকিকাক্ষর্য ক্রিয়া করিয়া প্রচার।
 দিবেন কি প্রাণদান ভাধ্যাকে আমার?”
 আসা কহিলেন) “দুঃখ কর পরিহৃত
 তাহার শোকেতে দয়া হতেছে আমার
 আমি তব রমণীকে দিব প্রাণদান।
 মনের উদ্বিগ্ন হতে পাবে পরিব্রাণ” ॥
 বাহার ইচ্ছায় নয় হৃজন পালন।
 রমণীর অর্থাৎ মহারক যেই জন্ম ॥
 সে বিবুর নাম আমা করিয়া স্মরণ।
 দরজির রমণীরে দিলেন জীবন ॥
 সুপ্রাপ্তিতা প্রায় হোয়ে গোলেন্দাম ধনী
 বাহির, সমাধি হতে, হইল আপনি ॥
 একপ আশ্রয় ক্রিয়া করি দরশন।
 সূচীজীবি হইলেক আনন্দে মগন ॥
 রমণীর প্রাণদাতা-প্রতি ভক্তিভাবে।
 উদ্যত করিতে স্তুতি প্রেম-পূর্ণভাবে ॥
 আসা কহে “মোরে স্তব কর কিকারণ
 কর তাঁরে যেই করে হৃজন পালন” ॥
 এতবলি প্রবোধিয়া আসা দয়াবান।
 হৃদায় সে স্থান হতে করিল প্রস্থান ॥
 গোলেন্দাম পুনর্বার প্রাণদান পেয়ে।
 বলিল আপন পতি মুখ পানে চেয়ে ॥
 “কেমনে হইল এই আশ্রয় বাপার।
 বল নাথ অধীনীরে করিয়া বিস্তার ॥
 পতি মুখে সব তত্ত্ব হইয়া জ্ঞাপন।
 পুনশ্চ কহিল হোয়ে প্রফুল্লিত মন ॥
 “সেকি তুমি, ওহে নাথ! করি নিবেদন
 হৃদয় প্রাণ হতে মোরে কৈলে আনয়ন? ॥
 যে কি তব ভাল বালা বাহার কারণ।
 পুনরায় আলোময় করি দরশন? ॥
 মরি তব কত গুণ কহিতে না পারি।
 জগৎ জগৎস্তরে আমি তুলিবারে নারি ॥
 যতদিন রব আমি এমর্ত্য ভুবন।
 তাবত তোমার গুণ করিব স্মরণ” ॥
 স্বামীর বচন বৈদিক আকর্ষণে।
 দরজি উল্লাসে ভালে আনন্দ জীবনে ॥

“হে আমার হৃদয়ের আনন্দ দায়িনি!।
 হে আমার জীবনের জীবন কাপিনি! ॥
 হে আমার নয়নের আলোক স্বরূপা।
 হে আমার হৃদি বিলাপিনি প্রেমরূপা ॥
 এ মর্ত্যভুবন সুখ ভুঞ্জিবার তরে।
 বিধি হারা নিধি পুনঃ মিলাইল মোরে ॥
 অতএব চল করি গৃহেতে গমন।
 মিথুনজনিত সুখ ভুঞ্জিব এখন ॥
 ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান।
 কেমনে এ বেশোগ্রহে করিবে প্রয়ান ॥
 তব যোগ্য পরিচ্ছদ করি আনয়ন।
 পশ্চাতে উভয়ে গৃহে করিব গমন” ॥

এতবলি প্রেয়সীরে রাখিয়া তখন।
 সূচীজীবি গৃহে গেল আনিতে বসন ॥
 চেনকালে তত্র দেশাধিপেব তনয়।
 দৈবাৎ সে প্রেংভূমে হইল উদয় ॥
 আশ্রয় হইল হেরি রাজার নন্দন।
 যতচ্ছদ যত। এক রমণী-রতন ॥
 ভূতলে শয়িত নহে অন্য শব প্রায়।
 ভাবিয়া মূপজ্ব কিছুর না পায় উপায় ॥
 বিস্ময়েতে সেই স্থলে করিল গমন।
 পশ্চাৎ চলিল যত অনুচরণ ॥
 হিরনেত্রে দেখে যত। নহে সে কামিনী
 জীবিতা, কপেতে যেন কন্দর্প মোহিনী
 নারীর নয়নভঙ্গি করি নিরীক্ষণ।
 মূপজ্বের প্রেমভাব হৈল উদ্দীপন ॥
 জগপতি-সুতে কহে যতেক কিস্কর।
 “যুবরাজ! এ রমণী কপের আকর ॥
 যদি তব যোগ্যজ্ঞান কর এ রামারে।
 অমুমতি হোলে লোয়ে যাই তবাগারে” ॥
 পুলকিত হোয়ে কহে রাজার কুমার।
 “সম্পূর্ণরূপেতে এই বাসনা আমার ॥
 এর তুল্য রূপবতী, কি কহিব আর।
 একজন নাহি অস্তঃপুরেতে আমার ॥
 কিন্তু প্রথমতে এরে জিজ্ঞাস এখন?।
 বিবাহিতা কিবা রামা অমুচা এখন ॥
 যদি বিবাহিতা হয় কিবা প্রয়োজন।
 চাহিলে পতিকের করিতে বঞ্জন” ॥

(ভূপজ বলিল) “ দেখো হও সাবধান ।
 নাহি পেনে-হারাইবে আপনার প্রাণ ” ॥
 এতবলি দাসে করে অকুজা হুরিতে ।
 ভার্য্যগণে সূচীজীবি সম্মুখে আসিতে ॥
 আজ্ঞাক্রমে ক্রমে ক্রমে লফলে আইল ।
 একজন তার মধ্যে বাকি না রহিল ॥
 দরজি যখন গোলেন্দামে নিরখিল ।
 “ এই মম সীমস্তিনী (নূপজে কহিল) ॥
 যাহার কারণে দুঃখ পেয়েছি অপার ।
 সেই এই, যুবরাজ ! সম্মুখে আমার ” ॥
 ভূপজ কহিল তবে গোলেন্দাম প্রতি ।
 “ এই জনে চেনো কি না তুমি রসবতি ? ”
 জানি বটে এই জনে মহীপ-তনয় ।
 এজন তক্ষর-শ্রেষ্ঠ দুষ্ট চুরাশয় ॥
 এই সে করিয়াছিল দুর্দশা আমার ।
 দেখিয়াছ ভালমতে নয়নে তোমার ॥
 এই দুষ্ট হরি মম বসন ভূষণ ।
 চিতা ভুমে লোয়েছিল করিতে নিধন ॥
 কি জানি যদ্যপি আমি কহি কাজিস্থানে
 এই হেতু গিয়াছিল বধিতে পরাণে ॥
 অতএব, যুবরাজ ! করি নিবেদন ।
 করহ উচিত দণ্ড যাহয় এখন ” ॥
 রমণীর মুখে শুনি নির্ভুর বচন
 সূচীজীবী নীরব হইল সেইক্ষণ ॥
 নূপসুত তাহার একপ নিরুত্তরে ।
 দোষী বলি অনুভব করিল অন্তরে ॥
 জ্যোৎস্নাতে কহিল, বেটা ! বিখ্যাসখাতকী
 নরাদম দস্যু তুই পরম পাতকী ॥
 দাওয়া কর পরদারা বলিয়া আপন ।
 রাজদণ্ড, রে পাষণ্ড ! না কর স্বরূপ ॥
 যেমন করিয়াছিলি দুষ্ট আচরণ
 তাহার উচিত কল ভুঞ্জহ এখন ” ॥
 এতবলি যুবরাজ কহে অহুতরে ।
 “ বধ্যভূমে লহ এরে সংহারের তরে ” ॥
 এতেক কহিল যদি মহীপসম্মন ।
 সূচীজীবী করপুটে করে নিবেদন ॥
 ওহে যুবরাজ ! করি অন্যায়া বিচার ।
 বিনা অপরাধে প্রাণ বোধোনা আমার ”
 নূপজ কহিল) “ না শুনিব ওর ভাষ ।
 যে কি কর । হুজা এরে করহ বিনাশ ॥

করহ বিনাশ যদি ইহার নিধনে ।
 তবে আমি সৰ্ব্বকারে বধিব জীবনে ? ” ॥

নূপজের ক্রোধ নিরখিয়া অতিশয় ।
 বাজিয়া লইল তারে কিঙ্কর নিচয় ॥
 বধ্য ভূমি তারে লোয়ে গিয়া সকলেতে ।
 উদ্যত হইল ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে ॥
 হেনকালে আসা সেই স্থানে উত্তরিল ।
 না তুকেরে বিনাশিতে নিমেষ করিল ॥
 কহিলেন আসা, “ শুন রাজ ভূত্যগণ ।
 বিনা দোষে কেন এরে করিহ নিধন ” ॥
 দাসগণ আসার মৰ্যাদা রাখিবারে ।
 ক্ষণ কাল ক্ষান্ত হৈল বিনাশিতে তারে ॥
 নূপজের অনুমতি করিতে পালন ।
 অবশ্য দরজিকে তারা করিতো নিধন ॥
 আসা সদাশয় কহে ভূত্যগণ স্থানে ।
 “ এব ক্ষমা কহিব নূপজ সন্নিধানে ” ॥
 এত বলি ভূপজের সন্নিধানে গিয়া ।
 আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিল বিস্তারিয়া ॥
 শুনিয়া ধরেজ্ঞ-সুত এই সমাচার ।
 নিবেগিল সূচীজীবে করিতে সংহার ॥
 পামরী রমণী প্রতি ছোয়ে ক্রুদ্ধমন ।
 তার বিনিময়ে তারে করিল নিধন ॥

সচিব করিয়া ইতিহাস সমাপন ।
 বর্ণনাক্রমে প্রতি কহে, “ শুনহে রাজন ॥
 এই ইতিহাসে হইলেন অবগত ।
 রমণীর দুষ্টাচার প্রতারণা যত ॥
 অতএব আবুমানকারে, নররায় ।
 সবিশেষ অব্বেষণ করুন ত্রায় ” ॥
 (ভূপজ কহিল) “ ইথে করিব স্তন ।
 যদি অন্য নাহি পাই তার অব্বেষণ ॥
 তবে জেনো সুনিশ্চয় বচন আমার ।
 কল্য ভূজিহানে আমি করিব সংহার ” ॥
 এতবলি সত্যভজ করিয়া রাজন ।
 চলিলেন বন্ধপথে যুগয়া কারণ ॥
 প্রদোষে আসিয়া পুনঃ প্রাসাদ ভিত
 রাণীসহ ভোজনে প্রবৃত্ত নরবর ॥

পরেতে কিঙ্কর পেয়ে ভূপজ আদেশ ।
কানিনীকে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিশেষ ॥
“হে সুন্দরি! যদি তুমি নহ বিবাহিতা ।
অচিরে আসিয়া হও নৃপজ বনিতা ” ॥
(রমণী কহিল) “ শুন পরিচয় কই ।
পরিণীতা নহি আমি বিদেশিনী হই ॥ ”
এতেক শুনিয়া সেই ভূপজ কিঙ্কর ।
খুলিয়া পরায় তারে আপন অদর ॥
নৃপ অন্তঃপুরে তারে লইয়া চলিল ।
তথা দাস স্বীয় বস্ত্র খুলিয়া লইল ॥
দরজির রমণীর অদৃষ্ট ফিরিল ।
রাজমহিমীর তুলা বসন পরিল ॥
মনোমুখে রহে তথা নৃপজের সঙ্গে ।
কৌতুককলাপে বঞ্চে অনঙ্গ প্রসঙ্গে ॥

ইতিমধ্যে সূচীজীবী লইয়া বসন ।
স্বশান-ভূমেতে আসি দিল দরশন ॥
আপনার রমণীকে তথা না দেখিয়া ।
করিল বিলাপ বহু শোকার্ত হইয়া ॥
“ কে করিল কোথা গেল প্রেমসী আমার
হায় বিধি একি বাদ সাধিলে আবার ॥
মৃত্যবস্থা হতে তারে সে দিল ভীবন ।
অন্যের ভোগেতে তারে দিল কি এখন ?
যদি ইহা হয় তবে কি কহিব আর ।
তার মৃত্যুধিক হৈল মাতন্য আমার ॥
কেমনে ইহাতে আমি করিব সংশয় ।
সে কি বিভূষিত বেই হইল সদয় ? ॥
তাহার সৌন্দর্য্য কেহ পাইয়া বহন ।
মোর মাথা খেয়ে বুঝি করেছে হরণ ॥
এইরূপ বলে আর ভাসে অশ্রুজলে ।
পুনরায় শোকোদয় মনোভঞ্জে বলে ॥
প্রাণসমা প্রিয়োত্তমা প্রেমসী আমার ।
অবণ্য করিব আমি তোমার বিচার ॥
এইরূপ মম হইতেছে অনুমান ।
পেছেহি বিবিধ চেষ্টা পেতে পরিত্রাণ ॥
যে কোন স্থানেতে প্রিয়ে আছে এখম ।
নিরাশা হইয়া তথা করিহ বঞ্চে ॥
হায় ! আরো অনুভব হতেছে আমার ।
শুনিতোছি যেন প্রিয়ে কল্লন তোমার ॥

এই কপনায় মম যদি তেদ হয় ।
কোথায় রহিলে প্রিয়ে এমন সময় ॥
তব আশা পরিত্যাগ করু না করিব ।
তোমার কারণে আমি পৃথিবী জমিব ॥
যদি তুমি ধরাগন্তে থাকহ গোপন ।
তথায় করিব আমি তব অন্বেষণ ” ॥
এতবলি সূচীজীবী ভাষ্যার কারণ ।
বল্জনে জিজ্ঞাসিল তার বিবরণ ॥
লোক মুখে অবশেষ করিল শ্রবণ ।
তাহার রমণী আছে রাজ-নিকেতন ॥
ভাষ্যার সম্মান পেয়ে দরজি তখন ।
রাজকুমারের কাছে করিল গমন ॥
যথোচিত সম্মান প্রণাম পুরসরে ।
সবিনয়ে নিবেদয় নৃপজ গোচরে ॥
“ ভূপনিতনয় ওহে ! সুবিচারকারি ।
এই কি উচিত তব হোয়েদগুধারি ? ॥
বলেতে পরের দ্রব্য কর অধিকার ।
মাতাতে নাহিক কিছু সম্পর্ক তোমার ॥
তিন দিন হৈল লোয়ে ভাষ্যাকে আমার
রাখিয়াছ, যুবরাজ অন্দরে তোমার ॥
করিহে মিনতি, মোরে হইয়া সদয় ।
যিরে দেহ মম দারা ভূপাল তনয় ? ” ॥
এতশুনি নৃপনৃত কহিল তখন ।
“ সাবধান না কহিও একপ বচন ॥
সম্মতি ব্যতীত আমি নাহি আনি কারে
বিবাহিতা নারী নাহি আমার আগারে ” ॥
(সূচীজীবী কহিল) “ শুনহ সারোদ্ধার
নিশ্চয় আমার ঘোষা অন্দরে তোমার ” ॥
শুনিয়া কহিল পুনঃ নৃপের নন্দন ।
“ দেখাব তোমারে আমি মম ভাষ্যাগণ
কিন্তু যদি তব দারা না পাও তাহার ।
নিশ্চয় জানিহ আমি বধিব তোমায় ” ॥
(দরজি কহিল) আমি করিহু স্বীকার ।
নাহি পেনে প্রাণ বধ করিহ আমার ॥
আমি জানি মম দারা আছে এ সদনে ।
আপনি প্রত্যক্ষ ভূমি দেখিবে নয়নে ॥
যবে মম প্রতি দৃষ্টি পড়িবে তাহার ।
তখন জানিবে সেই ক্রোড়েতে আমার
বিশেষতঃ আমি তারে জানি ভালোমতে
তার মম সাধীনারী নাহি এ জগতে ” ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

মহিষী কহিল “নাথ ! কহ বিবরণ ? ।
 কেন না বধিলে হুজ্জাহানের জীবন ” ॥
 (হুপতি কহিল) “ জেনো বচন নির্ভাল ।
 কল্য হুজ্জাহানে আমি করিব বিনাশ ॥
 যবে অভিযোগ কর বিরুদ্ধে তাহার ।
 আমার বাসনা হয় করিতে সংহার ॥
 কিন্তু সবে নিষেধ করয়ে নরীগণ ।
 বিরত আমার মন করিতে নির্ধন ॥
 অতএব প্রাণ প্রিয়ে ! করি অনুময় ।
 পড়েছি বিষম দ্বন্দ্ব আমি এসময় ॥
 এক মাত্র পুত্র মম ও প্রিয় ললনা ! ।
 কেমনে নিদয় হোয়ে বধিব বলনা ? ॥
 অতএব এজন্য রাখহ বচন ।
 রূপাকরি কর মোরে ক্ষমা বিতরণ ” ॥
 (মহিষী কহিল) “ মন্ত্রী হতে, নররায় ॥
 উচিত বিশ্বাস করা বিহিত আমার ॥
 জনকের তুলা শুন তাদের বচন ।
 কদাচ না দেখি তব রাজ-আচরণ ॥
 অত্যন্ত মমতা হেতু পুত্রের উপরে ।
 বিশেষ সন্তাপ তাপ পাবে তুমি পরে ॥
 বলি এক ইতিহাস করহ শ্রবণ ।
 ইহাতে হইবে তব চিন্তানুধাবন ” ॥

সলমন হুপতির বিহঙ্গমিগের উপাখ্যান ।

শুনহে অবনীপতি ! আমি যে সময় ।
 ছিলাম বালিকা কালে পিতার আশ্রয় ॥
 যে রঙ্গা নিযুক্ত ছিল আমার শিক্ষায় ।
 তার প্রযুক্তাৎ শুনিয়াছি সমুদায় ॥
 ভাবিকালবেত্তা সলমন মহীপতি ।
 অনেক বিহঙ্গ ছিল তাঁহার বশতি ॥
 ধীশক্তি সম্পন্ন সবে সুন্দর শরীর ।
 কথা কথনেতে শব্দ স্বভাষ গভীর ॥
 মানবের তুলা কথা কহিতে পারিত ।
 কর্ণরসায়ন ভাবে মনো তুল্য হিত ॥
 সেই সব পক্ষিমধ্যে গুরু পক্ষি এক ।
 যারে হুপতাল বাসিতেল অতিরেক ॥
 অন্যান্য বিহঙ্গ হতেছিল সে সুন্দর ।
 নানা বর্ণ পুষ্পতার অতি মনোহর ॥

একদিন সলমন হুপে পরিহারি ।
 কাননে প্রবেশে স্বীয় দারাপত্য স্মরি ॥
 আপনার প্রেয়সীরে করি দরশন ।
 হর্ষমনে তার স্থানে করিল গমন ॥
 পক্ষ দুটা বিস্তারিয়া পুষ্পকিত কায়
 ব্যাদান করিয়া ওষ্ঠ প্রেম লালসায়
 সমুদাত্ত স্বপতীরে করিতে চুম্বন ।
 দেখি বিহঙ্গিনী তারে কৈল নিবারণ
 আপন নায়ক প্রতি কহে অভিমান
 “ যাও হে নির্ভুরাজ ! কি কাজ এখন
 আমি চেয়ে যারে ভাল বাসহ এখন
 সেই সলমন স্থানে করহ গমন ॥
 যার অহুরোধে মোরে করিলে বর্জন
 কি সুখে সভায় তার বসে অশ্রুফণ ॥
 স্বর্ণপাত্রে উপাদেয় করিয়া ভোজন ।
 কিবা করি সুবর্ণের পিঞ্জরে শয়ন ॥
 এ সকল সুখ এখন আমিবে নিশ্চয় ।
 যাহাতে বিহঙ্গ সুখ মানব নিচয় ॥
 ভালবাসা একসুখ বিহঙ্গের পক্ষে ।
 যাহার মিলনে সুখ দুঃখ তদ্বিপক্ষে ॥
 সেই ভালবাসা হেতু ওহে প্রিয়বর ।
 ভাবিকাল বেত্তা স্থানে আছ নিরন্তর ॥
 জ্ঞান মম সহকারী নাহি একজন ।
 তবে মোরে সাহুকুল নহ কি কারণ ? ।
 তব বিরহেতে নাথ যে দুঃখ আমার ।
 তুমিত সকলি জ্ঞান কি কহিব আর ॥
 ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান রক্ষণে ।
 এস, হও সহকারী নীড় বিরচনে ॥
 একা আমি কত কষ্ট করেছি স্বীকার ।
 করেছি সমস্ত পক্ষ ছিন্ন আপনার ॥
 প্রত্যক্ষ হতেছে নাথ শঠতা তোমার ।
 দেখ কৃত মনোদুঃখ দিয়াছ আমার ॥
 অশ্রুধারা করি জ্ঞান হেন বনিতায় ।
 প্রাণের অধিক ভাল যেবাসে তোমায়
 বিহঙ্গিনী করি স্বীয় কথা সমাপন
 পুনঃ বিহঙ্গের প্রতি হৈল কোপ মন ।
 আশ্রয় অণু সব ত্যক্ত করিতে ।
 কোথা গিরে দ্বিজ বধু উদাত্তা হরিতে ।
 আপনার স্বপ্ন সব করিতে রক্ষণ ॥
 হরিতে বিহঙ্গ করে পক্ষ প্রহারণ ।

তুরকার ইতিহাস ।

বগে বিহঙ্গ দারা অগুণ্ডে পড়িল ।
 পশেবে সকল ভিহু ঈশ্বর কে ডাকিল ॥
 বগপণে দিহবর করিয়া বর্তন ।
 “মাত্র অণু সেই করিল রক্ষণ ॥
 খাচ বিহঙ্গ বধু কুপিত অন্তরে ।
 ভিত্তে লাগিল সেই অণুর উপরে ॥
 হনার হেন কার্য করিতে বারণ ।
 “পুট বিভারিল শকুন্ত তখন ॥
 শু মনে মনে পুনঃ করিল চিন্তন ।
 স্বভাবতঃ নারী হয় কোপনা যখন ॥
 হাদেব ক্রোধ নদী প্রবাহ বারণে ।
 তিবাধা দিলে দুনো রক্ষি পায় ক্ষণে ॥
 ত চিন্তি অনুগত হইয়া তখন ।
 তি কুলনেত্রে তারে করে দরশন ॥
 হে “প্রাণ প্রিয়ে রাখ আমার মিনতি ।
 হাদিগ্যে আমি প্রাণে ভাষ্টবাসি অতি ॥
 রিবারে হিংসানলে আহতি অর্পণ ।
 আর সকলেরে তুমি করেছ নিধন ॥
 ক মাত্র আছে এই কুলের ভরসা ।
 হারে নিদয়া হয়ে বধোনা সহসা ॥
 ব্রহ্ম জীবনে তুমি সংহার আমায় ।
 “খে কিছু বাধা আমি দিবনা তোমায়? ”
 নাথের করুণাক্তি করিয়া শ্রবণ ।
 বহুবিধ ক্রোধ শাস্তি হইল তখন ॥
 গাপনার কৃত রোষ করিয়া বিচার ।
 জে মনে মনস্তাপ পাইল অপার ॥
 বহুদম স্বীয় রোষ করিয়া গোপন ।
 বিবিধ রূপেতে তারে করিল সান্ত্বন ॥
 আরো অল্পতাপ কৈল আপনার মনে ।
 স্বজননী হতে ধ্বংস হৈল পুঞ্জগণে ॥
 অবশেষ অণু বাহা রক্ষা করেছিল ।
 সেই শেষ ভাটার সন্তোষ জন্মাইল ॥
 অসামান্য রূপ এক শাবক সুন্দর ।
 অশ্রু হস্তে বাহির সে হইল মহুর ॥
 যেন সেই তাহারে দুঃখ নিবারিতে ।
 অটোর্য হইয়া শিশু এস বাহিরেতে ॥
 জননীকে পূর্ব সুখ করিতে প্রদান ।
 অশ্রু হতে শাবক হইল মুর্তিমান ॥
 নব জাত দ্বি-স্রুত দৃশ্য মনে হের ।
 পীতবর্ণ শিরো তারাদখিতে সুন্দর ॥

শ্বেত-দেহ নীল-কণ্ঠ লোহিত মাঙ্গুল ।
 চরাচরে কোন পক্ষি নাহি তার তুল ॥
 নব প্রহৃতের রূপ করি দরশন ।
 জনকজননী মন আনন্দে মগন ॥
 এইরূপে কাননেতে রক্ষের উপরে ।
 দারাপত্য সহ শুক সুখে কাল করে ॥
 হেথা সলমন হারাইয়া সে বিহঙ্গে ।
 ভুবিল মানস তাঁর দুঃখের তরঙ্গে ॥
 কি হইল তার কিছু না পান কারণ ।
 একারণ মন তাঁর হৈল উচাটন ॥
 খুঁজিবারে নানা স্থান কান্তার কানন ।
 অন্বেষণে অমুচরে করিলা প্রেরণ ॥
 কিন্তু কেহ তাহার না সন্ধান পাইল ।
 আদিয়া সকলে নরপতিরে কহিল ॥
 অবশেষ সলমন যুক্তি স্থির করে ।
 তার ভক্তে, দুই পক্ষি পাঠান সহরে ॥
 সেই ভ্রাতি কিন্তু তারা লোহিত বরণ ।
 রূপেতুল্য নহে কিন্তু গুণে বিচক্ষণ ॥
 বিশেষতঃ সলমন জানেন কারণ ।
 একমু সমাধা বলে না হবে কখন ॥
 অতএব বক্তৃ হেঁচ বৈ বিহঙ্গ গণ ।
 হয় যুক্তি তাহাদিগে করিতে প্রেরণ ॥
 একারণ লোহিত বরণ পক্ষি দ্বয়ে ।
 পাঠালেন হুপ শুকে আনিতে নিলয়ে ॥
 হুপাদেশ পেয়ে সে বিহঙ্গ দুইজন ।
 পঞ্চদশ দিবস করিল অন্বেষণ ॥
 দৈবাধীন তারা পঞ্চদশ দিনান্তরে ।
 স্বস্তীকতকুজ শুকে দেখে রক্ষোপরে ॥
 অবশেষ গিয়া তারা শুকের নিকট ।
 কহে নানা বিধ বাক্য করিয়া কপট ॥
 “ওহে শুক ! তোমার বিরহে নররায় ।
 স্বভবন হতে ভাড়াইল মো সবায়ে ॥
 তোমা হারা হয়ে অতি কোপ হৈল তাঁর ।
 পক্ষিগণ প্রতি তাঁর দয়া নাহি আর ॥
 একারণ অতি দুঃখ হতেছে অন্তরে ।
 কেমনে করিব বাস কানন ভিতরে ॥
 উপাদেয় ভোজ্য খেয়ে ভুপতি ভবনে ।
 কেমনে কুৎসিত বল খাইব কাননে ” ॥
 (শুনিয়া কহিছে শুক) “ ওহে ভ্রাতৃস্বয়
 আনিত এখানে আছি সুখে জুড়িশয় ॥

ভুরকীয় ইতিহাস ।

আমার অজনা মোরে ভালবাসে অতি ।
 মম অনুরক্ত ভক্ত আমার সন্ততি ॥
 আমি দোহাকারে ভালবাসি অতিশয় ।
 এ কাননে স্বর্গ সুখ তুল্য জ্ঞান হয় ॥
 আমরা কাহারো প্রতি ভরসা না রাখি ।
 খাইয়া রন্ধের ফল মনোমুখে থাকি ॥
 মিথ্যাবাদ ছল পূর্ণ নৃপতির স্থান ।
 এ স্থান সে স্থান হতে নহে কি প্রধান? ॥
 তোমরা অত্যন্ত ভাল হয়েছ যাচার ।
 সে ভাল কি ইহা ভাল করহ বিচার ॥
 বল দেখি সঙ্গমন নৃপ কি কখন ।
 আপন সঙ্গম পদ করিয়া যোজন ॥
 এসুখের কিছু সুখ হইলে বঞ্চিত ।
 তিনি কি সমর্থ হন প্রদানে কিঞ্চিৎ? ॥
 মমাবস্থায়ুক্ত যদি নৃপ কতু হন ।
 অবশ্য স্বীকার মনে করিবে তখন ॥
 অতুল সম্পদ তাঁর পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ।
 থাকিতেও আপনাকে মানিবে অকৃতি ॥
 অতএব জাতাগণ জনহ বচন ।
 মম সহ থাকি হেথা করহ বচন ॥
 কিন্তু ইহা জ্ঞান সত্য প্রতিজ্ঞা আমার ।
 এই স্থান ত্যাগ না করিব পুনর্ব্বার ” ॥
 শুকের একপ উক্তি করিয়া শ্রবণ ।
 তাহারা হইল অতি দুঃখান্বিত মন ॥
 কপোল কল্পিত বাকা হইলে বিফল ।
 পক্ষাৎ স্বকল্প কহে হইয়া সরল ॥
 তখন কহিল) “ সখা ! করহ শ্রবণ ।
 সঙ্গমন আমাদিগে কত্রেছে প্রেরণ ” ॥
 একথায় শুকবর হইল মুগ্ধিত ।
 দুই মত ভাবনায় টেহল ভাবান্বিত ॥
 এক সঙ্গমন স্থানে হয়েছে পার্শ্ব ।
 কেমনে আদেশ তাঁর করিবে হেলন ॥
 শতবার তাঁর স্থানে পেয়ে উপকার ।
 কৃত্য হবে না গেলে সত্য তাঁর ॥
 দ্বিতীয় কেমনে ত্যজে পুত্র বনিভায় ।
 নিরুপায় টেহল এই দুই ভাবনায় ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু উত্তর না দিল ।
 অবশেষ বিহঙ্গিনী কহিতে লাগিল ॥
 “ যাও নৌহে এই কহ নৃপতির স্থানো
 কদাচ আনার পতি থাকে না সেখানে? ॥

আমি এঁরে রাখিয়াছি করিয়া বারণ
 কেমন আমার বাক্য করিবে লাজন ।
 বিশেষ জানেন তিনি নারীর স্বভাব ।
 সহজেতে পতি প্রতি করে ক্রোধ ভাব
 শুক বহুমত জানে শিষ্টতাচরণ ।
 প্রেমসীরে প্রিয়ভাবে কহিছে তখন ॥
 “ মম বাক্যে প্রাণ প্রিয়ে কর অবধান
 যোগ্য নহে নৃপতির করা অপমান ॥
 অতএব সুলোচনো প্রসন্ন হইয়া ।
 মম পরিবর্তে পুত্রে দেহ পাঠাইয়া ॥
 ইহাতেও হবে কিছু শিষ্টতা রক্ষণ ।
 একারণ মম যুক্তি করহ শ্রবণ ,, ॥
 ইহাতেও বিহঙ্গিনী সন্মতা নহিল ।
 কিন্তু ভর্তৃ বাক্যে শেষে স্বীকার করিল
 বিশেষতঃ রাজস্থানে হতে পরিচিত ।
 শুক স্বীয় সূতে শিখাইল বহু নীতি ॥
 “ মনোযোগী হয়ে পুত্র হিত বাক্যধর
 এই তিন নীতি তুমি আগে রক্ষাকর ॥
 কদাচ নাকরো দুর্ভাগার সহবাস ।
 প্রিয় জনগণ স্থানে থেকো বারমাস ॥
 কদাচিত কোনজনে কোরনা বিশ্বাস ।
 সর্বদা রাখিহ মনে উপদেশ ভাস ,, ॥
 এতবলি স্বীয়সূতে পাঠাইয়া দিল ।
 সেহ অতি শীঘ্র রাজ সভায় পৌছিল ॥
 শুক সূতে নৃপ রাখিলেন সমাদরে ।
 কিন্তু শুকে ভুলিতে না পারিল অন্তরে
 যদিও দেখিতে চারু দৃশ্য শুক সূত ।
 কিন্তু শুক তুল্য নাহি ছিল গুণযুত ॥
 একারণ সঙ্গমন শুকের কারণ ।
 লোহিত বরণ পক্ষে করেন জ্ঞাপন ॥
 তাহারা কহিল) “ ভূপ করি নিবেদন ।
 আমাদেব সাধ্য ইহা নাহবে কখন ॥
 যদি শুক শিষ্ট ইথে সহকারী হয় ।
 তাহলে আনিতে পারি শুকেতরাণয় ”
 রাজাদেশে তাহারা মিলিয়া দুইজন ।
 করাইল শুকপুত্রে ভয় প্রদর্শন ॥
 (কহিল) “ বদ্যপি তোরপিতাকেএখা
 না আনহ চির বন্ধ থাকিবে এস্থানে ” ॥
 একথায় শুকসূত সভয় হইল ।
 তাহাদের অভিমতে স্বীকার করিল ॥

ভুরকীয় ইতিহাস ।

বংশের দুই সোহিত বরণ পাকি মনে ।
 পুত্রের চরণ শুক আছে যে কাননে ॥
 বনে প্রবেশি করি ছল প্রকটন ।
 কের কাছে সুত কহিল তখন ॥
 ষোণোপিতঃ কি সৌভাগ্যকহিব আমার
 ভ্রাম্যন্তের মুখ দেখিলাম পুনর্বার ॥
 গবন্ধন হতে করিয়াছি পলায়ন ।
 যের যেন পুনর্বার পেলেম জীবন ॥
 রক্ত সেই ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ॥
 ষায় নাশিল যিনি মম অবলাদ ॥
 আমি কোন সত্‌পায় করিয়া চিন্তন ।
 ক্ষির হইতে করিয়াছি পলায়ন ॥
 ত্রারো মম সৌভাগ্যের হইল ভুষণ ।
 চামাদিগে করিলাম সতর্ক এখন ॥
 লেমন তোমা প্রতি হয়ে কোপমতি ।
 যতি শীঘ্র বাধগণে কৈল অনুমতি ॥
 শিরাসে তোমা দিগে করিয়া সংহার ।
 চিহ্নে লইয়া যাবে সাক্ষাতে রাজার ॥
 বতএব এই স্থান আশু পরিহরি ।
 জল মন সঙ্গে অন্যস্থানে বাস করি ॥
 প্রলায়ে আসিতে পথে অতি মনোহর ।
 দেখিলাম স্থান এক বনের ভিতর ॥
 সতি সে নিভৃত স্থল আশঙ্কা রহিত ।
 বসই স্থানে যাই সবে চলহ ত্বরিত ॥
 আগন্তু যুগযুগ নাহিক বিলম্ব ।
 যস সেই স্থান মোরা করি অবলম্ব ॥
 মাতা পিতা পুত্র মুখে শুনি এ সংবাদ ।
 কইল দৌহার মনে হরিষে বিষাদ ॥
 নিরাপদে পুত্র মুখ করি দরশন ।
 হয়েছিল দৌহারকার প্রকুলিত মন ॥
 কিন্তু পুনঃ শুনি এ অশুভ সমাচার ।
 প্রাণতয়ে দুইজন ভাবিয়া অসার ॥
 তনু জাহ্ননে কিছু উত্তর না দিল ।
 ইন্দ্রিয় হৃতের মহ উড়িতে লাগিল ॥
 কিন্তু সে দুরাশা পুত্র কথিত স্থানেতে ।
 না লইয়া কেমিলেক ব্যাখের আলোতে ॥
 (রাজকীর্ষে) “রাজার ! কহি সবিশেষ
 এই ইতিহাসে তুমি পেলে উপদেশ ॥
 পিতৃ বাহুবল পুত্রে না রাখি কখন ।
 সময় পাইলে রখে পিতার জীবন ॥

সম্পদ পদের লোভ হইলে অন্তরে ।
 অন্যায়সে জনকের প্রাণ বধ করে ॥
 ইহার প্রত্যক্ষ কল পাইবে ত্বরায় ।
 যদ্যপি নন্দনে না বধহ সমভায় ॥
 তখন আপনি তুমি কবে এই জায় ।
 কেন মহিবীর বাক্যে করিনে বিশ্বাস ॥
 হায় আমি মহিবীরে অবিগ্রাস করে ।
 অবিগ্ৰস্ত হইলাম আপন অন্তরে ॥
 অতএব মহারাজ বধহ নন্দনে ।
 সহসা বিলম্ব কিছু না কর একণে ॥
 একপে করিলে রাণী কথা সন্ধান ।
 দুইজনে সুখে নিশি কৈল অবসান ॥
 প্রাতে উঠি নরপতি বসি সিংহাসনে ।
 আদেশিল কিঙ্করে যাত্ৰকে আনয়নে ॥
 রাজার বচনে ভূপ হস্তে জোখমতি ।
 তনয়েরে আনিবারে কৈল অনুমতি ॥
 স্নেহকালে চতুর্থ সচিব যেই জন ।
 নৃপতি সম্মুখে কহে বন্দিয়া চরণ ॥

ইথোপিয়া দেশাধিষ্ঠার এবং তিন পুত্রের উপাখ্যান ।

কহে মন্ত্রীবর, “ওহে নৃপবর,
 বাক্যে কর অবধান ।
 করি বিবেচন, কার্য আচরণ,
 যে করে সে জ্ঞানবান ॥
 পরীক্ষা করিয়া, বিশেষ চিন্তিয়া,
 কর্ম্মারম্ভ যেই করে ।
 কর্তব্য কি নয়, তাহে সমুদয়,
 শুভ কল তাহে ধরে ॥
 ইথোপিয়া পতি, যুক্তি যোগে অতি
 হয়ে এ নীতানুগত ।
 তোমার স্বরূপ, বিষয়ে সে ভূপ,
 তেবে বুজি বল হত ॥
 নৃপতির আনি, ছিল তিন রাণী,
 সবে রূপবতী অতি ।
 তিনের গর্ভেতে, জনমে ক্রমেতে,
 তাঁহার তিন সন্ততি ॥
 সবে যোগ্য বয়, শরল ছন্দ,
 গরলতা হীনবনে ।

তুরকীয় ইতিহাস ।

গুণে গুণবান, কপে কুলবান,
 থাকে সাধু আলাপনে ॥
 শুন অপকৃপ, বয়সে সে ভূপ,
 বিংশাধিক শত বর্ষ ।
 দেখে শেষ কাল চিস্তে মহীপাল,
 অন্তরে হয়ে বিমর্ষ ॥
 পরিহরি কাম, ভাবি অষ্ট যাম,
 কিসে পরিণাম রাখি ।
 গতহল কাল, কাটি ভব জাল,
 বিভূর স্মরণে থাকি ॥
 এ রাজ্য এখন, করিতে বর্জন,
 উচিত আমার হয় ।
 বাঁচি যে কদিন, ভাবি অনুদিন,
 সেই অখিল-আলয় ॥
 এ রাজ্যে আমার, দিয়া অধিকার,
 কাহারে অর্পণ করি ।
 যাতে রহে মশ, নহে অপমশ,
 কোন সত্বপায় ধরি ॥
 রাণী তিন জন, স্বপুত্র কারণ,
 জানাইল মোর কাছে ।
 কারে রাজ্য দিব, কারে বিভূষিব,
 বিপরীত হয় পাছে ॥
 প্রিয় মহিষীর, আকিঞ্চন স্থির,
 দিতে মধ্যম কুমারে ।
 প্রথম সন্তানে, রাজত্ব প্রদানে,
 উচিত ন্যায়ানুসারে ॥
 কনীয় নন্দন, বোধে বিচক্ষণ,
 বিবিধ গুণাকুপার ।
 আত্মার মনন, এই সে এখন,
 তারে দিতে রাজ্যভার ॥
 কি বিহিত করি, কোন পথ ধরি,
 উপায় না পাই তার ।
 করি বিপরীত, হবে বিপরীত,
 হিতে হবে অপকার ॥
 স্মৃষ্টি এখন, এ দেহ পতন,
 করি সিংহাসনোপরে ।
 মম লোকান্তরে, ব্যবস্থা যা করে,
 তাই হবে অতঃপরে ॥
 তাহে হবে কিবা, ভাবি নিশি দিবা,
 সুকল নাহি কলিবে ।

বিবাদ মহন, আলি পুত্র গণ,
 প্রজারে আহতি দিবে ॥
 প্রজার কল্যাণ, করিবারে ধ্যান,
 উচিত সদা আমার ।
 ডাকি প্রজাগণে, এ কার্য সাধনে,
 তাহাদিগে দিব ভার ॥
 এতেক চিন্তন, করিয়া রাজন,
 ডাকান প্রজায় তবে ।
 রাজার আজায়, আইল সভায়,
 সচিবাদি প্রজাসবে ॥
 (কহেন রাজন,) “ শুন প্রজাগণ,
 সচিবাদি সভাগণে ।
 এক পদ মোর, সমাধি তিতর,
 আর পদ সিংহাসনে ॥
 হলেম প্রবীণ, মরি কোন দিন,
 অনুদিন ভাবি তাই ।
 এইসে মনন, রাজ আভরণ,
 লয়ে সুখধামে যাই” ॥
 রাজার বচনে, কহে প্রজাগণে,
 “ একি কহ নরপতি! ।
 দীর্ঘ আয়ুধর, সুখে রাজ্য কর,
 পরমেশে রাখি মতি ॥
 জগত-মজল, করুন মজল,
 রাজ্য পাল চিরকাল ।
 তোমার রাজ্যেতে, থাকিব সুখেতে,
 এই সাধ মহীপাল!” ॥
 (শুনি রাজা কয়,) “ওহে প্রজাচর,
 আমার বচন ধর ।
 করি বিবেচন, সকলে এখন,
 যোগ্য মহীপতি কর ॥
 মম পুত্র তিন, গুণেতে প্রবীণ,
 মহত মানব বৎ ।
 মম রাজ্যোপর, কর দণ্ডধর,
 যারে হয় অভিষত” ॥
 ভূপতি বচন, করিয়া শ্রবণ,
 ক্রুর সবে প্রজাগণে ।
 মুখে নাহি রব, সকলে নীরব,
 ধারা বহে ছনয়নে ॥
 সভাস্থ সবায়, এক দৃষ্টে চায়
 হৃদয়ত তিন জনে ।

তুরকীয় ইতিহাস ।

কেহ নহে উন, যবে শম গুণ,
হেরে সন্নিধান মনে ॥
নাহি হেন জন, করি নিরুপণ,
বিশেষ বিচার করি ।
সবে সম বয়, গুণে গুণালয়,
কারে নরপতি করি ॥
সকলে বিশ্বয়, হেরি সে সময়,
হয়ে বদ্ধ করায় ।
রাজার সচিব, বুঝে যেন জীব,
রাজার সম্মুখে কয় ॥
“হজন পার্লান, পুনঃ সংহরণ,
যেজন কটাক্ষ করে ।
তমিষ বারণে, জ্যোতিঃ প্রকাশনে,
জগত তিমির হরে ॥
জাখিল-নিধান, সেই ভগবান,
করুন কল্যাণ ভব ।
দাসের বচন, করহ শ্রবণ,
রূপাকরি ধরাধব ॥

সুবর্ণ নির্মিত দণ্ড করিয়া ধারণ ।
জননীরা কাছে আসি দিল দরশন ॥
সুতে হেরি কহে রাণী “জন বাছাধন
মম উপদেশে কর রাজ্যের শাসন? ॥
হইবে বদান্য অতি দীনে দয়াবান ।
অকাতরে অর্থ সব কর সুখে দান ॥
পরিবর্ত নাহি কর রাজ্যের নিয়ম ।
অবিরত মহতের রাখিহ সন্ত্রম ॥
অপরাধী জনে দণ্ড করোনা কখন ।
পুত্রবৎ প্রজাগণে করহ পালন ॥
ইহাতে জগত বশ হইবে তোমার ।
অনায়াসে পিতৃ-রাজ্যে পাবে অধিকার
যেবাপ করিল রাণী পুত্রে উপদেশ ।
ইহাতে অতীষ্ট কল ফলয়ে বিশেষ ॥
মাতৃ বাক্য অনুসারে রাজার নন্দন ।
তৃতীয় দিবস রাজ্য করিল শাসন ॥
কিন্তু তাহে শুভ কল কিছু না ধরিল ।
অবিধস্ত তাহে কিছু হুপজ হইল ॥

তোমার তনয় তিন বিদায় প্রবীণ ।
স্বপ্নে গুণে তুল্য সবে কেহ নহে হীন ॥
প্রতি পুত্রে তিন দিন দেহ রাজ্যভার ।
আমরা করিব পরে বথার্থ বিচার ॥
বিশেষতঃ তবাদেশ আমাদের প্রতি ।
সাধারণ অভিমতে করিব ভূপতি ॥
রাজনীতি শাসন দক্ষতা আদি যত ।
তাহাদের দ্বারা ক্রমে হব অবগত ॥
প্রভুত সম্পদ আর যদিরা সেবন ।
ইহাতেই জানা যায় আম্রবের মন ॥
উভয়ে না ঘটে যার চিত্তের বিকার ।
সেইসে জ্ঞানির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানি সারোদ্ধার ॥
অমাত্যের পরামর্শে বদ্ধ নরপতি ।
তাহাতেই অভিমত কৈল নীজগতি ॥
রাণী তিন দিনে স্বপ্ন সুতের কারণ ।
রাজ্যভার দিতে স্বপ্নে কৈল নিবেদন ॥
কিন্তু নরপতি তাহে নহিল সন্মত ।
রাণীদের ভ্রষ্ট হৈল অভিলাষ যত ॥
হুপদেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পেয়ে রাজ্যভার ।
রাজ-পরিষদে কৈল অজ শোভাতার ॥

তৃতীয় দিবস গতে মধ্যম নন্দন ।
সুখে আরোহণ কৈল পিতৃ সিংহাসন ॥
তাহার জননী, পুত্রে হয়ে গ্রেহ বতী ।
উপদেশ দিল তারে বিপরীত অতি ॥
কহিল কুমার প্রতি “জনহ বচন ।
অগ্রে মন্ত্রিদগে ভূমি করিহ বর্জন ॥
সদস্য পশুভূত বর্গে দেহ ভাড়াইয়া ।
পদলোভী ধনিবর্গে রাখ আনাইয়া ॥
যাক্স স্বীয় স্বীয় পদ রক্ষার কারণ ।
অনুমতি করিবেক দিতে সিংহাসন ॥
পরেতে অতীষ্ট সিদ্ধি হইলে তোমার ।
তাড়িত সচিব বর্গে রেখো পুনর্বীর” ॥

মাতৃ উপদেশ পুত্র করিলে শ্রবণ ।
বিপরীতে বিপরীত হইল ঘটন ॥
প্রজাসবে বিরক্ত হইল সেই কাজে ।
হুপজ নির্মিত হৈল ধীমান সমাজে ॥
তৃতীয় দিবস গতে কনিষ্ঠ নন্দন ।
সুখে আরোহণ কৈল পিতৃ সিংহাসন ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

স্বমাতার উপদেশ না করি গ্রহণ ।
 জন সমাজেতে সে कहিল এ বচন ॥
 “আরব দেশীয় এক উদাসীন বর ।
 লিখিয়াছে নীতি এক পরম সুন্দর ॥
 “যোযাৎসের পক্ষে দেব নিত্য-নিরঞ্জন ।
 করেছেন ভিন্ন এক অমর ভুবন” ॥
 বিহিত সত্ৰম আমি করি মাতা প্রতি ।
 আর তাঁর উপদেশ ভালবাসি অতি ॥
 কিন্তু যে ব্যবস্থা আমি করিব লখন ।
 ইথে অনভিজ্ঞা তাঁরা জানি সে কারণ ॥
 এতবলি নৃপতির তৃতীয় তনয় ।
 সিংহাসনে বসিলেন প্রফুল্ল হৃদয় ॥
 প্রথম দ্বিতীয় দিনে নৃপতি নন্দন ।
 দক্ষ বিচারক বর্ণে করে নিয়োজন ॥
 রত্ন বীসম্পন্ন যত সেনার নায়কে ।
 নিযুক্ত করিল আশু মনের পুলকে ॥
 রাজ্যের শৃঙ্খলা বদ্ধ করে এইরূপ ।
 দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় হৈল রত্ন ভূপ ॥
 বিচার দক্ষতা মম পুত্রের কেমন ।
 দণ্ডনীতি বাত্বারে কি রূপ বিচক্ষণ ॥
 ইহা জানিবারে রত্ন ধরণী-ভূষণ ।
 আপন পণ্ডিত বর্ণে করিল প্রেরণ ॥
 মনীষাসম্পন্ন রাজ্য সমাল্য সকলে ।
 সুবরাজ কাছে উপনীত কুতূহলে ॥
 অনেক পণ্ডিত কহে ভূপতির স্থান ।
 “সর্বকার্য্য দক্ষ তুমি গুণেতে প্রধান ॥
 কহ দেখি প্রায় এক জিজ্ঞাসি তোমায় ।
 স্বরূপ উত্তর তুমি কহিবে আমায়? ॥
 রাজ্যদেহে কি কর্তব্য বলহ এখন ।
 সর্বদা রাখিবে কাছে কোন জন?” ॥
 (মূর্খপ নন্দন কহে) “শুন মতিমান ।
 অষ্ট জনে নৃপতি রাখিবে নিজ স্থান ॥
 বীসম্পন্ন মন্ত্রী এক কার্য্য দক্ষ অতি ।
 সংগ্রাম প্রবীর এক মুখ্য সেনাপতি ॥
 রাখিবেক সুলেখক কার্য্য সম্পাদক ।
 আরবী ফুরক ভাষা লিখিতে পারক ॥
 উত্তম ভিক্ষক এক চিকিৎসা-মিশ্রণ ।
 সর্বদা রাখিবে কাছে আনি তাঁর গুণ ॥
 সমস্ত গণ-ব্যবহার দক্ষ ॥
 নিযুক্ত করিবে রাজ্য জালিয়া-হালক ॥

ধর্মনিষ্ঠ উদাসীনে রাখিবে নিকটে ।
 বাহারি ধর্মের মর্ম কহে অকপটে ॥
 রাখিবেক গায়ক বাদক যত জন ।
 যন্ত্র স্বর দ্বারা যারা মুগ্ধ করে মন ॥
 রাজ্য বিষয়ক জ্ঞানি হইলে প্রবল ।
 সুমধুর স্বরে করে পরাণ শীতল ॥
 সর্বগুণোপেত হইবেন যে রাজন ।
 সর্বদা রাখিবে কাছে এই অষ্ট জন” ॥
 (আরেক পণ্ডিত কহে) “শুন গুণাক
 আমার প্রেমের কর প্রকৃত উত্তর? ॥
 কাহার সহিত তুল্য হবে, সুবরাজ ।
 নৃপ, নৃপ-রাজ্য, নৃপ প্রজার সমাজ? ॥
 নৃপতি অনীক আর নৃপ সেনাগণ ।
 নৃপতির শত্রু সহ কিসের তুলন?” ॥
 (নৃপসুত কহে) “তবে কর অবগতি
 রাজত্ব প্রাপ্তির তুল্য রাখাল ভূপতি ॥
 প্রজাসব মেম ভুল শত্রু ব্যাঘ্র সম
 সৈনিক-পুরুষ সব কুকুর উপম” ॥
 হেন সত্বত্তর প্রাপ্তে যত ধীরগণ ।
 অধিক সন্তুষ্ট তারা হইল তখন ॥
 ভূধর এসব বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 আনন্দ নীরসি-নীয়ে হৈল নিমগন ॥
 সন্তোষ-সলিলে সিক্ত হইয়া তখন ।
 মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন ॥
 “আমার ঘবীয় পুত্র গুণবন্ত অতি ।
 সিংহাসন উপযুক্ত সদা শুদ্ধমতি ॥
 মম অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পূর্বেতে ।
 প্রজাদেহে অভিমত বুঝিবে অগ্রেতে” ॥
 এত চিন্তি মহীপতি হয়ে হর্ষমনা ।
 আপনার রাজ্যময় দিলেন ঘোষণা ॥
 “কল্য প্রাতে আমার যতেক প্রজাগণ ।
 পরিগ্রিয়া স্বার্থাষণ্য বসন ভূষণ ॥
 নগর প্রান্তরে এক অনারত স্থানে ।
 সবে আসি উপস্থিত হবে সেই খানে” ॥
 প্রজাপুঞ্জ করি এই ঘোষণা শ্রবণ ।
 পরদিন প্রাতে সবে কৈল আগমন ॥
 শয্যা হতে গাত্রোধান করি নৃপবর ।
 নদে লয়ে তিন পুত্র মন্ত্রী অহুচর ॥
 রাজ পরিচ্ছদে হয়ে অতি সুশোভিত ।
 জনতার মধ্যে আসি কৈল উপনীত ॥

প্রজাগণে সর্বোচ্চ কহেন রাজন।
 “হে আমার প্রজাবর্গ! করহ শ্রবণ ॥
 আমার আত্মীয় অতি তোমরা সকলে।
 কলে সন্তুষ্ট থাক আমার কুশলে ॥
 মম্য সবে আমার সর্বাঙ্গ পরিহর।
 ীয় স্বীয় অভিমত সবে ব্যক্ত কর? ॥
 যা যা হতে কোনমতে, ওহে প্রজাগণ ॥
 ইহরের দৃষ্টে কৃত্র নহ কোন জন ॥
 যা বিচারের দিন আসিবে স্বখন।
 দেশ স্থানে লবে মোরে স্বর্গদূতগণ ॥
 তোমাদের মধ্যে যারা অতি পুণ্যবান।
 ইহরের সমীপেতে গেয়ে উচ্চমান ॥
 আমারে হেরিয়া সবে অতি কোপ করি।
 তিরকার করিবেক মম বস্ত্র ধরি ॥
 ওরে হুরচার রাজা! পাপীর্ষ দুর্মতি।
 রাজ্যকালে মো সবারে দিয়াছ দুর্গতি ॥
 অন্যায় প্রজায় বত করেছ তাড়ন।
 তার প্রতিফল ভোগ কর এইক্ষণ ॥
 সে সমস্ত তোমাদের বচন অবশে।
 সমর্থ না হব আমি উত্তর প্রদানে ॥
 অতি অপ্রতিভ হয়ে থাকিব নীরব।
 হইবে হর্ষিত রোম মম অঙ্গে সব ” ॥
 এত বলি নরপতি হয়ে ক্ষুণ্ণমন।
 রুমালে আপন আস্য কৈল আচ্ছাদন ॥
 দর দর ধারা বহি যুগল নয়নে।
 বদন ভাঙ্গিয়া যায় নয়ন জীবনে ॥
 মহীপের হেন রূপ করি দরশন।
 ধরেশের পুত্র তিন করিল রোদন ॥
 প্রজাপুঞ্জ সকলেতে করে হাহাকার।
 ময়নেতে অশ্রুপাত হয় অমিবার ॥
 নৃপতি নয়ন নীর মুচ্ছিয়া তখন।
 পুনর্বার প্রজাবর্গে কহেন বচন ॥
 “হে আমার প্রিয়ামাত্য প্রজাগণ সব!।
 রাজ্য চিন্তা ভার মম করহ লাবণ? ॥
 এ সংসার হতে আমি গিয়া লোকান্তর।
 দুর্গতি না পাই যেন সমাধি ভিতর ॥
 মকার নেকীর স্বর্গদূত দুইজন।
 যেন নাহি করে তারা আমারে তাড়ন ॥
 এই বর্তমান মম পুত্র তিন জন।
 যাঁদের ইচ্ছা কর তাঁরে রাজ্যে বরণ ” ॥

এত শুনি প্রজাগণ কহে উত্তরবে।
 “তোমার কুশল বাঞ্ছা করি মোরা সবে
 বর্তমান ব্যবহ রহিবে বনুমতী।
 তাবৎ সুখেতে রাজ্য কর মহীপতি ॥
 আমাদের মনোদুঃখ কিছু নাহি আর।
 তব শিবোদয়ে শিবোদয় মোসবার ॥
 ইহর প্রসন্ন হোন আপন উপরে।
 ভেঁসারে কুশলী সদা রাখুন অন্তরে ॥
 যে প্রস্তাব আপনি করিলে মহীপতি।
 আপনার ইচ্ছামত করুন সম্প্রতি ॥
 কুমার তৃতয় মধ্যে করি বিবেচন।
 যারে ইচ্ছা অর্পণ করুন সিংহাসন ॥
 শুন শুন প্রজানাথ! করি নিবেদন।
 আমরা সম্মত ইথে আছি প্রজাগণ ॥
 যদ্যপি নিভাস্ত ভার দেহ মোসবারে।
 তবে রাজ্যকর তব কনিষ্ঠ কুমারে? ॥
 এতেক প্রস্তাব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
 নগরভাস্তরে নৃপ করি আগমন ॥
 বিধিমত রাজধানী সুসজ্জা কারণে।
 অনুজ্ঞা করিল বত অনুচর গণে ॥
 আরো বিচারেতে পুত্রে পরীক্ষা কারণ।
 তিন জন অপরাধী করিলা প্রেরণ ॥
 আপনি পুত্রের কাছে আসিয়া তখন।
 (কহে) “পুত্র! অপরাধী এই তিনজন
 ব্যবহার অনুসারে করিয়া বিচার।
 ইহাদের দণ্ড আজ্ঞা কর এইবার? ॥
 এর মধ্যে একজন তক্ষর কপট।
 দ্বিতীয় যে হত্যাকারী, তৃতীয় লম্পট ” ॥
 নৃপাজ্ঞ বাদীপক্ষে ডাকি রাজাজ্ঞায়।
 তাহাদের শুনিলা বচন সুদায় ॥
 (কহিলেন) “দোষ আছে বিবিধপ্রকার
 স্থানান্তরিত হেতু দণ্ড বিধান তাহার ॥
 লম্ব দোষে গুরুদণ্ড উপযুক্ত নয়।
 কৈলে ন্যায় ব্যবহারে দুই অতি হয় ॥
 যদি কেহ দশমুদ্রা করয়ে হরণ।
 কাটিবে তাহার হস্ত বিধান এমন ॥
 নৃপ নামাঙ্কিত ছাপ আছে সে মুদ্রায়।
 একারণ তক্ষরের হস্ত কাটা যায় ॥
 যদি চোর বাক্স খুলি করিয়া বচন।
 নৃপ নামাঙ্কিত মুদ্রা করিত হরণ ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

তাহলে ইহার দণ্ড হস্তের কর্তন ।
মহম্মদ ভাবিজের নিয়ম এমন ॥
(চোরের বিচার শেষ করিয়া তখন ।
খুনীর বিচার করে রাজার নন্দন) ।
অভিশোক্তা প্রতি কহে রাজার কোণ্ডর ।
“কার্য্যভঃ মনেতে দোষ” অনেক অন্তর ॥
এই ব্যক্তি পিতৃবধ মানস করিয়া ।
নিবিড় কানন মধ্যে ছিল লুকাইয়া ॥
পিতৃবধে মহা পাপ জানি ইহা মনে ।
অনুতাপ করেছিল ইহার কারণ ॥
এই হস্তগত ছিল জনক তাহার ।
থাকিতেও জনকেরে করেনি সংহার ॥
দোষের কপনা মাত্র করেছিল মনে ।
অস্ত্র না চালায়ে ছিল পিতার নিধনে ॥
অতএব এইজনে ক্ষমিতে উচিত ।
আমার মতেতে এই বিচার বিহিত ॥
(যখন নরেন্দ্র-সুত ন্যায় ব্যবহারে ।
প্রবৃত্ত হইল লম্পটের সুবিচারে ॥
অভিশোক্তা গণে কহে) “ শুন দিয়া মন
বাবস্তায় এই মাত্র করে প্রয়োজন ॥
ব্যভিচারী জন-দোষ প্রমাণ করিতে ।
চারি জন সাক্ষী প্রয়োজন করে ইথে ॥
ব্যভিচার কার্য্য তারা হেরেছে নয়নে ।
স্বরূপ বচনে সাক্ষ্য দিবে চারিজনে ॥
বিজ্ঞ তারা দৈবাৎ করেছে দরশন ।
সংকল্প করিয়া তথা করেনি গমন ॥
ব্যভিচার কারী জনে করিতে বধন ।
আড়িপাতি যদি তারা করে দরশন ॥
তবে ন্যায় ব্যবস্তায় আছে এই ধারা ।
মহম্মদ বাক্য মতে দোষী হবে তারা ॥
ভবিষ্যৎকৃত্য মহম্মদ অবতার ।
এই কথা অবনীতে করেন প্রচার ॥
অন্যের দাম্পত্য যে করিবে দরশন ।
ঈশ্বরের স্থানে দোষী হবে সেইজন ॥
লোক চক্ষে যে করিবে দাম্পত্য বিহার ।
অপরাধ লইবেন ঈশ্বর তাহার ॥
ইহাতে তোমরা দোষী হলে চারিজন ।
কর্ম্মের উচিত দণ্ড পাইবে এখন ॥
এত শুনি চারিজন হয়ে ভীতমন ।
হৃপাক্স স্থানে করে ক্ষমার প্রার্থন ॥

তাদের কাকুত্তি সব করিয়া শ্রবণ ।
সর্বাকারে কৈল ক্ষমা নরেশ নন্দন ॥
তদন্তর ব্রহ্ম ইথোপিয়া অধিপতি ।
পুত্রের দক্ষতা দৃষ্টে আনন্দিত অতি ॥
করেতে ধারণ করি কনীয় নন্দনে ।
যশে বসাইয়া তারে স্বীয় সিংহাসনে ।
যাবত অমাত্য বর্গে হইয়া বেষ্টিত ।
স্বতনয়ে করে রাজ্য সন্তোষ সহিত ॥
“ হে! আমার প্রিয়-পুত্র গুণের ভাজ
তোমারে প্রদান কৈলুম মম সিংহাসন
তুমি সে সুদক্ষ রাজ মুকুট ধারণে ।
ঈশ্বর করুন বাপ থাকহ কল্যাণে ॥
কুশলে করহ সদা রাজ্যের পালন ।
অবকাশ পেয়ে করি ঈশ্বরে সাধন ” ।
রাজার কনিষ্ঠ পুত্রে পাইয়া রাজন ।
প্রজাপুঞ্জ সকলেতে আনন্দে মগন ॥
ভক্তি ভাবে সকলেতে হয়ে এক মন
ঈশ্বরের কাছে করে মঙ্গল প্রার্থনা ॥
নব নরপতি পেয়ে সকলে নন্দিত ।
রাজ্যময় উৎসব হইল অপ্রমিত ॥

উপাখ্যান সমাধান করি মন্ত্রীবর ।
করপুটে কহে হাসাকিনের গোচর ॥
“ মহারাজ ! শুনিতে কথোপসংহার
কি কঠিন ব্যভিচার করিতে বিচার ।
তথাপি আপনি এক রমণীর ভাবে ।
উদ্যত হয়েছ প্রাণতুল্য পুত্র নাশে ॥
কোরাণে ঈশ্বর বাক্য লিখিত এমন ।
যেজন করয়ে স্বীয় রিপুর দমন ॥
ক্রোধ রূপ মহা রিপু বশ্য হয় তার ।
ঈশ্বর না লন কভু অপরাধ তার ॥
কয়েছেন মহম্মদ এই সে বচন ।
ক্রোধ অশ্বেরাসরজ্জ্ব যে করে যোজন ।
শত্রু বর্গে ক্ষমা করে সেই সদাশয় ।
তাহার মঙ্গলোদয় চরমেতে হয় ॥
মহা বিচারের দিনে সেই পুণ্য জন ।
ঈশ্বরের এই কথা করিবে শ্রবণ ॥
“ হে! আমার প্রিয়োত্তম সেবক নিকর ।
ইঙ্গিয় নিগ্রহ করিয়াছ নিরন্তর ॥

সুখের ধাতু পাইবৈ নিম্নস ।
 কামিনী সখ্য করিবে বিলাস ॥
 রো দুঃখণ ইহা কবে উঠেছরে ।
 ভালহ কমাল মানব নিকরে ॥
 গণে কমা করিয়াছ যেইজন ।
 খতে সকলে আইস সুখের ভবন ॥

মরির একপ বাক্যে পারস্যাদিপতি ।
 প্রর বিনাশে কান্ত হইল সম্প্রতি ॥
 অবধি দোষ তার না হয় প্রমাণ ।
 বৎ তাহার নাহি বধিব পরাণ ॥
 তক চিন্তিয়া মনে পারস্য রাজন ।
 তা ভঙ্গে যুগ্মগতে করিল গমন ॥
 দোষে আনিয়া যুহে হয়ে আনন্দিত ।
 রাজন করিল সুখে মহিষী সহিত ॥
 জহান যুত্বাবর্তা নাকরি অবণ ।
 লপেয়ে ভূপে রাণী করয়ে ভৎসন ॥
 ইযীর তিরসারে বহু মতী পতি ।
 কণা বচনে কন কামিনীর প্রতি ॥
 হু প্রিয়ে! আমার দোষ না লও এখন ।
 আমি তব অনুগত আনিবে কারণ ॥
 দ্য মন্ত্রী শুনাইল এক ইতিহাস ।
 হাতে অস্ত্রে বড় পাইলাম ত্রাস ॥
 বিচারে পুস্ত্রে মম করিলে সংহার ।
 ধরের জ্যোৎস্ব রক্তি হইবে অপার ॥
 হেতু উপায় কিছু করিতে না পারি ।
 রিব সুতের দণ্ড বিশেষ বিচারি ॥
 মহিষী কহিল) “শুন নরেন্দ্র প্রধান ।
 ১৮ মন্ত্রীবর্গে ভাব অতিজ্ঞানবান ॥
 হত মনুষ্য তারা বাবলে তী হয় ।
 বিবাল তাদের বাক্য কর সমুদয় ॥
 কিন্তু হইবে তুমি তাহাদের ক্ষায়ে ।
 আপনি উদ্যত হবে আপনার নাথে ॥
 গানের কথার আন্তি ক্রমেছে তোমার ।
 আপনার বিবেচনা কৈলে পরিহার ॥
 মম জনেক ভূপ সদস্য বচনে ।
 গন্তযুক্ত হয়েছিল আপনার মনে ॥
 সেই কথা মহারাজ করহ অবণ ।
 ককিং হইবে তব ক্রমাপনয়ন ॥

তোগ্রনবি ভূপতি এবং তাঁহার পুত্র তৃত্বের উপাখ্যান ।

যুত্বকালে তোগ্রনবি ভূপতি সুজন ।
 আপনার তিনপুস্ত্রে করি আবাহন ॥
 কহিলেন জননাথ “শুন পুস্ত্রগণ ।
 আমার অস্তিম কাল উদয় এখন ॥
 লইতে আমার প্রাণ আনিয়া এখানে ।
 যাবৎ না রাখে শির মম উপাধানে ॥
 তাবৎ তোমরা সব হয়ে স্থিরমন ।
 মম উপদেশ কিছু করহ অবণ ॥
 সুখেতে করিবে যদি জীবন সাপন ।
 আমার এ বাক্য তবে করিহ পালন ॥
 পিতার একপ ভাসে পুস্ত্র তিনজন ।
 বিবাদ-সাধর-নীরে হইরা মগন ॥
 বলে, ভাতঃ! উপদেশ করুন জ্ঞাপন ।
 অবশ্য করিব মোরা সকলে পালন ॥
 এত শুনি রূপ কহে প্রথম নন্দনে ।
 “আমার বচন পুস্ত্র পালিবে যতনে ॥
 আমার রাজত্ব ভুক্ত যতেক নগর ।
 প্রত্যেকে গাথিবে এক প্রাসাদ সুন্দর ॥
 মধ্যম তনয়ে রাজ্য কহেন তখন ।
 নিত্য বিভা কোর এক রমণী রতন ॥
 কনিষ্ঠ নন্দনে তবে কহেন রাজন ।
 যে যে দ্রব্য পুস্ত্র ভূমি করিবে ভোজন ॥
 অস্তিম কালীন, এইবচন আমার ।
 যুক্তিত নবনী মধু করিহ আহার ॥
 এতবলি তোগ্রনবি ধরনীকধর ।
 দেহ পরিহার উত্তরিল লোকান্তর ॥
 রূপতির জ্যেষ্ঠ পুস্ত্র পিতার নিদেশে ।
 এক এক প্রাসাদ নির্মিল প্রতি দেশে ॥
 প্রতিদিন পার্শ্ববের মধ্যম তনয় ।
 এক এক সুরমণী করি পরিণয় ॥
 পর দিন প্রাতে তারে করয়ে বর্জন ।
 এইরূপে করে পিতৃ নিদেশ পালন ॥
 কনীর নন্দন নিজ পিতার আজ্ঞায় ।
 মধু ননী ত্রি আর কিছুমাহি খায় ॥
 সুপের নন্দন তিনে একপ করিতে ।
 দেখিয়া পুথীর এক মহিশিত চিত্তে ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

তাহাদের সমীপেতে হয়ে উপনীত ।
কহিতে লাগিল করি সম্মান বিহিত ॥
“শুন যুবরাজগণ ! করি নিবেদন ।
পিতৃ উপদেশ বাহা করিহ পালন ॥
সবিশেষ মৰ্ম্ম বোধ করিতে না পারি
পালন করিহ হয়ে বিপরীতাচারী ॥
এর মৰ্ম্ম ভেদ আমি করিব এখন ।
শুনিলে হইল সব সংশয় মোচন ॥
তোমাদের অকুণ্ঠিত কাণ্ডের সমান ।
বলি, সবে শুন এক অপূৰ্ব আখ্যান ॥
প্রেহেলিকা তুল্য তব পিতৃ উপদেশ ।
পশ্চাৎ করিব ব্যাখ্যা মৰ্ম্ম সবিশেষ ॥

তুরক দেশেতে এক ছিলেন রাজন ।
ধৰ্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানবন্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
খীষ্ট ধৰ্ম্মরত বহু প্রজাছিল তার ।
নিয়মিত রাজকর দিতনা রাজার ॥
তাদের বামিক কর আদায় কারণ ।
জানেক গোমস্তা রাজ্য করিল প্রেরণ ॥
মহীপ কিস্কর তথা হলে উপনীত ।
খীষ্ট-শিষ্য সকলেতে হইয়া মিলিত ॥
এ বিষয়ে কি কর্তব্য এই সে কারণ ।
সভাকরি সকলেতে করয়ে চিন্তন ॥
তাহাদের মধ্যে এক ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ ছিল ।
সবারে সন্তামি সেই কহিতে লাগিল ॥
“যখন মহীপালয় পাঠাবে আমার ।
প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিব তাহার সভায় ॥
যদি রাজ্য নিজে কি সদস্য কোনজন ।
পারয়ে আমার প্রশ্ন করিতে পূরণ ॥
তবে তাঁরে রাজ্য করিব সম্পূর্ণ দান ।
অন্যথা আপন স্থানে করিব প্রস্থান ” ॥

এ যুক্তি সূক্ষ্ম বোধ সকলে করিয়া ।
স্থপালয়ে ধৰ্ম্মাধ্যক্ষে মিল পাঠাইয়া ॥
বহু উপহার সহ আর রাজকর ।
লয়ে ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ খেল রাজার গোচর ॥
অবনী-নাথের পদে করি দির নত ।
সদ্রম লিখিত কথা কহি নানা মত ॥

কহে “ নিবেদন শুন ধরনী ঈশ্বর ।
প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিব তাহার গোচর ।
যদি তুমি কিছা তব সভাসদ কেহ ।
প্রকৃত উত্তর যদি মম প্রেমে দেহ ॥
তবে নিয়মিত কর করিব প্রদান ।
অন্যথা অশস্ত মোরা আহি তব স্থান
শুনি নরপতি কহে হউক এমন ।
আমার সভায় আছে বহু বিজ্ঞ জন ॥
সুকঠিন তব প্রশ্ন হইবে নিশ্চিত ।
একারণ কহিতেছ সাহস লিখিত ॥
হীম সভাসদ বর্গে করিয়া আরতি ।
ভূপতি কহিল সেই উদ্যমী প্রতি ॥
কিবা তব প্রশ্ন তবে বল মহাশয় ।
উত্তর করিবে মম সদস্য নিচয় ” ॥
রাজাদেশ ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া শ্রবণ ।
যাম্য করাজুল সব করি প্রসারণ ॥
সভাগণ সমক্ষেতে তাহু দেখাইয়া ।
পুনঃ ভূমি লগ্ন কৈল ঈষদ হাসিয়া ॥
(কহিল) রাজন! এই প্রশ্ন যে আমার
সকলে মিলিয়া কর উত্তর ইহার? ” ॥
(রাজা কহে) “এ প্রশ্নের মৰ্ম্মাবধারণ ।
করিতে আমার শক্তি নাহি কদাচন’
মন্ত্রিবর্গ আদি মত পণ্ডিত সকলে ।
ভাবিতে লাগিল তারা বসিয়া বিরলে ॥
ইহার সম্মান কেহ করিতে নারিল ।
উত্তর প্রদানে সবে অশস্ত হইল ॥
কোরাণের কথ্যায় করি দরশন ।
করিতে লাগিল তারা প্রশ্ন সমর্থন ॥
নীরব হইল সবে বাক্য নাহি সরে ।
লজ্জায় মলিন মুখ বিষাদ অন্তরে ॥
একজন নাস্তিকের ইজিত চাতরে ।
ভক্তপ্রায় সকলেতে নীরিকণ করে ॥
সভামধ্যে বিরক্ত হইয়া একজন ।
মহীপ সমীপে আলি কহিল বচন ॥
“কি লাগিয়া, মহারাজ ! করি নিবেদন ।
সভাস্থ সকলে মিছা করিছ চিন্তন? ॥
উদ্যমী মোরে প্রশ্ন করুক জিজ্ঞাসা ।
এখনি উত্তর দানে পুরাইব আশা ” ॥
এ কথা শ্রবণে সেই উদ্যমীবর ।
অঙ্গ লী বিস্তারি দেখাইল নিজ কর ॥

কপ নরনেতে করি দীরকণ ।
 ন-পণ্ডিত মুক্তি দেখায় তখন ॥
 নঃ খণ্ড উপাসক আপনার কর ।
 লগ করিল তাঁহু যরণী উপর ॥
 ন পণ্ডিত ইহা করি বিলোকন ।
 রি আপনার কর উর্দ্ধে প্রসারণ ॥
 গুণের কর ভজি করি দরশন ।
 দাসীন হৈল অতি সন্তোষিতমন ॥
 পন প্রপ্নের পেয়ে প্রকৃত উত্তর ।
 পতিরে অর্পণ করিল রাজকর ॥
 হ অতুনয় আর করি নমস্কার ।
 দায় হইয়া গেল আপন আগার ॥
 উভয়ের কর ভজি করি দরশন ।
 পের বৃত্তংসাইল জানিতে কারণ ॥
 জ্ঞান করিল রাজা পণ্ডিতের প্রতি ।
 এর কিবা মর্ম্ম মোরে কর অবগতি ॥
 পণ্ডিত কহিল ভূপ । “অবধান কর ।
 য়ইকালে উদাসীন দেখাইল কর ॥
 রভজি ক্রমে এই জানাইল মোরে ।
 পঞ্চ মারিব তব বদন উপরে ॥
 সেইকালে আমি মুক্তি দেখাইলু তায় ।
 জানাইলু মুষ্ঠাঘাত করিব তোমায় ॥
 পরে ভূমে কর লগ করিল বখন ।
 জানাইল ভজিক্রমে এই সে কারণ ॥
 যদি তুমি মুষ্ঠাঘাত করহ আমার ।
 গল হস্ত দিয়া ভূমে ফেলিব তোমায় ॥
 ফেলিয়া চরণ তলে এমন চাপিব ।
 তখনি তোমার অঙ্গ বিধগু করিব ॥
 যেমন মাড়াই মোরা শব্দ ক নিকর ।
 সেইরূপ করিব তোমার কলেবর ॥
 এ ঈঙ্গিত বুঝি আমি কহিহু তাহারে ।
 যদি তুমি হেনরূপ করহ আমারে ॥
 হস্ত উত্তোলন করি কহিলাম তায় ।
 বহ উর্দ্ধ হতে আমি ফেলিব তোমায় ॥
 তোমার শরীর খণ্ড ভূমে না পড়িতে ।
 খাইবে তোমায়ে বত খেচর পঙ্কিতে ॥
 এইরূপ কর ভজি করি পরস্পরে ।
 পরস্পর ভাব জ্ঞাত হই পরস্পরে ॥

পণ্ডিতের মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ ।
 সভাস্থ সকলে হৈল অতি তুষ্টমন ॥
 বহুতে তারে বহু প্রশংসা করিল ।
 তার বুদ্ধে সকলেতে বিন্মিত হইল ॥
 আপনি নৃপতি বহু প্রশংসা করিল ।
 পঞ্চমত স্বর্ণযুজ্য পুরস্কার দিল ॥
 বিন্ময় হইয়া রাজা কহিল তার ।
 অসামান্য লোক বলি করি স্বীকার ॥
 কহেন পণ্ডিতে ভূপ ” শুনি দীরবর ।
 তোমার উপায়ে আমি পাই রাজকর ॥
 অতএব কৃতজ্ঞতা করিতে স্বীকার ।
 তোমায়ে দিলাম আমি এই পুরস্কার ॥
 এতাদিক নৃপ তুষ্ট হৈল তারোপর ।
 এ সংবাদ জানাইল রাণীর গোচর ॥

রাজপত্নী এ সংবাদ করিয়া শ্রবণ ।
 অতিশয় অট্টহাস করিল তখন ॥
 মহিষীর হেন হাস্য ভেরি ধরাপতি ।
 বলে ”প্রিয়ে! রম্য বলি হাস্য কর অতি-
 রাণী বলে ”এইমাত্র মনোরম্য এতে ।
 খণ্ডিত হয়েছ তুমি পণ্ডিত বাক্যেতে” ॥
 (শুনি রাজা বলে) ”ইহা সম্ভব কি হয়? ।
 পণ্ডিতেরে অপরাধী কর কি আশয়” ॥
 রাণী বলে ”আমার কথায় কিবা করে ।
 ডাকায় জিজ্ঞাসা কর উদাসীনবরে ॥
 সে জন করিবে তব ভ্রম সংশোধন ।
 মনের সন্দেহ দূর হইবে তখন” ॥
 রাণীর বচন রাজা করিয়া শ্রবণ ।
 উদাসীন তত্বে লোক করিল প্রেরণ ॥
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা শীঘ্র অচুচর ।
 উদাসীনে লয়ে আইল নৃপের গোচর ॥
 রাণী বলে ”উদাসীন! করি নিবেদন ।
 করেছে পণ্ডিত তব সমস্যা পূরণ ॥
 এইরূপে আমাদের এই সে প্রার্থন ।
 ব্যক্ত কাপে-কহ তব সমস্যা কারণ” ॥
 এ কথায় উদাসীন হয়ে বদ্ধকর ।
 কহিতে লাগিল রাজা রাণীর গোচর ॥
 “কর পঞ্চাঙ্গুল আমি দেখাই বখন ।
 জিজ্ঞাসিহু কোরাণের স্তোত্র বিবরণ ॥

পক্ষ ভোত্র আছে বাহা কোরাণ ভিতর
ইখর প্রেরিত কিনা কহ অতঃপর ? ॥
আমার ইন্দিত বুনি পণ্ডিত তোমার ।
মুষ্টি দেখাইয়া কৈল সিদ্ধান্ত তাহার ॥
যখন ভজিতে আসি করি করার্ণণ ।
জিজ্ঞাসিহু ধীরবরে কহ বিবরণ ॥
বর্গহতে কোঁন হুগু বারি বরিষণ ।
ইহার সিদ্ধান্ত করি তুষ্ট কর মন ॥
পণ্ডিত আপন করি করি উত্তোলন ।
সিদ্ধান্ত করিল তাঁর অতি সুচিকন ॥
শস্যের বর্জন হেতু হয় বরিষণ ।
কর ভজি দ্বারা মোরে জানার কারণ ॥
অতএব রাজপত্নী করি নিবেদন ।
কোরাণেতে এ উত্তর আছয়ে বর্ণন ॥
এত বলি বিদায় হইল উদাসীন
স্বপ্ন প্রায় হইলেন ভূপতি প্রবীণ ॥
উদাসীন মুখে শুনি এই বিবরণ ।
রাণীর বিকট হাস্য হইল ক্ষুরণ ॥
নরেশ সন্তুষ্ট হৈল রাণীর উপর ।
অকারণ হাস্য নহে হইল গোচর ॥
তদবধি ভূপতি করিল এই পণ ।
বিশ্বস্ত অনোর থাকে না হবে কখন ॥
উপাখ্যান সমাধান করি ধীরবর ।
ভোগলবি-পুত্রদিগে কহে তদন্তর ॥
“সেইরূপ যুবরাজ । ভোমরা সমাই ।
জনকের অভিপ্রায় কেহ বুঝ আই ॥
তাঁর উপদেশ মর্ম্মঅর্থ সমর্থনে ।
কেহই পারক নহে আনিলার মনে” ॥
এতেক ভজিয়া কহে রাজপুত্রগণ ।
“স্বাপনি তাহার ব্যাখ্যা করুন এখন” ॥
বিধান কহিছে : “তবে করহ শ্রবণ ।
শুনিলে হইবে সব জ্ঞাপনমূল ॥
ভোক্ত পুত্রে যবে রাজ্য কহে এই বাণী ।
প্রতি নগরেতে এক কোর রাজধানী ॥
ইহার সন্মার্গ এই জানিবে কারণ ।
করিবে খনির সহ নৌহু দ্রব্য বহন ॥
প্রতি নগরের দুই চারি ঘনি মনে ।
রাখিবে প্রপন্ন সর্বা পরম বতনে ॥
কি জানি কথারূপে আখ্যা মধ্য হয় ।
তাহাদের আশ্রয়ে হইবে আশ্রয় ॥

মহীপ কহিয়াছিল মধ্যম কুমারে ।
প্রতিদিন নারী এক বিভাকি হারে ॥
ইহার তাৎপর্য এই কর অবধান ।
নিত্য শুভ কার্য এক কোর অমুষ্ঠান ॥
প্রাচীন গুণজ্ঞ ব্যবসিক কবিগণ ।
সুকার্য কুমারী তুল্য করেছে বর্ণন ॥
কনিষ্ঠ কুমারে করেছিলেন রাজন ।
ননী মধু মাখা দ্রব্য করিবে তোজন ॥
ইহার তাৎপর্য এই জানিবে নিশ্চয় ।
মিষ্টভাবী বদান্য হইবে অতিশয় ।
সকলদেবে তুষ্ট কোর সিনয় করেন ।
অকাতরে কোর দান দিনহীন জনে ।
প্রশংসা করিবে ইথে লোক সমুদয় ।
পদের গৌরব হুছি হবে অতিশয়” ॥

রাজ্যীকহে মহারাজ, তোমার সমাজ
সচিবাদি প্রবঞ্চক অতি ।
তাদের রূপট ভায়ে, বুদ্ধিবলি সব নাশে
ক্রমে তরু মূমতি কুমতি ॥
মন্ত্রিবাক্য বাগুরার, পড়োনাহে নররায়
পুনঃ পুনঃ করিবে বারণ ।
রাখিতে আপন প্রাণ, হও তুমি সত্বাবান
কুমন্তানে করিতে নিধন” ॥
এইরূপে রাজরাণী, বলিয়া বিবিধ বাণী
ভূপতির রাগ বাড়াইল ।
রূপ কাটিগ্নেহ হুজ্রে, বধিতে আপন পুত্রে
রাণী স্থানে প্রতিজ্ঞা করিল ॥
প্রভাতে অবনীপতি, হয়ে অতি ক্রোধ
মতি, দার দিয়া বলি সিংহাসনে ।
রাজ-কার্য ছিল বৃত্ত, করিলেন বিধিযত,
সচিব অমাত্য বর্জননে ॥
পরে রাজ্য ক্রোধবতরে, বাতুলে অমুজ্ঞা কহে
হুর্জিহানে নিধন করিতে ।
পঞ্চম সন্নিব বেই, যেনকালে আনি সেই
রূপ-অঙ্গে কহে মূগ-চিত্তে ॥
মহারাজ করি মতি, রূপাকটি পুত্রপ্রতি
অদ্য প্রাণ বধো না তাহার ।
বিহিতকর্তব্য বাহা, কানি করিবেন তাহা
রাখ এই প্রার্থনা আমার ॥

একথা জনগণের, কহে ভূপ মহাবীরে,
যেদি রাধিকারিণী তোমার ।
সবিক কি কবঅতি, তব হবে অসীকার,
মহিমী করিলে তিরসকার ॥
শ্রুতি হুপবাণীচয়, পতিব বিনয়ে কয়,
সমহারাজ্য কর অবধান ।
স্বীজাতিহুঃশীলা অতি, কপটী কুটিলমতি,
কতু নহে বিশ্বাসের স্থান ॥
কত প্রাজ্ঞ প্রহরার, করিয়াছে সুবিস্তার,
মোহাদের দোষাদোষ যত ।
নারীতে বিশ্বাসঘার, অচিরে সংহারতার,
সেই জন জ্ঞান বুদ্ধি হত ॥
দীক্ষর করুন হেন, মহিবীর প্রেম বেন,
তোমা প্রতি থাকে নিরন্তর ।
যেমন আপনাস্তরে, ভাবিয়াছে একান্তরে,
তাহে যেন মহে মতান্তর ॥
কিন্তু নারীবশ বেই, যাতনারভাগী সেই,
কতু সুখী নহে সেই জন ।
এর এক ইতিহাস, কহিবারে করি আশ,
রূপাকরি করুন শ্রবণ ॥

রাজকুমার মালিক-নাজীরের উপাখ্যান ।

কালানুগ নগরে ভূপ ইজিগু নগরে ।
সৌধা বীৰ্য্যবিস্তৃত ছিল ভুবন ভিতরে ॥
এক দিন নরপতি প্রাশাদ ভিতরে ।
নিতনে করেন চিন্তা, আগুন প্রস্তুত ॥
সম্মান অতিরিক্ত চপলার প্রায় ।
কণে অভ্যাস হয় কণে লব্ধ পায় ॥
অস্থির চপলা লক্ষী ব্যাপিরা ভুবন ।
করেন বিবিধ খেলা লয়ে নর গণ ॥
অন্তরে মম পুত্র মালিক-নাজীরে ।
শিষ্য বিদ্যা শিক্ষা কিছু করার অচিরে ॥
যদ্যপি অকৃত তার কতু মন্দ হয় ।
সে সকল অকৃতুল হবে অলময় ॥
এতক চিন্তিয়া হুপ, করিত নন্দনে ।
পাঠান অনেক স্ত্রীস্বামী নন্দনে ॥

কেরো বাণী সে জন স্বব্যবসানিগুণ ।
সমস্ত নগর মধ্যে খ্যাত তার গুণ ।
সে জন যতনে লয়ে মালিক-নাজীরে ।
বস্ত্রের নীঘন শিক্ষা করার অচিরে ॥
অতি অস্পন্দিন মধ্যে ভূপাশ-মন্দন ।
দরজির কাছে হৈল অতি ক্লিষ্ট ॥
নীচ কণ্ঠে পুত্রে হুপ কৈলে নিষোজম ।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল নগরের জন ॥
ধরাপাল বুঝে করি মোহের অর্পণ ।
গোপনেতে উপহাস করে কত জন ॥
যেই জন হুপতির ভাবি লক্ষ্য হয় ।
অচিরে তাহার ফল ফলিল নিশ্চয় ॥
কাল প্রাপ্তে সন্ধ্যাটের হইলে নিখন ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র গাইলেন রাজ-সিংহাসন ॥
মালিকাসজ্জাক তাহার অভিধান ।
বড়ই মিথুর সেই থলের প্রধান ॥
প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় পিতৃদত্ত-সিংহাসন ।
অনুচর প্রতি আজ্ঞা করে সেইজন ॥
বলে “দূত বাহ শীঘ্র আমার আজ্ঞায় ।
মালিক-নাজীরে শীঘ্র আনহ তুরায় ॥
তাহারে বিনাশি এই করিব শাসন ।
না হয় আমার রাজ্যে বিদ্রোহাচরণ ॥
মালিক-নাজীর থাকি দরজি-ভবন ।
অগ্রজের অভিসন্ধি হইয়া জ্ঞাপন
দীনবেশে স্বীয় রূপ করিয়া গোপন ॥
তীর্থ ব্যক্তিকের সহ করিল গমন ॥
মহাস্ত ককির সঙ্গে মিলিয়া তুরায় ।
কিছু দিনে উপনীত হইল মক্কার ॥
যেই কালে মিলি যত তীর্থব্যক্তিকের ।
যেতেছিল তত্র দেব মন্দির দর্শনে ॥
সেইকালে হুপপুত্র বাইতে বাইতে ।
মুখবন্ধ খোলে এক পাইল দেখিতে ॥
কি আছে তাহার মধ্যে না জানি কারণ
তুলিয়া আপন কক্ষে করিল গোপন ।
খোলের মধ্যেতে কিবা করিতে দর্শন ॥
সমধিক চক্ষু হইল তার মন ।
কিন্তু পুত্রস্বাবে যেন রূপের তনয় ।
সবার লক্ষ্যতে দেখা উচিত না হয় ॥
পুনর্বীর ইহা বলে ইকল নির্ধারণ ।
জিন্দা নামে অস্ত্র ইহা করিল দর্শন ॥

ইতিমধ্যে সেই স্থানে করিল শ্রবণ।
অনেক পণ্ডিত অতি করিছে ক্রন্দন ॥
তুই খণ্ড প্রস্তর লইয়া তুই করে
প্রহার করিছে আপনার বক্ষোপরে ॥
এই কথা পুনঃ পুনঃ করে উচ্চারণ
হোৱা লেম সব মম উপাস্তিত ধন ॥
পরিভ্রম লক্ষ মম সম্পদ সমস্ত।
সকলি আছিল এক খোঁজের মধ্যস্থ ॥
ওহে জাতিগণ! শুন মম নিবেদন।
যদি কেই পেয়ে থাক আমার সে ধন ॥
পুনঃ তাহা মম প্রতি করিয়া অর্পণ।
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য করহ সাধন ॥
ঈশ্বর শপথ আমি সত্য করি এই।
যে দিবে আমারে অর্দ্ধ অংশপাবে সেই ॥

নিরাশে বিমাদে খেদে হয়ে ক্রুর মন।
এই রূপ বলে আর করয়ে ক্রন্দন ॥
তাহার কাতর উক্তি করিয়া শ্রবণ।
হইল করুণাপূর্ণ তীর্থ-যাত্রীগণ ॥
বিশেষতঃ নৃপসূত মালিক-নাঙ্গীর।
তাহার কারণে অতি হইল অস্থির ॥
হইয়া করুণাপূর্ণ নরেশনন্দন।
আপনার মনে মনে করিল চিন্তন ॥
যদি এই খোলে আমি না করি অর্পণ
পরিবার সহ হবে ইহার নিধন ॥
অন্যে দুঃখ দিয়া নিজ সুখের চিন্তন।
করা যোগ্য নহে কতু সাধুর লক্ষণ ॥
যদি আমি রাজসূত না হয়ে কখন।
হইতাম অতি দীন মর অভাজন ॥
তখাচ উচিত মম না হয় এখন।
অনায়েতে পরধন করিতে কখন ॥
এতেক চিন্তিয়া পরে মহীপনন্দন।
পণ্ডিতের সেই খোঁজে দেখিবার উদ্যম ॥
বলিলেন “এই কি তোমার হারাদান? ॥
বরূপ সবার কাছে করহ জ্ঞাপন ॥
পণ্ডিত দেখিয়া খোলে হয়ে হরষিত।
নৃপজের কর হস্তে লইল স্মরিত ॥
ব্যগ্রতা দেখিয়া তার মালিক-নাঙ্গীর।
বলিল পণ্ডিত প্রতি বচন পঙ্কীর ॥

“এতেক উত্তর। কেন ওহে মহাশয়।
জেনেছ কি তব ধন গিয়াছে নিষ্কর ॥
আর কি বচন তুমি করনি স্বীকার
যে দিবে তাহারে দিবে অর্দ্ধেক ইহার ॥
একথা শ্রবণে বুধ কবিল উত্তর।
“অপরাধ ক্ষম মম ওহে পণ্ডিতকর ॥
অধিক আহ্বানে আমি হইয়া বিস্মিত।
তব প্রতি ব্যবহার করি অনুচিত ॥
অনুগ্রহ করি এস-সংহতি আমার।
অবশ্য পালিব আমি মম অঙ্গীকার ॥
এতবলি মালিক-নাঙ্গীরে সেইকণ।
আপন বাসায় বুধ লইল তখন ॥
খুলিয়া খোলের বন্ধ করিয়া চন্দন।
মেজের উপরে তাহা করিল স্থাপন ॥
(মালিক-নাঙ্গীর ভেবেছিলেন অন্তরে।
থাকিবে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ খোলের তিতরে ॥
আশ্চর্য হইল অতি করিয়া দর্শন।
খোলের তিতরে আছে বিবিধ রতন ॥
চুনি পান্না মরকত হীরক প্রচুর।
অমূল্য দুঙ্গাপ্য মণি তমোকরে দূর ॥
তদন্তর গীরবর লয়ে রত্নগণ।
সমভাগ করি তাহা করিল স্থাপন ॥
নৃপতি নন্দনে করি প্রিয় সম্বোধন।
বলে “এই তুই ভাগ ভোনারি এখন ॥
কিন্তু তুমি তুই ভাগ করিলে গ্রহণ।
আমার অন্তরে দুঃখ হইবে এখন ॥
যদি তুমি এক ভাগে হও হরষিত।
আমার অন্তরে দুঃখ না হবে কিঞ্চিৎ ॥
মালিক নাঙ্গীর একে রাজার তনয়।
বুদ্ধিমান সুবিনীত সরল-হৃদয় ॥
যীর প্রতি উত্তর করিল সেইকণ।
“তবে দেয় এক ভাগ করিব গ্রহণ ॥
নৃপজের সততারূপে হয়ে হরষিত।
পণ্ডিত কহিল আশীর্বাদ সহিত ॥
ঈশ্বর করুন তব মঙ্গল বিধান।
কুশলে থাকহ তুমি পুরুষ প্রধান ॥
তব সম মানব না দেখি কতু আর।
এমন জনেতে শোভে পৃথিবীর ভার ॥
এখন সম্ভব্য কিবা বলহ তোমার।
থহে যাবে কিবা যাবে সন্তোষে আমার ॥

ভূরকীর ইতিহাস :

দেবের সন্নিহিত আমি করিব গমন।
প্রার্থনা করি তোমার কারণ ॥
তাহাতে হইবে মঙ্গল তোমার।
অশেষ শক্তি করিবে নিভার" ॥

সিদ্ধান্তে কেন যুগের উন্নয়।
কিহে দিন জ্বরে সেই রস সুন্দর ॥
(বিলি) পশ্চিম স্তম্ভ আমার বচন।
রস মঙ্গলার্থ যদি করি প্রার্থন।
তোমার সমস্ত এই রস গণ হতে।
অধিক করিয়া আমি দিব বিধিমনতে ॥
রতনদত্ত ধন কিহে দিলাম তোমার।
প্রার্থনার চরিতার্থ করহ আমার ॥
এবচন আকর্ষণ করি ধীরবর।
সুপজ্ঞের সন্তোষ হিন্দু অন্তর ॥
মকার সন্ধিরে তোমার লাইয়া সাধরে।
উই হস্ত করি ধীর কিছুমান করে ॥
তোমার মঙ্গল ভোক্ত করি উচ্চারণ।
মানিকে কহিল কহু যতি সুবচন ॥
পশ্চিমের অহঙ্কার রাজার কুমার।
সিদ্ধ হউক তব বাক্য কহে বার বার ॥
তার পর অব্যক্ত অনিতে ধীরবর।
করিল প্রার্থনা বহু সৈধ্য গোচর ॥
সমস্ত হইল তার অজীহ প্রার্থন।
সুখান্তরে কহে ধীর বঙ্গকে তখন ॥
তবজন্য প্রার্থনা করিহু বিত্ত স্থানে।
যাহ যুবা এবে তব বাসনা দেখানে ॥
করিবে মঙ্গল স্তম্ভ অগস্ত্যারণ।
তোমার বিষয় রাশী হইবে মোচন" ॥

পশ্চিমের কাছে অয়ে বিদ্যার তথন।
পথে যেতে রাক্ষস প্রভ করেন চিত্তন ॥
কি করি আমার দশা কি হবে এখন।
কোন দ্বারে এইকণে করিহু গমন ॥
যদি আমি কেহো রাজ্যে বাই পুণ্যার্থার।
করিবে আমার আত্মা কীরতন সংহার ॥
বরঞ্চ পশ্চিম দেশে করিব গমন।
তখাচ বদেহে নাহি দিব করণন ॥

কিন্তু কাছে নাহি দিব মম পরিচর।
পরিচর দিলে শেষে হইবে সংশয় ॥
পাইলে আমার দ্বারা কোন চুই জন।
অর্থ লোভে করিবে সে আমারে নিধন ॥
এতেক মঙ্গল করি তুপাল-মঙ্গল।
পশ্চিমের অহঙ্কারে করিল গমন ॥
পথ মধ্যে পুনঃ তার পোনে দর্শন।
কহিল তাহার প্রতি বিনয় বচন ॥
“কিবা নাম ধর তব কোথায় নিবাস।
পরিচর দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ" ॥
পশ্চিম তাহার প্রবেশ করিল উত্তর।
“আনুশ নাহ মম বোগদাদে ঘর" ॥
মালিক-নাজীর কহে শুণ মহাশয়।
দেখিতে সে দেশ মম ইচ্ছা অতিশয় ॥
রূপাকরি যদি মোরে লহ সঙ্কে করে।
অধিক সন্তুষ্ট আমি হইব অন্তরে ॥
তোমার বতেক উষ্ট্র করিব রক্ষণ।
পথমধ্যে কোন ক্লেণ নাপাবে কখন" ॥
পশ্চিম তাহার বাকে সম্মত হইল।
বসুন্ধরা পতি-হুতে সঙ্কেতে লইল ॥
বোগদাদে দুই জনে করিলে গমন।
পশ্চিমের প্রতি কহে রাজার নন্দন ॥
শুণ মহাশয় এক মম নিবেদন।
মম অন্য ব্যয়ে স্তব নাহি প্রয়োজন ॥
তোমার দেশেতে কোন দর্জির দোকানে
আমারে নিযুক্ত করি দেহ সেই স্থানে" ॥
পশ্চিম তাহার বাকে সম্মত হইল।
জনেক দর্জির কাছে তাহাকে রাখিল ॥
সে জন বিখ্যাত অতি স্বকর্ম নিপুণ।
সমস্ত নগরী মধ্যে খ্যাত তার গুণ ॥
পরীক্ষা করিতে সেই রাজার কুমারে।
দিল এক সুরঙ্গক প্রসিদ্ধ তাহারে ॥
মালিক-নাজীর হিন্দু সুলিপুং তার।
পরি পাঠি স্বপ্নে স্বাধ কাটিল তুরায় ॥
সুচীভীষীকরিত করিয়া দর্শন।
অন্য সুচীভীষীগণে দেখায় তখন ॥
তাহার সকল দেখি স্বপ্নে করিল।
দেশোদয় রূপকের স্বপ্নেরিত সুচি ॥
দরজি তাহার প্রতি কহে স্বপ্নবির।
প্রতি দিন অর্থ দুই করিত প্রদানে ॥

তাহাতে আনন্দে অতি মালিক-নাঙ্গীর ।
 সময় যাপন করে হইয়া সুস্থির ॥
 এইরূপে হয়ে কাল রাত্রার নন্দন ।
 এক দিন তথা প্রকাশিত খটন ॥
 আবুনাশ নামে সেই পণ্ডিত বেতন ।
 অতিশয় ক্রোধবৃত্ত ছিল তার মন ॥
 আপন রমণী সহ করিয়া বিবাদ ।
 রাগভরে কৈল তারে বহু কটুবাদ ॥
 বলে 'দুর পাণ্ডুরী কিকাজ দেখায় ।
 অন্যথা-আনি ভাঙ্গা করিছ তোমায় ॥
 এই কথা মুখ হতে হইলে নির্গত ।
 তাহার কারণে কৈল মনস্তাপ কত ॥
 গৃহিনী রাখিতে গৃহে সাধ ছিল তার ।
 কাজির বিচারে তাহে একে ঘটে আর ॥
 কাজি বলে 'নারী তুমি করেছ বর্জন ।
 পুন'তু হইবে তব রমণী এখন ॥
 অন্যজন তাহারে করিবে পরিণয় ।
 মেজন যদ্যপি ভাঙে পাবে পুনরায়' ॥
 কি করে পণ্ডিত আছে ব্যবস্থা এমন ।
 অন্যথা করিতে নারে কাজির বচন ॥
 মনে মনে শেষে এই করিল চিন্তন ।
 মালিক-নাঙ্গীর অতি সরল দুজন ॥
 মহাইতে বোগদাদে এনিহি উদায় ।
 অবশ্য সজ্জন কিছু করিবে আমার ॥
 আমার বচন সেই কতু না লজিবে ।
 অবশ্য আমার দারা আমারে কে দিবে ॥
 তাহা-কেই হুজুর করাবুলে হয়' ॥
 এ মজ্ঞা মন মধ্যে করিল নিশ্চয় ॥
 কাজির ভবন হতে আনিয়া তাহারে ।
 রমণী সহিত রাখে আপন আগারে ॥
 পণ্ডিতরমণী হেরি হৃৎক-বদন ।
 তাহার প্রণয় জালে পাইল বন্ধন ॥
 মালিক-নাঙ্গীর হেরি পণ্ডিত দ্বারার ।
 অমনি পড়িল তার প্রেম-বিশ্বাস ॥
 উভয়ের প্রতি পক্ষে উভয়ের মন ।
 উভয় উভয় প্রতি করিল রক্তন ॥
 পরস্পর হয়ে ধোঁহে পুসক অন্তর ।
 মনের বাবু ভাব করিল মোড়র ॥
 উভয়ের আত্মনাশ ন বত মনে ।
 প্রিয় করিল ব্যক্তি প্রেম-আলাপনে ॥

উভয়েতে রতিবজ্র করি সমাপন
 হৃৎক-ললনা দেখাইল বহুধন ॥
 রক্তন রক্তন আর হীরক নিরক্তা
 চুনি পান্না মরকত দেখিতে সুন্দর ॥
 এই সব দেখাইয়া কহে সেই ধনী ।
 'এসব স্ত্রীধন মম জেনো গুণসমি ॥
 যখন আমাকে ত্যাগ করেছে পণ্ডিত ।
 মম অধিকারে সব আনিবে নিশ্চিত ॥
 যদি তুমি কাল মোরে ত্যাগ নাহিকর ।
 এসব ধনের স্বামী হবে গুণাকর ॥
 আর আমি চিরদাসী হইব তোমার ।
 সেবিব ও পাদপদ্ম দাসনা আমার' ॥

মালিক-নাঙ্গীর কহে এ কথা শ্রবণে
 'তবে মম প্রতি বল দেখি বরাননো ॥
 যদি তবপতি মম প্রতি করি বল
 তোমাধনে কেড়ে লয় কি করিব বল' ॥
 (কামিনী-কহিল) 'তোহে চিন্তা নাহি আর
 রাখ বিদ্যা তাজমোরে সেইছা তোমার'
 মালিক-নাঙ্গীর কহে 'ওজন প্রাণেশ্বরী ।
 যদি যেন হয় তবে কিছুতে না ভরি ॥
 আমার এ দেহে রবে যাবৎ জীবন ।
 তদবধি তোমারে না করিব বর্জন ॥
 কাপবতী গুণবতী তুমি হে যুবতী ।
 ধন হতে নহ স্থান তুমি রসবতী ॥
 দরিদ্র পাইলে পরে অমূল্য রতন ।
 কদাচ ভাঙিতে নারে থাকিতে জীবন ॥
 যদি বিধি মিলাইয়া দিল তোমাধনে ।
 রাখিব তোমারে সদা হৃদি-সিংহাসনে ॥
 নয়ন প্রহরী রবে অনিমিষ হয়ে ।
 যত্নে অভিজ্ঞান পুরাইব তোমা' মনে ॥
 যখন জোয়ার পতি আসিবে লইতে ।
 কেমন লাগার করি জেগিবে অকিতে' ॥
 পরদিন আবুনাশ অতি প্রতুষেতে ।
 আইল স্বহার দ্বা' আছে যে গৃহেতে ॥
 অর্ধ পক্ষে বুঝ তারে করি করণন ।
 মহান ক্রোধে-করে প্রিয়-সম্ভাষণ ॥
 'তব প্রতি কত বাঞ্ছা হলেন এখন ।
 মিলাইয়া দিলে মোরে রমণী রতন ॥

মত জীবিত রথ এই অভিধাম ।
 তুলাকীর অভিধাম করিছাছা আম" ॥
 পণ্ডিত কহিল) "কথা করহ শ্রবণ ।
 মণীর প্রতি তুলি নিরায়ে বদন ॥
 এই কথা ওর প্রতি কহ তিনবার ।
 "যাযিষি তোমারে করিছ পরিহার" ॥
 (পণ্ডিত কহিল) "শুন শুন মহাশয় ।
 কপ কখনে তাপ পাই অতিশয় ॥
 আমার দেশেতে বড় কলঙ্ক তাহার ।
 মজম আপন দারা করে পরিহার ॥
 ভাই কলঙ্ক হয় দারাত্যাগীজন ।
 তার অপমান লবে করে সর্বক্ষণ ॥
 হন দোষে দোষীহতে বলোনা আমায়
 শু না তাজিব আমি মম বনিতায় ॥
 এখন বিবাহ আমি করেছি ইহারে ।
 এখন রাখিব সঙ্গী হৃদয় মাজারে" ॥
 কপ অবশে ধীর কহে পুনরায় ।
 "একি ওহে যুবক কোতুক আমায় ?
 মালিক-মাজীর কহে এআর কেমন ।
 যেসং পরিহালে কিবা প্রয়োজন ? ॥
 নোমত রামা আমি পেয়েছি এখন ।
 গিলন করিব এরে সাবৎ জীবন ॥
 বিশেষতঃ তোমাহতে আমি মহাশয় ।
 এ নারীর উপযুক্ত মাহিক সংশয় ॥
 অতএব এর জন্য করোনা চিন্তন ।
 বিকল হইবে তব মন আনুগম ॥
 পণ্ডিত একথা শুনি হইল বিস্ময় ।
 বলিল) "বিধি কি ফেরে কোললে আমায় ?
 এ কেমন হল্লা করিলাম মনোনিীত ।
 এখন যে করে মম আশায় বঞ্চিত ॥
 কেমনে জন্মের দাস হয়ে জীবিত ।
 হিতাহিত নাই মানে বিচার মন ॥
 অপপণ করাই এয়ে এই সে আশয় ।
 আমি বা বলিব তাহা করিবে নিষ্ঠুর ॥
 সে বরং ছিল ভাল নিত স্বপচর ।
 এ যে দেখি মূখের আহার কেফে নয়" ॥
 (এতেক স্তম্ভিতা ধরি যুবর চরণে ।
 বলে) "কৃপাকরি দেই মম নারী ধনে ॥
 কখন করুন এবে কল্যাণ তোমার ।
 কুশলে থাকহ সঙ্গী দাসনা আমায় ॥

নির্বোধ হাতনা আর কিয় না আমায় ।
 ধর্মের দোহাই তাই দেহ বনিতায়" ॥
 পণ্ডিত মিনতি ভায়ে করিলেক যত ।
 কিছুতেই মন তার নহে অন্যমত ।
 অবশেষ মনে এই করিল চিন্তন ।
 রমণীর আছে শক্তি আকর্ষিতে মন ॥
 আর এই মনোমধ্যে বাসনা তাহার ।
 কিসে নীজ যুবাতারে করে পরিহার ॥
 অতএব প্রিয় ভাষে কহিল ঘোষায় ।
 "শুন এক কথা বলি প্রেমসী তোমায় ॥
 জীবনের জীবন স্বরূপ তুমি হও ।
 আমি ছাড়া একদণ্ড কদাচিত নও ॥
 যখন যুবক না রাখিল মম ভাব ।
 না রাখিয়া মান করে আশায় নিরাশ ॥
 তব সুখাসিত্ত বাক্যে করি অচুনয় ।
 ফিরাও তাহার মন হইয়া সদয় ॥
 তব আশা পরিহার করে যোরে দান ।
 প্রেমসি । করহ রক্ষা আমার সম্মান" ॥
 (একথা শ্রবণে সেই পণ্ডিতের জায়া ।
 স্বপতির প্রতি চলে প্রকাশিয়া মায়া ॥
 বলিল "চরণে নাথ করি নিবেদন ।
 বড়ই নির্ভুর এই যুবক চুর্জন ॥
 বিশেষ রূপেতে আমি করিলে যতন ।
 কোনমতে আমারে না করিবে বর্জন ॥
 হায় ! কি দুঃখের কথা কহিতে না পারি
 নারিলাম পুনরায় হতে তব নারী ॥
 সাধের পিরীতে বিধি মটীয়ে প্রমাদ ।
 সুখের স্থানেতে আমি ঘেটিল বিবাদ ॥
 এ বচন আকর্ষণ করিয়া পণ্ডিত ।
 ভাবে প্রিয়া যোরে ভাল বাসে যথোচিত
 তাহার কপট স্নেহে হইয়া বঞ্চিত ।
 পুনরায় দুঃখযুক্ত হৈল যথোচিত ॥
 মালিক-মাজীরে পুন করে অচুনয় ।
 "হে যুবক মম প্রতি তৈরনা নিদয়" ॥
 রাক-পুত্র পূর্বমত আসি রহিল ।
 আপন প্রতিজ্ঞা মত কর না উলিল ॥
 নিরুপায়ে অবশেষ পণ্ডিত চিন্তিল ।
 কাজির নিকটে গিয়া মালিশ করিল ॥
 হাসিল বিচার-পতি বলিষা তদিয়া ।
 কহিল পণ্ডিত প্রতি রাইয়া প্রাণোষিয়া ॥

তুঙ্গবীর ইতিহাস

একদিন সিংহাসনে রাজার নন্দন ।
 যশা অধিক ছিল উৎসবে মগন ॥
 এই দিন সিংহাসনে প্রদোষ সময় ।
 দূর উৎসাহিত হয়ে আপন আলয় ॥
 এর বন্ধ দেখি ধাক্কা করাঘাত করে ।
 মাপনার ভুল্যুগনে ডাকে উঠেঃধরে ॥
 উত্তর না দিল কেহ তাহার বচনে ।
 হা দেখি রাজসুত বিম্বিত হমনে ।
 তাবে এত নিদ্রাগত মন ভুল্যু যত ।
 কেহ না উত্তর দিল ডাকিলাষ কত ॥
 আর বার করাঘাত করে শক্ত করে ।
 পুনঃ পুনঃ দাসপণে ডাকে উঠেঃধরে ॥
 তবু কেহ না আইল আদিল উত্তর ।
 তাহে হারভঙ্গ কৈল নৃপজ-সুন্দর ॥
 নত্বরে স্বপন্নীগৃহে করিয়া গমন ।
 শুন্যময় হেরি হয় সবিস্ময় মন ॥
 দাস দাসী বতজনে না দেখিয়া অর ।
 কতই অন্তরে তার হয় চমৎকার ॥
 কি করিলে কি জিজ্ঞাসে ভাবিয়া না পায় ।
 বিবাহে বিব্রত মন ভাবে নিরুপায় ॥
 মনোভুঞ্জে আসি পুনঃ বসিতার ধর ।
 দেখে কোন দ্রব্য নাহি তাহার ভিতর ॥
 প্রবাল-মুকুতা মনি মরকত আর ।
 তৈজস বিহীন দেখে সকল ভাণ্ডার ॥
 এইসব বিপরীত করি দরশন ।
 অকস্মাৎ শিরে বেন কুশিণ পতন ॥
 বিবাহ সাগর নীরে হইয়া মগন ॥
 কষ্ট হষ্টে সেই নিশি করিল বাপন ॥

ভামিল আপন মনে কান্দি সেইজন ।
 “মালিক-মাজীর কান্দি তুঙ্গবীর-সুন্দর ॥
 আপনার রমণীকে করিয়া বিনাশ ॥
 হনোব চাকিতে করে হননা প্রকাশ ॥
 নির্দোষ হইতে চাহে দেখায়ে বিবাস ।
 কপট রোমন খেদ করিয়া প্রকাশ ” ॥
 নিশ্চয় ভাবিয়া দোষী রাজার তনয়ে ।
 বন্ধ করি রাখে তারে চয়ে কারালয়ে ॥
 নিরুপায় নিরাশ্রয় রাজার নন্দন ।
 সর্বদা বেচিয়া মুক্তি লভিল তখন ॥

আনন্দ দত্তধনে বঞ্চিত হইয়া ।
 পুনরায় গরে কাল দুঃখেতে পাড়িয়া ॥
 ভবিতব্য ভাবি মনে ধৈর্যধরি পরে ।
 পুনর্বার গেল সেই দরজির ঘরে ॥
 তাহার ব্যবসা পুনঃ করিয়া আশ্রয় ।
 পরিশ্রম করে থাকি তাহার আলয় ॥
 দুর্দশার কথা ক্রমে হয়ে বিস্মরণ ।
 মনের আনন্দে করে জীবন বাপন ॥
 একদিন দরজির দোকান ভিতর ।
 মালিক-মাজীর ছিল স্বকাজে তৎপর ॥
 হেনকালে একজন সেইপথে যেতে ।
 দৈবাৎ নৃপজ পড়ে তাহার চক্ষেতে ॥
 মালিক-মাজীরে সেই করে দরশন ।
 নিশ্চয় জানিল এই রাজার নন্দন ॥
 বলে রাজ পুত্র প্রতি করি দৃষ্টি স্থির ।
 “এই মাকুয়ার ভূপ মালিক-মাজীর ? ॥
 রাজসুত তার প্রতি করি নেত্র পাত
 আকর্ষণে চিনিম সেই জনে অচিরাত ॥
 কেরোবানী সূতীজীবী এই সেই জন ।
 বাহার ঘোড়ানে থাকা করিহু সীরন ॥
 বনান্নকে তাহারে করিতে আনিজন ।
 দোকান হইতে উঠে রাজার নন্দন ॥
 নিকট হইয়া আসে নাই এলারিয়া ।
 আনিয়াই তারে দিল মন বনিয়া ॥
 কিন্তু সূতীজীবী নাহি এলারিয়া
 অজিবার করে তার চরণ চুম্বিয়া ॥
 বিস্ময়ে মুগ্ধ হইল সে । রাজ-নন্দন ॥
 তবু সূতীজীবী ভাবী নহে এইজন ॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সংগোপনে ।
 জিজ্ঞাসা করিল কষ্ট হইল কি পণে ॥
 “আমার রমণী আর দাসদাসীগণ ।
 জান কেহ কোথা তারা করেছে গমন ?
 একবার উত্তর করিল স্বতঃস্ফূর্ত ।
 “আমরা না জানি কেহ ইহার কারণ ”
 যত অনুসন্ধান করিল রাজসুত ।
 কিছুতে না রোদ হয় ঘটনা অজ্ঞাত ॥
 আর তার দুর্দশার কথা বাতাইতে ।
 [তারক সন্দেহ করিল বিল চিত্তে ॥

ভূরকীর ইতিকান ।

“ বিচারেতে বুঝা পতি হয়েছে ইহার ।
 এখন কেমনে জামা করে হীয়ার ” ॥
 একথায় নিরাশ হইয়া সে পণ্ডিত ।
 হইল উদ্ভ্রান্ত সেমসী পণ্ডিত ॥
 নিরাশায় অবসন্ন বিকল অন্তর ।
 ব্যাধিতে পীড়িত ক্রমে হয় কলেবর ॥
 বোগদাদে ছিল চিকিৎসক যত জন ।
 চিকিৎসা করিল তারে করি প্রাণপণ ॥
 যতেক উপায় তারা করিল চিন্তন ।
 কিছুতেই না হইল রোগ নিবারণ ॥
 আশ্রয় মরণ তার হইল যখন ।
 রাজপুত্র প্রতি বুধ কহিল তখন ॥
 “ ওহে বুঝা তবদোষ করিহু মার্জনা ।
 তব প্রতি কোপ মম হৈল নিবারণ ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা যাচা হইল এখন ।
 অমোদ নিয়ম তাঁর কে করে খণ্ডন ! ॥
 স্মরণ করহ ? আমি পূর্বেতে যখন ।
 মন্দির মন্দিরে করি বিদুর স্তবন ॥
 তোমার মঙ্গল চিন্তা করিয়া অস্তুরে ।
 কায়োমনে করি স্তব ঈশ্বর গোচরে ” ॥
 রক্তের বচন শুনি রাজার কুমার ।
 কহিল “ না বুঝি কিছু বচন তোমার ॥
 তব উক্ত স্তোত্র পাঠ একবর্ণ তার ।
 কিছুমাত্র জলবোধ না হয় আমার ॥
 তখাচ বস্ত্রের সহ ঐক্য করিমন ।
 বলিলাম সিদ্ধ হোক তোমার প্রার্থন ” ॥
 আব্রুশ এইকথা করিয়া শ্রবণ ।
 কহিল যে স্তোত্র এবে কর আকর্ষণ ॥
 বলিলাম ওহে প্রভু জগত কারণ ।
 পতিত-পাবন ভূমি অখিল-রঞ্জন ।
 ইচ্ছান্ন হজন কর পালন সংহার ॥
 সর্বস্থানে সুপ্রকাশ মহিমা তোমার ॥
 জীবের অতীষ্ট সিদ্ধি হয় তোমা হতে ।
 ভক্তবাঞ্ছা-কপতল বিদিত ভারতে ॥
 সমস্ত বিভব প্রিয় বস্ত্র যে আকার ॥
 এক দিন হয় এ যুবার আধিকার ॥
 এই সে প্রার্থনা করি তোমার নিকটে ।
 মম অতীষ্টের যেন সম্প্রদত্ত খটে ॥
 কিন্তু আমি স্বচ্ছ মনে তোমার কারণ ।
 করি নাই কোন মতে ঈশ্বরে স্তবন ॥

কি জানি কেমন মন হইল আমার ।
 মনে ভাবি এক মলি-মুখ বলে আর ॥
 কি শক্তি প্রভাবে মনে উপজিল অমর ।
 নারিলাম বুঝিবারে তার যত ক্রম ॥
 তবমঙ্গলার্থে উচ্চারিত মনবাণী ।
 কি দৈব প্রভাবে হয় স্বপ্নোন্মাদা জানি
 যাহোক প্রার্থনা সিদ্ধ হইল আমার ।
 আমার সম্পত্তি দারা হইল তোমার ॥
 অতএব এক্ষণে মম এই আকুঞ্জন ।
 ইচ্ছাপত্র তব করে করি সমর্পণ ॥
 মম লোকান্তর প্রাপ্তে বিভব আমার ।
 বিধিমতে হয় যেন তব অধিকার ” ॥
 এতবলি ইচ্ছা পত্র করায় তখন ।
 পণ্ডিত স্বাক্ষর তাহে করিল তখন ॥
 স্বাক্ষর করিল তাতে সাক্ষীগণ যত ।
 হৈল ধন রাত-তনয়ের হস্তগত ॥
 তিন দিনগতে সেই পণ্ডিত প্রধান ।
 চরমে পরম ধামে করিল প্রয়াণ ॥

মালিক-নাজীর আর বনিভা তাহার
 পণ্ডিতের গৃহে গেল করিতে বিহার ॥
 যতেক বিভব তার করি অধিকার ।
 মনোমুখে দোহে কাল হরে অনিবার ॥
 স্ত্রীজীবী ব্যবসায় করিয়া বর্জন ।
 সজ্জান্ত লোকের প্রায় রহিল তখন ॥
 বহদাস দাসী আসি বাসি তার ঘরে ।
 রাজস্বত পরম সম্ভোগে কাল হরে ॥
 মনের উদ্বেগ যত বুচিল তাহার ।
 হৃদয় কন্দরে তার পুলক অপার ॥
 অগ্রজ হইতে সুখ মানিল আপন ।
 বয়স্য সহিত করে সময় যাপন ॥
 নগরস্থ সমাগণ হুত যত জন ।
 নিত্য নিত্য গৃহে ভ্রমণ করে আগমন ॥
 প্রমোদ মহিরা পানেন যন্ত থাকে নরা ।
 অন্তরে অন্তরে হৃৎকণ্ড নাহি করা ॥
 হাস ভাষ পরিহাস প্রেমমোহন মনে ।
 কামে কাল কাটে সেই কামিনীর সঙ্গে ॥
 কিন্তু যে অদৃষ্ট তার মহে লাভকর ।
 ক্রমে ক্রমে তার প্রতি হয় প্রতিফল ॥

তুরকীয় ইতিহাস।

রাজির প্রতিকহে রাজার-কুমার।
 একপে পিতার তুলা হইলে আমার ॥
 দি কেলার্ডিন্ হন মম জন্মদাতা।
 তবু তুমি হইয়াছ মম দুঃখ-ত্রাতা ॥
 পিতৃ-সিংহাসনে আমি হইলে বঞ্চিত।
 মিসে স্থাপিলে মোরে বতন সহিত ॥
 তব কৃতজ্ঞতা ঋণে হইতে উদ্ধার।
 তোমারে করিব মজ্জী বাসনা আমার ॥
 তোমায় সচিব পদে করিলে বরণ।
 আমার মানল পূর্ণ হইবে তখন ॥
 একথা শ্রবণে সেই সুচীজীবী কয়।
 তব সততায় বাধ্য হলেম নিশ্চয় ॥
 কিন্তু তুমি যেইপদ দিতে ইচ্ছাকর।
 সে পদ গ্রহণে যোগ্য মহি নৃপবর ॥
 চক্ৰীকৃত করিবারে কি শক্তি আমার।
 আমি নর কুদ্ৰ অতি হীনের কুমার ॥
 এ পদে অধিক গুণ প্রয়োজন হয়।
 নিপুণতা তাহে মম নাহিক নিশ্চয় ॥
 আমার সততা তুমি বিবেচনা করে।
 উচ্চপদে নিয়োজিতে চাহিলে অন্তরে ॥
 রাজ্যের মজ্জীতে আমি উপযুক্ত নই।
 বিষয় মহারাজ! ভাবিলেন কই? ॥
 ন্যাপি তুর্ভাগ্য-বশে রাজ্যে তোমার।
 তাল না হইয়া ঘটে অন্যায় বিচার ॥
 রাজাদের অভিলাষ লাগিবে আমারে।
 মশেষ নিন্দার ভাগী করিবে তোমারে ॥
 সতএব উচ্চপদে নাহি অভিলাষ।
 তাতে অযোগ্য আমি, করুণা-নিবাল ॥
 দি মম প্রতি কর দয়া বিতরণ।
 তবে মনান্তরে এই করি আকুঞ্জন ॥
 তব পরিত্রাণ আর সভাস্থ জনার।
 প্রস্তুত করিতে মোর প্রতি থাকে তার ॥
 তার কারণ এই জানিবে নিশ্চয়।
 যার ব্যবসা ভাল বুঝে মহাশয় ॥
 রূপ বচন শুনি মালিক-মাজীর।
 এখন আপন মনে বুঝিলেন দ্বির ॥
 সুচীজীবী বা বলিল সকলি উচিত।
 সীত্রে বরণ প্রেরে না হয় বিহিত ॥
 ততক চিন্তয়া মনে রাজার-কুমার।
 জিকে দিলেন অনেক পুরস্কার ॥

আর তার প্রতি অহুমতি দিল এই।
 রাজচ্ছদ প্রস্তুত করিবে মাত্র সেই ॥
 আর যত মজ্জীবর্গ সভাসদগণ।
 সকলের বাস সেই করিবে সীবন ॥
 ইহাভিন্ন অন্য জন কেহ-বদি করে।
 দণ্ডনীয় হইবেক আমার গোচরে ॥
 এতবলি বিদায় করিয়া সেই জনে।
 রহে নবভূপ রাজকার্য আলোচনে ॥

পরিভ্রম সহকারে নব নরপতি।
 করিলেন স্বরাজ্যের অংশখলা অতি ॥
 ব্যবহার পারিপাট্য করি সমুদয়।
 করিলেন নব-নব নিয়ম নিচয় ॥
 মালিকাশ-ফ্রাফ যাহে উদাসীন ছিল।
 সেই সব নিয়মাদি সংশুদ্ধ করিল ॥
 প্রজাচয় সবে হয় তাহে অনুরক্ত।
 সকলে প্রশংসা করে হয়ে রাজভক্ত ॥
 গোরব ঘোষণা তার হইল প্রচুর।
 সুবশ দোরভে পরিপূর্ণ রাজপুর ॥
 এইরূপে নব ভূপ সুখে রাজ্য করে।
 এক দিন কাজি কহে রাজার গোচরে ॥
 “নরপতি! নিবেদন জানাই তোমারে।
 তিনজন দোষী রেখেছিল কারাগারে ॥
 খি জীয় সম্প্রদা-ভুক্ত এক সদাগরে।
 মিলি কয়জনে সেই জনে হত্যাকরে ॥
 দুইজন অপরাধ করিল স্বীকার।
 করেছি উচিত দণ্ড সেই দুজন্যর ॥
 একজন বলে “আমি অপরাধী নই।
 তবু স্বভাৱে দণ্ডে আমি দণ্ডনীয় হই ॥
 এ দৌহার সহ লহ আমার জীবন।
 ইহাতে বিষম আমি নহি কদাচন ॥
 একথা শ্রবণ করি ভাবি মনে মনে।
 কেমনে নিখন করি নির্দোষী এজনে ॥
 যোগ্যাকোগ্য বিবেচনা করিতে না পারি
 জানাতে আপন স্থানে আমি দণ্ডধারি ॥
 তনিয়া কহিল নব ভূপতি তখন।
 “সেই জনে আন সীত্র আমার সদন ॥
 মালিকাতে পরীক্ষা আমি করিব তাহার ॥
 বিশেষ জানিয়া যোগ্য করিব বিচার ॥”

তোমাতে আমাতে হই অনেক অন্তর ।
 তুমি রাজ-পুত্র আমি অতি হীন মর ॥
 তবাবস্থা পরিবর্ত হইল এখন ।
 সৌভাগ্য তোমারে করিবেন আলিঙ্গন ॥
 দুর্দশার দিন তব না রহিবে আর ।
 হইলেন সান্নকুল সৌভাগ্য তোমার ॥
 মালিকান ক্রাফ ভূপ অগ্রজ তোমার ।
 হয়েছে রুতান্তালয়ে বলতি তাঁহার ॥
 ইজিপ্তে বিজাই বড় তাহার মরণে ।
 প্রজাজন সভাগণ চিন্তিত স্বমনে ॥
 অধিকন্তু সজ্জাত দেশস্থ যতজন
 মনে মনে ধার্য্য তার। করেছে এমন ॥
 তোমাদের পরিবারস্থিত কোন জনে ।
 মনস্থ করিল বসাইতে সিংহাসনে ॥
 তোমার সপক্ষে আমি তাদের গোচরে ।
 করিলাম বচনাদ সুদৃঢ় অন্তরে ॥
 তাহাদের সমক্ষেতে কহিলু তখন ।
 ৫ শুনহ যাবস্ত প্রজা আর সভাগণ ॥
 বিধিমতে রাজ-পুত্র হয় বেইজান ।
 রাজ্যগতে পায় সেই রাজ সিংহাসন ॥
 অতএব রাজ-সুত মালিক-নাঙ্গীর ।
 রাজ্য অধিকারী সেই কহিলাম স্থির ॥
 তোমরা অনবগত নহ কোন জন ।
 কেন সে ইজিপ্ত দেশ করিল বর্জন ? ॥
 আপন অগ্রজ কোপে পাইতে নিস্তার ।
 বাধ্য হৈল স্বদেশ করিতে পরিহার ॥
 আমি দেখিয়াছি তারে, ডাকবেশ ধরি ।
 যখন সে যায় এই দেশ পরিহারি ॥
 কতিপয় যাত্রী সহ মিলিয়া কুমার ।
 মক্কাধামে গিয়াছেন জেনো সারোজার ॥
 তদবধি নাহি জানি কোথা সে নিশ্চিত ।
 কিন্তু মনে জানি তিনি আছেন জীবিত ॥
 অনুমতি দেহ মোরে দুইবর্ষ তরে ।
 জমিব তাঁহার ভায়ে নগরে নগরে ॥
 যদবধি দেশে নাহি আমি পুনরায় ।
 ভারত পটিল রাজ্য করুন হেথায় ॥
 বদ্যপি বিফল হয় মম অন্বেষণ ।
 এই জনে দিলু তবে রাজ সিংহাসন ॥
 অম এইবারেই তারা সমস্ত হইয়া ।
 তরু অশ্বকশে মোরে দিল সন্তাইয়া ॥

একবর্ষ হৈল গত তোমার উদ্দেশে ।
 জয়ন করিলু আমি স্বদেশে বিদেশে ॥
 কোথাও তোমার না পাইয়া দরশন ।
 জমিলু প্রান্তর গিরি গহন কানন ॥
 যে যে দেশে আছে যত স্ত্রীজীবীগণ ।
 সকলের গৃহে করিলাম অন্বেষণ ॥
 অবশেষে ঈশ্বর হইয়া সান্নকুল ।
 দিলেন বিবেশ ঘোর অকুলেতে কুল ॥
 এইস্থানে পাইলাম তব দরশন ।
 হইল আনন্দনীরে সংপাতিত মন ॥
 শীঘ্রকরি চল সঙ্গে ওয়াস্ত নন্দন ।
 তোমা বিনে মূল্য আছে রাজ সিংহাসন
 সকলেতে আছে তব আশাপাষণ চেয়ে ।
 হইবে পরম তুষ্ট তোমাধনে পেয়ে ॥
 দরজির এ বচনে মালিক-নাঙ্গীর ।
 চুঃখ গতে হইলেন অন্তরে সুস্থির ॥
 অচিরে হইল ঋংস দুঃখের তিমির ।
 উদয় হইল তার সৌভাগ্য মিহির ॥
 ধনবাদ, করি বহু ঈশ্বরের প্রতি ।
 সেই দিন কৈল যাত্রা দরজি সংহতি ॥

মালিক-নাঙ্গীর সেই দরজি সহিত ।
 আপন নগর মাঝে হয় উপনীত ॥
 প্রজাগণ তাহার পাইয়া দরশন ।
 সকলে হইল অতি হরষিত মন ॥
 পূর্বে যারা বক্রীছিল তাহার উপর ।
 এক্ষণে সকলে তারা করে সমাদর ॥
 শুভযোগে শুভকাল করি নিরূপণ ।
 মালিক-নাঙ্গীরে দিল রাজ-সিংহাসন ॥
 সভাসদগণ সব হইয়া বেষ্টিত ।
 প্রণাম করিল তারে সম্মান সহিত ॥
 নগর মাঝেতে হয় মহানবোৎসব ।
 আনন্দ-সাগরে মগ্ন প্রজাগণ সব ॥
 পিতৃ-সিংহাসনে রাজা হয়ে যুবরাজ ।
 সুশৃঙ্খল করিলেন আপন সমাজ ॥
 বিশেষতঃ দরজির কৃতজ্ঞতা হেতু ।
 যতনে বহান করে করুণার সেতু ॥
 সমাদরে ডাকাইয়া আনি সেই জনে ।
 আশ্বাস করিল তারে পিতা নবোপনে ॥

ভূরকীর ইতিহাস।

বিচারক এ বচন শ্রবণ অন্তর।
 হাতুকের সহ ভারে আনিল সঙ্কর।
 নিরখিয়া সেইজনে হুপতি চিনি।
 স্বীয় পূর্বদাস বলি মনেতে আনিল।
 (বোগদাদ বাসী সেই পণ্ডিতের ঘরে।
 ছিলেন বখন রেখেছিল সে-কিছরে)।
 চিনিয়া না-চিনিলেন এই ভলি করে।
 গভীর বচনে স্জিজাসেন সে-কিছরে ॥

রে দুরাশা! কেন নর করেছ নিখন।
 জাননা বিহিত দণ্ড-পাইবে এখন? ” ॥
 (কিছর কহিল) “ ভূপ! করি নিবেদন
 নিশ্চয় জানিবে মনে নির্দোষী এজন ॥
 যদি এই অপরাধে অপরাধী নই।
 তবু আমি যুত্যা দণ্ডে দণ্ড-যোগ্য হই ” ॥
 এ কথা শ্রবণ করি হুপতি তখন।
 কহিলেন, “ যদি দোষী নহ কদাচন ॥
 যদি তুমি নহ দোষী, কিম্বের কারণ।
 আপন মরণ কেন করিছ চিস্তন? ” ॥
 পুনরায় দাসকর, “ শুন নরেশ্বর।
 কতু আমি দোষী নহি তোমার গোচর ॥
 অপরাধী না হলেও যুত্যা যোগ্য হই।
 স্বরূপ বচনে তব সমীপেতে কই ॥
 আমার বৃত্তান্ত যদি শুনেন আপনি।
 তবেত প্রত্যয় তব হবে হুপমণি ” ॥
 এ বচন শ্রবণ করিয়া ভূভূষণ।
 বলেন, “ বৃত্তান্ত তব করহ বর্ণন ” ॥

(দাস কহে) “ মহারাজ করুন শ্রবণ
 বোগদাদে জন্ম মম আমি অভাজন ॥
 অনেক যুবক পাশে ছিলাম তথায়।
 সে ছিল নিপুণ স্ত্রীজীবী ব্যবসায় ॥
 পরে এক পণ্ডিতের রমণী রতন
 বিবাহ করিয়া তিনি পান বহু ধন ॥
 সুখে থাকিতেন তিনি কামিনী-সংহতি।
 যদি সে না হতো কতু দুঃস্বপ্নের আতি ॥
 একদিন গোপনে সে যুবক রমণী।
 মম প্রভি আসক্তি আমার সেই ধনী ॥
 কখন ভাবে কামিনী কহিল করে ধরি।
 তুমি বলন বন্য-ভবক-পে হেরি ॥

ধৈর্য না ধরে প্রাণ তব অনর্শনে।
 ইচ্ছাকরে রাখি সদা নয়নে নয়নে ॥
 তবসহ প্রেমালাপে সুখে কারু হরি।
 এই সে বাসনা-মম দিবস শরীরী ॥
 যদি তুমি মোরে লয়ে কর পলায়ন।
 মনের সুখেতে করি লময় বাঞ্ছন ॥
 সুবর্ণ রজত রত্ন যতেক আমার।
 এ সকল অধিকার হইবে তোমার ” ॥
 চুপ্তার একপ বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
 কহিলাম “ আমাহতে না হবে এমন।
 তুমি ঠাকুরাণী হও আমি-তবদাস ॥
 কেমনেতে পুরাইব তব অভিলাষ ॥
 বিশেষ কৃতজ্ঞ আমি হইব কেমনে।
 অন্যায়েতে লোভ করি স্বপ্রভুর ধনে ॥
 মম অস্বীকারে হাসি চুঃখীলা রমণী।
 হাবভাব ভলি কত প্রকাশিল ধনী ॥
 অবশেষ পণ্ডিত্য প্রেম বাঞ্ছনায়।
 মনের ঐর্ষ্যতা সব-হারাই হেলায় ॥
 অনন্তর পাপ কণ্ঠে হইল মনন।
 ভাবিলাম কিরূপে করিব পলায়ন ॥
 কেহ নাহি জানে চুপ্ত অভিসন্ধি বাহা।
 কিরূপেতে নির্বাহ করিব দোহে তাহা ॥

একদিন প্রভু মম নগর মধ্যেতে।
 গিয়াছিল স্বীয় কোন বন্ধুর গৃহেতে ॥
 অধিক বিলম্ব তাঁর হইল বখন।
 গোপনেতে দোহে মোরা করিছু চিস্তন ॥
 পলাবার শুভকাল জানি সেইক্ষণ।
 দাসগণে নারী ডাকি কহিল তখন ॥
 এক এক জনে-ধনী লইয়া গোপনে।
 এক এক কার্যে তার দিল সেইক্ষণে ॥
 দিয়া সে প্রচুর স্বর্ণ জনেকের করে।
 বলিল দাসসে তুমি যাওরে সঙ্করে ॥
 এনা আর শর্মা-কিনি আমার কারণ।
 অচিরে আপন দেশে করিবে গমন ॥
 আর জনে আজ্ঞাদিল যাইতে মকায়।
 নাথিয়া আমার কাজ আসিবে ত্বরায় ॥
 একপে রূপসী-যত আপন কিছরে।
 একে একে বিদায় করিল সুখান্তরে ॥

হল সে এমন ভার তাহারের প্রতি ।
 তৎকালের মধ্যে কারো না হইবে গতি ॥
 তোমার মন হইল কেনে হইল রাখন ।
 তুমিই হইল কল করিছ গ্রহণ ॥
 তবাবসর হইল কিঞ্চি অমনি তুজনে ।
 সৌন্দর্য্যময় করিলি অতি সংগোপনে ॥
 তুঙ্গীর বহু করি চাষি করিয়া গ্রহণ ।
 হইবঙ্গর পথে দৌড়ে করিছ গমন ॥
 মা' হে
 হে। সে শিশি কামিনী সহ সঙ্গর গমনে ।
 এতদাম বহু স্থান অতি সংগোপনে ॥
 কপূর দিন প্রত্যয়ে কএক দণ্ড পরে ।
 হুই তনে উত্তরিছ বসরা নগরে ॥
 পথশান্তে শান্তা অতি কামিনী হইল ।
 অধিক চলিতে আর নাহিক পারিল ॥
 রমণীকে ক্লান্তা দেখি আমি সেইকণ ।
 বলিলাম সরোজীর কুলেতে তখন ॥
 সম্মুখে প্রাসাদ এক দেখিছ উত্তম ।
 রাজাধিরাজের কোণ্য ধাম মনোরম ॥
 সুখ পর প্রকারণ করি সেই জনে ।
 কল পাশে শান্তি দূর করি সেই স্থলে ॥
 হেনকালে তথা দেখিলাম এক জন ।
 কিকর নিকর সহ করিছে গমন ॥
 হুই কলহাস তার আশ করি যাড়ে
 অগ্নিরে আইল সেই পুকুরের পাড়ে ॥
 তাহারের হৃদি পথে হুইতে গোপন ।
 শীত তথা হৈতে দৌড়ে করিছ গমন ॥
 কিন্তু সে বিকল চেষ্ঠা হইল আমার ।
 রমণীর প্রতি হৃদি পড়িল তাহার ॥
 বলন বরন তাহা করে আকর্ষণ ।
 আমাদের দিকটে আইল সেই জন ॥
 লজ্জা সে সে সেবাসারে লেলাম করিল ।
 যুবতী যুবক প্রতি প্রতিভান মিল ॥
 উত্তরার মন করে উভয়ে ধরণ ।
 নয়ন ভরিয়া দেখি আমিছ কারণ ॥
 শান্তবুড়া যেমঙ্গিরে হেরিয়া নয়নে ।
 যুবক বসরা কৈল লজ্জা ক্ষতবনে ॥
 কামিনীর কাছে কহে স্মরিতর অর ।
 গায়াল উদীন নাম কামিনীর নাম ॥

বসরার নরপতি খুলডাভার ।
 একমাত্র ভাতৃপুত্র আমি হই তার ॥
 এ কথাই কামিনী হইল তুই কত ।
 বাইতে তাহার সঙ্গে হইল সম্মত ॥
 উত্তরের ভাব ভক্তি করি নয়ন ।
 সন্দেহ আমার মনে হইল তখন ॥
 বিপদ আশঙ্কা আমি করিয়া মনেতে ।
 চলিলাম নারী সহ কুমার সঙ্গেতে ॥
 যুবক যুবতী পেয়ে পুনর অন্তরে ।
 লইয়া চলিল তারে আপন অন্তরে ॥
 মনোহর গৃহে এক লইয়া তাহারে ।
 বলাইল রম্যাসনে যত সহকারে ॥
 উভয়েতে একাসনে হয়ে উপবিষ্ট ।
 করে কত প্রেমালোপ মনে হয়ে হৃষ্ট ॥
 হেনকালে তথা এক দাস আসি কয় ।
 "যুবরাজ! হইয়াছে ভোজন সময়" ॥
 এ কথা শুনিয়া যুবা প্রকল অন্তরে ।
 লজ্জা অন্তরে ধরি কামিনীর করে ॥
 সুসজ্জিত গৃহে এক লইয়া তাহারে ।
 বতনেতে বলাইল চিকন শযায় ॥
 মনোহর সুন্দর সুরমা সেই ধর ।
 জড়িত জড়িয়া কত তাহার ভিতর ॥
 উপরে নু লিখে কাঁচ শোভাকর কত ।
 দেয়ালে দেয়ালগিরি আছে কতশত ॥
 কিংখাপের পাখা বলে গৃহের ভিতর ।
 মেঝেতে গালিচা পাতি দেখিতে সুন্দর ॥
 ভোজন আহার মেজ শোভে মধ্যস্থলে ।
 কারচোবের কাজকত তদোপরেস্থলে ॥
 সুবর্ণ রক্ত পাত্র আর হেম কারি ।
 সেই মেজে সাজানে রেখেছে সারি ॥
 কাচ পাঞ্জে পূর্ণ কত সুরা মনোরম ।
 বাহার পাঞ্জেতে খটে জালীর বিজয় ॥
 বিচিত্র সজ্জিত কত চিত্রকর্য্য হুবি ।
 মণিময় নীলময় বেন সজ্জিত ॥
 হেন সুসজ্জিত গৃহে বলি হুই জন ।
 পরম কোমল হৃদে করিছে ভোজন ॥
 আমিও তাহের পাশে বলিলাম প্রেম ।
 ভোজ্য প্রসাদ দাসগণে যোগাইল শেষে ॥
 নানাবিধ কলমুক উত্তরার মুখ ।
 বিবিধ প্রকার সাজ সজ্জা করে কুখ ॥

হেনকালে আমি এক কিসকর চতুর ।
সবাঁকারে বোঁগাইল মদিরা প্রচুর ॥
আমাকেও এক পাত্র দিল পূর্ণ করে ।
পান করিলাম তাহা পুনক অন্তরে ॥
পুনঃ এক পাত্র আনি ঘোঁরে বোঁগাইল ।
না জানি কি চূর্ণ তাহে মিশাইয়াছিল ॥
সেই পাত্র পান করি হইল এমন ।
জ্ঞান খুন্স হইলাম হরিল চৈতন ॥
নিদ্রায় বিবল হইয়া করিছু শয়ন ।
তদন্তর কি হইল না জানি কারণ ॥

পর দিন প্রাতে উঠি করি নিরীক্ষণ ।
সরোবর তীরে আছি করিয়া শয়ন ॥
ইহাতে বিস্ময় যুক্ত হইল অন্তর ।
মনেং আমি চিন্তিলাম তদন্তর ॥
কৌতুকাভিনাযী হইয় হৃৎ দাস কেহ ।
আমাকে রাখিল হেথা নাহিক সন্দেহ ॥
এত ভাবি রাজবাণী যাই ত্বরাকরে ।
কপাটে আমাত করি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
তাহে এক জন দাস দ্বার খুলি দিল ।
কি কারণে হেথা তুমি মোরে জিজ্ঞাসিল
আমি কহিলাম ভাই করহ শ্রবণ ॥
বিদেশিনী রমণীর করি অশ্রমণ ॥
সে জন কুভাষে মোরে করিল উত্তর ।
নাহি কোন বিদেশিনী বাটির ভিতর ॥
এত বলি সেই জন দ্বার রুদ্ধ করে ।
আমি পুনর্ব্বার তারে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
সে জন আসিয়া পুনঃ করিল জিজ্ঞাসা ।
কিবা প্রয়োজন তব কি নিমিত্তে আসা ॥
আমি কহিলাম ভাই চিননা আমায় ।
আমি সে নারীর স্বামী যে আছে হেথায়
সে কহিল আমি কহু জোয়ারে না চিনি ।
কন্ডা হেথা আমোদই কোনক কামিনী ॥
হেথা হতে শীঘ্র তুমি করহ গমন ।
কপাটেতে করায়াত করোনা কখন ॥
সদি তুমি করায়াত কর পুনর্ব্বার ।
ইহার উচিত শাস্তি পাইবে এবার ॥
এত বলি দাস শীঘ্র দ্বার বন্ধ করে ।
আমি সেইকালে চিন্তা করিছু অন্তরে ॥

এখনো নিদ্রাতে আমি আছি অচেতন
কিহা দেখিতেছি পুনঃ প্রজ্ঞাপ বশন ॥
মভা আমি স্বাপাবেশ নাহি করিচন ॥
প্রত্যক বিষয় ইহা নাহিক স্বপন ।
কল্য রাজ বাণী মধ্যে হইয়াছে বাধা ।
কদাচ আমার বোধে মিথ্যা নহে ভাষা
কৌতুক করিতে হৃৎজের দ্বন্দ্ব গণ ।
আমারে সরনী কুলে করিল স্থাপন ॥
যে কালে মদিরা পানে ছিলাম উন্মত্ত ।
সে কালে রাখিল হেথা জানিলাম মভা
এত ভাবি পুনঃ দ্বারে করায়াত করি ।
পূর্ব্ব দাস আমি দ্বার খুলে ত্বরাকরি ॥
আর চারি জন আমি তাহার সহিত ।
আমারে দিলেক তারা দণ্ড সমোচিত ॥
বেত্রাধাতে কলবর কৈল অরু অর ।
আমাতে শোণিত বহে অন্ধে নিরন্তর ॥
দারুণ প্রহারে আমি হয়ে অচেতন ।
যুচ্ছাগত হইলাম যুত্তের মতন ॥
ক্ষণকাল পরে পুনঃ পাইয়া চৈতন ।
ধিরেং করিলাম গাত্র উত্তোলন ॥
বিবাদ সাগরে আমি হইয়া বশন ।
গত দিবসের কথা করিছু চিন্তন ॥
হৃৎজ কামিনী মনে যে কাপে মিলন ।
যে কাশে তাদের হয় প্রথয় ঘটন ॥
এই কথা পুনঃ পুনঃ হইলে শ্রবণ ।
বিবাদ অনলে দহে আমার জীবন ॥
আমাহতে যুক্ত হতে ব্যতিচারী নারী ।
এই যুক্তি করিল সে অন্তরে ঝিচারি ॥
সহজে অস্তীর্ষ-হীন করিল সাধন ।
অনায়াসে আমাহতে পাইল মোচন ॥
রমণীরে কত শত দেই অভিশাপ ॥
প্রবল হৃৎজ দ্বাখে বিলাপ কলাপ ॥
এ দুরাবস্থায় আমি তত দুঃখ করি ।
প্রভুতে কৃত্য হেতু যত দুঃখি হই ॥
মনে হলে আপনাত অলস আচার ।
তীক্ষ্ণ বোধ ক্ষেপে হৃৎজ দ্বন্দ্ব বিদার ॥
মনোহুঃখে সেই স্থান ছাড়াইয়া বাই ।
কোথাঃর কোথা যাব ভাবিয়া না পাই
হুঃখে পোকো নামা দেখে পর্যাটন করে ।
কন্ডা প্রভুবেতে আমি আপন নগরে ॥

কমেতে আসিত রাত্রি হইল যখন।
 ধনে ভাবি কোথা বাসা করি অব্ধেষণ ॥
 বেশ পৰ্যটনে আইত মুক্ত কলেবর।
 হৃদশায় ভূরাশায় ভাবিত অন্তর ॥
 হেনকালে দ্বারদ্বার করি দরশন।
 চুই জনে এক জনে করিছে নিধন ॥
 সেই জন প্রাণভয়ে করিছে চিংকার।
 শব্দে অন্যের হয় হৃদয় বিদার ॥
 চিংকারে শঙ্কিত হয়ে চুই চুই জন।
 আমার সম্মুখ দিয়া করে পলায়ন ॥
 হেনকালে কোতরাগ আসি সেই স্থলে।
 চুই জনে ধৃত করে আপনার বলে ॥
 আমাকেও সেই স্থলে করি দরশন।
 উভয়ের সঙ্গী ভাবি করিল বন্ধন ॥
 অভাব মহারাজ! করি নিবেদন।
 নিশ্চয় জানিবে মনে নিকোঁষী এ জন ॥
 কিন্তু প্রকৃতি করি হৃতয় ব্যভার।
 প্রাণ নগ্ন অপরাধ হয়েছ আমার ॥

মালিক-নাজীর শুনি দাসের বচন।
 বদন শু হতে তারে করিল মোচন ॥
 কহিলেন স্বীয় দোষ কহিলে তোমার।
 সেই হেতু প্রাণদণ্ডে পাইলে নিস্তার ॥
 পুনরায় কেন কণ্ঠ না হয় বেমন।
 ন্যায়্যেতে আপন কার্য করিবে সাধন ॥
 এত বলি সেই দাসে করিয়া বিদায়।
 রাজ্যারে প্রণাম করি দাঁস চলি যায় ॥
 হয়ে ছুপ স্বদারার দোষ অবগত।
 ইথে পরবেশে কৈল ধন্যবাদ কত ॥
 সেই দিন হতে রাজা মালিক-নাজীর।
 বিবাহ করিতে পুনঃ করিলেন স্থির ॥
 স্থল গুণ সমাহিত জানিয়া কামিনী।
 যত্ন সবারহে বিভা করিলেন তিনি ॥
 লক্ষ্যময় মধ্যে সেই রমণী ব্রতন।
 বর্ণমাণে প্রাবল্য সুন্দর নন্দন ॥
 দিলিবি অমন সুখ স্বামী মরতার।
 সম্পদ ধীন দহিছে দিলার ॥
 আনন্দের শীঘ্র। নগর ভিতর।

নানাবিধ বাদ্যোদ্যম নগরে নগরে ॥
 রাগ রস হৃদ্য গীত হয় ঘরে ঘরে ॥
 বিবিধ সম্মানে সজ্জিত সে নগর।
 আবাল বনিতা রক্ত প্রফুল্ল অন্তর ॥
 চলিল দিবসাদি এই মহোৎসবে।
 নাগর মাগরী যত তুষ্ট ছিল সবে ॥
 একপ আনন্দে রাজা মুখে হরে কাল।
 অনিষ্ট বর্জিত দেশ না ছিল জঞ্জাল ॥
 মালিক-নাজীর তুল্য কোন রূপযরে।
 ছিলনা গুণেতে কেহ ইজিগু নগরে ॥
 পুত্রভাবে প্রজাগণে করিল পালন।
 শিষ্টজনে শাস্তি ভাব তুষ্টের শমন ॥
 হেনাল বাটপাড় চোর ছিলনা রাজ্যেতে
 সুনিয়মে সুখী ছিল প্রজা সকলেতে ॥
 প্রতিমুখে ধন্যবাদ রূপতির করে।
 কলহ কোন্দল নাহি ছিল কারো ঘরে ॥
 রাজার কুশল কেহ না করে ঘোষণা।
 সমভাবে হরে কাল পুরুষ অঙ্গনা ॥
 রাজ্যাত্য অত্যাচার আর যত জন।
 রাজার অহুজ্ঞা সবে করিত পালন ॥
 উৎকোচ না নিত কেহ প্রজার নিকটে।
 দেশের ব্যবস্থা মান্য করে অকপটে ॥
 সফলতঃ চিত্ত যত ছুপ ভৃত্যগণ।
 করিত যত্নের সহ রাজ্যের রক্ষণ ॥
 পদাতিক সেনাপতি বিচারক যত।
 প্রহরী নগর পাল আরো দাস কত ॥
 আপন আপন কার্যে থাকিত সত্বর।
 প্রাণপণে সবে রক্ষা করিত নগর ॥
 আপনিও মহারাজ ধর্ম অবতার।
 ন্যায়্যমতে করিতেন প্রজার বিচার ॥
 প্রজাগণ কে কেমন আপন নগরে।
 নিন্দা কিস্বা যশ রটে জানিবার তরে ॥
 হৃদবেশে করিতেন নগর জষণ।
 নিতুতে আপনি রাজা সবে রক্ষীগণ।
 প্রধান সচিব মন্ত্রী থাকিত সঙ্কেতে ॥
 বাইতেন লীলা স্থানে কখন প্রমত্তে ॥

একদিন নিশাচরী মালিক নাজীর
 ———— হইল প্রবির ॥

সুন্দরী ইতিহাস।

সঙ্গেতে প্রধান খোকা আর সজ্জিবর।
 ছদ্মবেশে কয় জনে চলিল সত্বর ॥
 ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কয় জন।
 ক্রন্দনের শব্দ এক করিল শ্রবণ ॥
 স্থির মনে কয় জনে সেই স্থানে রয়।
 রমণীর শব্দ তাহা করিল নিশ্চয় ॥
 অতি উচ্চৈঃস্বরে বামা করিছে চিৎকার।
 দেব শ্রবণে হয় হৃদয় বিদার ॥
 কারণ জানিতে তার আপনি রাজন।
 অনুচরে অনুজ্ঞা করিল সেইক্ষণ ॥
 করাঘাতে এ বাটীর দ্বার মুক্ত কর।
 তদন্ত জানিতে যাব ইহার ভিতর ॥
 পাইয়া ভূপের আজ্ঞা কিঙ্কর তখন।
 করাঘাতে সেই দ্বার করিল মোচন ॥
 কয় জনে প্রবেশিয়া বাটীর মধ্যেতে।
 সুবত্তী রমণী এক পাইল দেখিতে ॥
 শোণিত বহিছে অঙ্গে নয়নে জীবন।
 উলঙ্গিনী বিষাদিনী মলিন বদন ॥
 ভয়ঙ্কর মূর্তি ছুই দাস দুরাচার।
 নির্দয় হইয়া তারে করিছে প্রহার ॥
 সুন্দর যুবক এক থাকি সেই স্থানে।
 আজ্ঞা দেহ ক্রোধ দৃষ্টে চাহি নারীপানে ॥
 অঙ্গনার পড়িতেছে অঙ্গের শোণিত।
 দেখিয়া যুবক অতি হৃদয়ে হর্ষিত ॥
 নিরখিয়া নপতিরে দাস দুই জন।
 নারীকে মারিতে ক্ষান্ত হৈল সেইক্ষণ ॥
 মালিক নাজীর চিনিলেন সে বামারে।
 বোগদাদে বিভা করেছিলেন যাহারে ॥
 চিনিয়া না চিনিলেন হেন ভদ্রিকরে।
 দাসঘরে জিজ্ঞাসিল। স্বগভীর স্বরে ॥
 ওরে দুরাচারঘর পামর চূর্মতি।
 কি কারণে কামিনীর করিছ হুগতি ॥
 দাস প্রযুখাং জানি এই নরপতি।
 নপতাবে ত্রাসে শেবে কহে স্বপতি ॥
 গুন মহারাজ। পদে করি নিবেদন।
 রক্তান্ত জানিলে দোষ করিবে মার্জন ॥
 এই যে রমণী হয় বনিভা আমার।
 বিবিধ করিয়াছে রম অপকার ॥
 অনুজ্ঞা হইলে পদে করি নিবেদন ॥
 (সুপবলে) বল ভবে ইহার ॥

গায়ল উদ্দীন মুহম্মদ নাম মন
 পৃথিবীতে নরাধম নাহি মন সম ॥
 মন খুলতাত বসরার নরপতি ॥
 পুত্র মন করিতেন স্নেহ মন প্রতি ॥
 বোগদাদ নগর হইতে কিছু দূর।
 সেই স্থানে থাকিতাম নির্মায়া পুর ॥
 এক দিন মংগা খরিবারে করি মন।
 সরোবর তীরে আমি লয়ে দামগণ ॥
 হেনকালে এ নারীকে করি দরশন।
 সন্তাষ করিতে মন হৈল আকুল ॥
 জ্ঞানবৃত্ত দেখি এরে করি অনুময়।
 কহিলু বিশ্বাম কর আমার আশ্রয় ॥
 ইহার সঙ্গেতে ছিল এক জন নর
 আকারেতে বুকিলাম ইহার কিঙ্কর ॥
 সম্মতা হইল বামা আমার বচনে।
 যতনেতে অঙ্গনায় আনিবু অঙ্গনে ॥
 বিবিধ কথার হলে করিয়া বিনয়।
 অবশেষে জিজ্ঞাসিলু এর পরিচয় ॥
 কহিল আমারে বামা গুন পরিচয়।
 বোগদাদ নগরেতে আমার আশ্রয় ॥
 তথাকার নরপতি সভাসদ তাঁর।
 গুন গুণনিধি হয় জনক আমার ॥
 অনুচা কামিনী আমি থাকি পিতৃবাস।
 প্রবল হৃদয় মধ্যে বিরহ হতাস ॥
 বিবাহের কালপ্রাপ্ত দেখিয়া আমারে।
 মন বিভা দিতে পিতা করিল অন্তরে ॥
 ব্রহ্ম এক আমীর সে আছিল রাজার।
 তারে মোরেদিতে পিতাকৈল অঙ্গীকার ॥
 শিখিল ইঙ্গিয় সেই কুরুপ দর্শন।
 তাহে ব্রহ্ম অরাতুর বিহীন দর্শন ॥
 নবীন বৈধনা আমি অভ্যাস করিল।
 কেমনে ব্রহ্মর সহ পুরিবে মানস ॥
 তার হস্ত হতে আমি পাইতে নিভার।
 আপনার পিতৃবাস করি পরিহার ॥
 এই ককরে সব বরণ্য করিয়া।
 নিশাকালে গোপনেতে আমি পলাইয়া ॥
 রমণীর এ কথার হইল প্রত্যয়।
 দেখিয়া ইহার স্থানে হীতক নিহয় ॥
 পদে ক। নাম আমি কামিনীর প্রতি ॥
 নির্ভয়ে আমার কামে ক। বল্যক ॥

বসি তা বলিল মম এই আকুঞ্চন ।
 তই সহ বুখে কাল করিতে বাপন ॥
 কিন্তু যেই ভুল পথে এসেছে আমার ।
 কি আমি দেশেরে গিয়া করয়ে প্রচার ॥
 কোনহলে যার দাসে দেহ ভাড়াইয়া ॥
 কেনহুপে কেন হেথা না আসে কিরিয়া
 ইহার সন্ধান বেন কিছু নাহি পায় ।
 এইরূপ কুতি ভুবি করহ সুরায় ॥
 এই ভাবে মম দাসে কচিহু তখন ।
 রমণীর কিঙ্করের স্বরিতে চেতন ॥
 মম অনুজায় দাস সঙ্কর হইল ।
 সুরাসহ চূর্ণ এক মিশাইয়া দিল ॥
 সেই সুরাপাত্র তাঁরে করিল প্রদান ।
 সেজন আনন্দসহ করিলেক পান ॥
 সেই সুরাপান মাত্রে চেতন হরিল ।
 ভ্রুমিতলে সেই স্থলে নিদ্রায় মোহিল ॥
 মমাদেশে মম দাস তাঁরে কহে তলে ।
 লয়ে রাখিলেক গিয়া সরোবর কূলে ॥
 আর দাসগণে আমি কহিহু তখন ।
 যদি যেই দাস পুনঃ করে আগমন ॥
 প্রহার করিয়া তাঁরে দিবে ভাড়াইয়া ।
 কোনমতে এই স্থানে না আসে কিরিয়া
 বা কহিহু ভূত্যগণে করিল ভেমন ।
 সেই দাস পুনঃ নাহি কৈল আগমন ॥
 তদন্তর কহি আমি রমণী গোচরে ।
 কিছু চিন্তা নাই সেই কিঙ্করের তরে ॥
 যোগদানে যদি সেই যায় পুনর্বার ।
 ভবু এইবিষয় নাহি হইবে প্রচার ॥
 কিন্তু পুনঃ তাবি মনে যদি ইচ্ছা হয় ।
 এত ভাবি শুজিলাম আপন আলয় ॥

সেস্থান হইতে করি বলরায় বাস ।
 কোটিকে কারিনী সহ পুরে অভিনায ॥
 কিছু দিন এইমতে করিহু বসন ।
 শেতর ভাঙননে বিধাতার বিকলন ॥
 গাইলাম সমাচার যোগদান-পতি ।
 ক্রোধিত হয়েহে মম বুলভাত প্রতি ॥
 প্রতিজ্ঞা আপন মনে করেহে রাজন ।
 অক জনে দিতে বলরায় সিংহাসন ॥

আমাদের পরিবার হিত বতজন ।
 করিবেন সবাকারে আশেতে নিখন ॥
 এই তরে বলরা তাজিয়া কুইজন ।
 অপভার বহুমুলা লইয়া রতন ॥
 নিভুতে রমণী সহ করি পলায়ন ।
 আপনার নগরেতে করি আগমন ॥
 পৌছিয়া হেথায় এক বাগি ভাড়া করি ।
 রমণীর সহ বঞ্চি দিবস শরীরী ॥
 হয়ে ললনার প্রেম অমুরাগ গামী ।
 ধর্ম্মত বিবাহ এরে করিয়াছি আমি ॥
 প্রাণপণে ভুবি মন করিয়া বতন ।
 তাবি সদা এই বেন হৃদয়ের ধন ॥
 প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি অন্তরে আমার ।
 সর্বদা বতনে মন যোগাই ইহার ॥
 কিন্তু পাণীয়নী নাকি দুষ্চরিত্রা অতি ।
 নিয়ত করয়ে পরপুরুষেতে মতি ॥
 স্নেহে শৃঙ্খল মম করিয়া ছেদন ।
 মম এক দাস প্রতি করিল মনন ॥
 নিভুতে তাহার প্রতি কহিল রমণী
 যদি তুমি বধ কর মন গুণমণি ॥
 তবে তব সঙ্গে আমি করিব প্রণয় ।
 তুই জনে সুখে কাল হরিব নিশ্চয় ॥
 মম সে কিঙ্কর নাহি অকৃত্য ছিল ।
 নারীর দুর্ব্বল্যে নাহি সম্মত হইল ॥
 সেই দাস আসি মোরে কহিল সকল ।
 শুনি ক্রোধানল হৃদে হইল প্রবল ॥
 ইহার উচিত শাস্তি দিবার কারণ ।
 রমণীরে করিতেছি প্রহার এমন ॥
 মালিক-মহাশয় শুনি এতেক ভারতী ।
 হাস্য করি কহিলেন বুকের প্রতি ॥
 রমণীর যোগ্য যশ এ নহে নিশ্চয় ।
 ধরায় রাখিতে এরে উচিত না হয় ॥
 এত বলি দাসে করে অনুজ্ঞা তখন ।
 নাইল নরীতে এরে দেহ বিসর্জন ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া দাস চলিল লইয়া ।
 তুরঙ্গিণী ঘোড়ে তাঁরে দিল ডালাইয়া ॥
 নদীর প্রবাহে তাকে লইয়া চলিল ।
 অরণ্য নিকট তাঁরে তাহারে রাখিল ॥
 তথায় নিধন প্রাপ্ত হইলে ডাকার ।
 শব গন্ধে নগরেতে হৈল মহাধার ॥

তারার অঙ্কুর গন্ধে হৃদয় পূরন ।
প্রজার করীরে বর রোগের অনন ॥
দুষ্টার অন্ধকার অন্ধ প্রজার এমন ।
ত্রিশং মহল প্রজা হইল নিধন ॥

ময়ীযুখে নররায়, উপাখ্যান সমুদায়,
অবণ করিয়া অতঃপর ।
সিংহাসন পরিহারি, উঠিলেন স্বরাকরি,
ময়ী গেল আপনার ঘর ॥

বধিবারে স্বসন্ততি, মাতৃকেরে অলুমতি,
সে দিন না দিগে নরেশ্বর ।
অনুচর লয়ে সঙ্গে, শীকারে গেলেন রক্ষে
তথা শেষ করিয়া বাসর ॥

প্রদোষে প্রাসাদ মধ্যে, অগ্নিয়া রমণী
সঙ্গে,) রাণীসহ বসিলা আহারে ।
কালপেয়েপাটেশ্বরী, পতিপ্রতিশ্রমকরি
সকপটে কহিছে রাজ্যারে ॥

মহারাজ একিকান্ন, নাহি লাজ করবাজ,
বধিবারে দুর্জা নন্দনে ।
ময়ীদের মন্ত্রণায়, মোহিত হইয়া রায়,
মমতা বাড়ালে এইক্ষণে ॥

আপন কল্যাণপ্রতি, দৃষ্টিনাহি নরপতি,
বন্ধ হইল মন্ত্রিবাক্য জালে ।
বিলম্ব করিছ বত, বিপদ বাড়িছে তত,
প্রমাদ ঘটালে শেষকালে ॥

নিকট বিপদ যার, সুহৃদের বাক্য আর,
বিসতুলা বোধ হয় তারে ।
আমর হইলে কাল, নাহিদেখে পাশজাল,
কত আর বুঝাব তোমারে ॥

গত নিশি যে স্বপন, করিয়াছি মরণ,
কহিতে হৃদয় কেটে যায় ।
সহজেঅবলা নারী, না করে রহিতেনারি
সেই বেহু কহি কে তোমায় ॥

স্ববর্ণের গোলা এক, শোভিতার অতিরেক
হীরক নিকরে বিমণ্ডিত ।
তুমি তাহা লয়েকরে, বুকিছপুলকান্তরে
একেশ্বর কোড়ক সহিত ॥

হুজিহান তব পাশে, থাকি সে গোলায়
আশে,) তব স্থানে চাড়ে আর ২ ।

তুমি দিতে অধীকার, করিলে যে বাক্য
বঞ্চিত করিলে আশা তার ॥

কিন্তু তব করুণ, দৈবে গেল। অপহৃত
হয়ে তার করেতে পড়িল ।
না জানি মর্যাদা তার, তব গুণহারা
সেই গোলা পাবণে ভাঙ্গিল ॥

প্রস্তর আঘাতে চূর্ণ, হইল সে গোলা
হীরা সব পড়িল ছিঁড়িয়া ।
আমি সেইক্ষণে গিয়া, একে কুড়াই
তব করে দিলাম তুলিয়া ॥

তদন্তরে নরপতি, চকিত হইয়া অগ্নি
নিদ্রা ভঞ্জে উঠিল ভাগিয়া ।
হেরে সেই কুহপন, অস্থির আমার মন
থাকি থাকি উঠিছে কান্দিয়া ॥

এতক বচন শুনি, কহিছেন নরপতি
এ স্বপনে কিবা জানাইল ।
রাজ্য কহেন নরায়, শুন করিছে তোমার
স্বপনে যা বিজ্ঞাত করিল ॥

স্বর্ণ গোলাতবকরে, রাজ্যের আদর্শমণ্ড
নুজিহান বাঞ্ছা করে যাহা ।
কিন্তু তুমি বর্তমানে, রাজ্য তারপুত্রহানে
দিতে নাহি বাঞ্ছা কর তাহা ॥

কুমার চুষ্টতা করি, সে গোলা করে
ধরি,) পাবণ আঘাতে চূর্ণ করে
ইথে জানাগেল যাহা, শুননাথকহিতাহ
স্বকপেতে তোমার গোচরে ॥

যদি তুমি স্বনন্দনে, বিবারণ এইক্ষণে
নাহি কর পড়িয়া মায়ার ।
লয়ে রাজ্য অধিকার, করিবেক হারখা
বিবাদেতে ফেলিব তোমার ॥

আমি হীরা কুড়াইব, তব হস্তে মরণ
ইথে এই হইল প্রমাণ ।
কুমারের দুর্জায়ায়, সম্রাট না হয়ে তায়
রাখিলাম তোমার সম্মান ॥

স্বপনের কথা শ্রুতি, অস্তরে বিচার করি
হুশিয়ার করছ সংগ্রহণ ।
সবস্তুকিন নামে ভূপ, করিলেন যেইরূপ
মন্ত্রি বাক্য করিয়া অবণ ॥

তুঙ্গভট্টের জীবনকাণ্ড

পতি সুবক্ত-কিছ পারমাধিপতি ।
 ব্যা বুঝি পৌরব জ্ঞাপনকৃত অতি ॥
 মাগুণ অকুপার মহিমা অপার ।
 দ্বিবি বীরা গাভীরা উদার্যের আধার ॥
 জাজম-বলত কুলত মানবেতে ।
 বহি বিবর্তিত প্রীতিপাত্র এ জগতে ॥
 বীরাণে সুভদ্রার উদার ভাষার ।
 হলেন অশেষ মীন তরুণি কাণ্ডার ॥
 নন্দ হইয়াও এত গুণের নিলয় ।
 গয়া ব্যস্তকি তাঁর ছিল অতিশয় ॥
 হুজুর নিকর সর্বদা সঙ্গে নিয়া ।
 মিডেন পশুকুল নিয়ন করিয়া ॥
 গয়ায় পুরত হইয়া রাজন ।
 বহিডেন নিরবক সময় হরণ ॥
 রাজকাৰ্য্যে মনোযোগ তাহে নাহি ছিল
 মিনের ব্যতিক্রম হইতে লাগিল ॥
 রাজকাৰ্য্যে রাজেন্দ্রের উদ্যম কারণ ।
 লাগিল নগরী সব হইতে পতন ॥
 হুজুরাণ্ডে সংকর প্রাসাদ সকল ।
 লক্ষ্যে পাইল যবে স্বপ্নের কবল ॥
 যবে বিশৃঙ্খল ঘটয়া উঠিল ।
 কুলের ভবন সব প্রবল হইল ॥
 নির্দে কয়ে জ্যোতি অরাতি ব্রহ্মি হয় ।
 নগর বর্জন করে মিলি লক্ষ্যায় ॥
 প্রজাদের ঘন প্রাণ রক্ষা করা তার ।
 অকুলে পড়িয়া সব করে হাতাকার ॥
 আপনার ঘন প্রাণ করিতে রক্ষণ ।
 কেহ কেহ দেশছাড়ি করে পলায়ন ॥
 কেহ সর্বদাস্ত হয়ে বিপদে পড়িয়া ।
 অজ্ঞপূর্ণ নেত্রে ভীড়ে চিংকর করিয়া ॥
 ধনিক বণিক সব তেজি বাবসায় ।
 বিপদ হইয়া যবে অন্যত্রে পলায় ॥
 ব্যতিক্রম যোগ্য যোব হই সেইকণে ।
 পণ্য মালা মুক্তি সব ক্রয় প্রজাণে ॥
 বহু জনাকীর্ণ যেই জনপদ ছিল ।
 এবে জন শূন্য যার অরণ্য হইল ॥
 পূর্বে যেই গৃহে ছিল নরের নিবাস ।
 আগিয়া আপন কুল করিল আশ্রয় ॥

শাফল শূকর আমি শুকর নিকর ।
 পালে পালে প্রবেশিল নগর ভিতর ॥
 ভীষণ আকার সব করে ভীষন রব ।
 আরজিল করিবারে যাহ উপদ্রব ॥
 নির্ভয়ে বেড়ায় তারা ঘোরে খায় নরে ।
 প্রজাদের হাহারব হয় প্রতি ঘরে ॥
 কবকে না করে চাল বাস ছাড়ে তারা ।
 পত্তর কবলে পড়ে কত বার মারা ॥
 হাট ষাট বাট বাট তুণে আচ্ছাদিল ।
 শোভনীয় রম্য হস্তে বনজ অম্বিল ॥
 কটকী বকেতে সব পুরিল নগর ।
 ক্রমেতে হইল ঘোর বন ভয়ঙ্কর ॥
 শৈবাল মালায় আচ্ছাদিল সরোবর ।
 বন্য মহিমামি আমি ছাইল শূকর ॥
 যেই সরসীতে কুটি শত শতদল ।
 পথিক জনের নেত্র করিত শীতল ॥
 বাহে পূর্বে মীন সব করিত বিহার ।
 রজত উপম অঙ্গ করিয়া বিস্তার ॥
 বাসিত কমল গন্ধে বাহার জীবন ।
 পান্যপর্শে যুড়াইত পথিক জীবন ॥
 বাহে পূর্বে মধুবুদ্ধ মধুরত গণ ।
 সরোজে বসিয়া সুখে করিত নর্তন ॥
 যার চারিদিকে নানা জাতিভর গণ ।
 কল কুল অলঙ্কারে হইত শোভন ॥
 ক্ষটিক মিশ্রিত যার সোপান নিকরে ।
 করিত আনন্দ দান হৃদয় কমরে ॥
 এখন তাহাতে আসি মহিষের দল ।
 পক্ষিল করেছে সেই সরসীর জল ॥
 মুকুর মদ্র বহু সলিল তাহার ।
 হইয়াছে তব বন পঙ্কজ আকার ॥
 পূর্বে যেই অট্টালিকা ছিল সংকুত ।
 ক্ষটিক মদ্র গুহ্য বরণে শোভিত ॥
 যার চারিদিকে ছিল কৃত্রিম কানন ।
 দ্বিজ পরিবার বাসে করিত চরণ ॥
 আপন আপন হস্তে সুমধুর ধরে ।
 চালিত অস্ত্রি রাশি ক্ষতি যুগপরে ॥
 যেই হস্তে পূর্বে লাগি শিখরিবর ॥
 প্রতিভাতে রমণীয় হইত দর্শন ।
 বাহার গবাক্ষে আসে কামিনী বসন ।
 কমল মদ্র শোভা করিত ধারণ ॥

এখন তাহাতে মত উপস্থাপন
 জানী ভুল করিয়াছে তাঁর মত ॥
 প্রয়োজিত প্রাচীরে শৈলকরাঙ্গী মত ।
 করিয়াছে তার পূর্বে শোভা সব মত ॥
 ছিল কাঞ্চনের কাজ যে নাট্য শালায় ।
 এখন ভীষণ তাহা ভুলক মালয় ॥
 নানা রঙ্গে চিত্রিত যে সব চিত্রাগার ।
 এখন চিত্রিত তাহে শোণিতের ধার ॥
 আতর গোলাব গন্ধে যে গৃহ গন্ধিত ।
 সে এখন পুতি গন্ধে হয়েছে পুরিত ॥
 পূর্বে নিশাকালে যেই ভবন সকল ।
 বর্তিকার আলোকেতে হইত উজ্জ্বল ॥
 এখন যামিনী যোগে খন্দোতের মালা ।
 সেই সব গৃহেতে হয়েছে দীপ মালা ॥
 প্রদোষ সময়ে পূর্বে যে সব ভবন ।
 নিনাদিত কামিনীর মধুর নিশ্বন ॥
 মঙ্গল গীতিকাগানে কর যুড়াইত ।
 এখন তাহাই নিবাকুল নিনাদিত ॥
 ঘোর অমঙ্গল রব করে শিবাগণ ।
 অরণে অমনি হয় বধির অরণ ॥

নৃপের অনবধান হেতু এই সব ।
 ঘটিল হইল তাহে মহা উপদ্রব ॥
 খালায়ান নামে মুখ্য অমাত্য রাজার ।
 বুঝে বহুপতি সর্ব গুণের আধার ॥
 রাজ্যময় এই নশা করিয়া নশন ।
 অতিশয় খেদ-যুক্ত হৈল তার মন ॥
 সচিব সতর্ক হুৎপ করিবে কেমনে ॥
 এই চিন্তা করিতে নশা তার মনে ॥
 নশা করিতে শক্ত নহে কোন মতে ।
 কি জানি বদ্যপি পড়ে যুগ কোণ পথে
 হতাবস্থা প্রকৃষ্টন হতন হতন ॥
 হিতে বিপরীত তাহে প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ ॥
 বিশেষ ব্যসনাসক্ত হইলে রাজন ।
 কোন মতে নাহি শুনে প্রবোধ বচন ॥
 আপনার অভিলাষ পূরণ কারণ ।
 অনায়াসে করয়ে গতিত আচরণ ॥
 নরনাশ কর তরু নাকি দেখে চেয়ে
 অবহেলা করায় বিজয় সব পেয়ে ॥

এ কারণ খালায়ান না পারি সময় ।
 কেমনেতে দিবে অনিষ্টের পরিচয় ॥
 টনবে একদিন সেই অবনীভূমি ॥
 মজীলহ যুগয়ায় করিল গমন ॥
 নানা কথা এসনে পুলক হই জন ।
 ক্রমে ক্রমে বহু দূর করিল গমন ॥
 হেনকালে কাল পেয়ে সচিব প্রবর ।
 পার্থিবের প্রতি কহে হুঙ্কে ঘোড়কর ॥
 আচরণে নিবেদন করি দণ্ডধারি ।
 পক্ষীরের ভাষা আমি বুঝিবারে পারি
 কি পাণ্ডিত্য দহিয়াল জুতি বিরামন ।
 অথবা যাত্রেতে বুঝি এদের বচন ॥
 ইত্যাদি বিমানচর মত আতি হয় ।
 সবাচার ভাষা আমি বুঝি সন্মুদায় ॥
 (নৃপতি কহিল) মজি। সেক্ষেত্র কি এম
 বিহগের ভাষা তুমি করেছ শিক্ষণ ॥
 (সচিব কহিল) শুন শুন নররায় ।
 উদাসীন এক ইহা শিখায় আমায় ॥
 তাঁর রূপাণ্ডনে পাইয়াছি বিদ্যা সার ।
 অতি চমৎকার ইহা অতি চমৎকার ॥
 ঐযুগের অমুখ্য এ কিসেরের প্রতি ।
 হইবে বখন শুনিবেন নরপতি ॥

এইরূপ কথোবন্ধধনে হই জন ।
 যুগয়া করিয়া বনে করিছে ভ্রমণ ॥
 তীক্ষ্ণ শর শরাসনে করিয়া সম্মান ।
 বহিল ভূপতি বহু যোগ্যময় প্রাণ ॥
 প্রাণভয়ে পশু কুল করে পলায়ন ।
 কেহবা ভূপতির বাণে পাইল মরণ ॥
 বনহুলী সঙ্কুল হইল ভীমরবে ।
 হরিণ হরিণীগণ চমকিত মনে ॥
 পশুবাড়ী নরপতি হইয়া উদগণ ।
 কাননেতে করিলেন দ্বিবৎ শাপন ॥
 হেনকালে সজ্জা জালি হইল উদয় ।
 নরের আত্মর কুল্য দ্বিবা হয় কয় ॥
 দিনকর অজ্ঞাতনে করিল গমন ॥
 সজ্জা রাগে শূন্যময় প্রাণিত বরণ ॥
 নীলা স্থান হইতে আনিয়া পক্ষীগণ
 আবার তরুতে করে আশ্রয় গণ ॥

ক পুটে খুঁটা সুব করি আঁকরণ ।
 স্নেহে শব্দকবিরে করয়ে অর্ঘ্য ॥
 এককে পুণিত হৃদয়কবির সফল ।
 আপন আপন স্বর্গে কবে কোলাহল ॥
 মন মন হৃদয়কবির সফরে ।
 পুণ্যকবির আশ্রিত হুই কবে ॥
 গুণিত ফেলিল কুল ভ্রমর গুঞ্জিত ।
 ককর দেহে কুল সব হয় বিধিস্ত ॥
 গিরিয়া ভিমির আল আশ্রিতে শরীরী ।
 তেরজ নয়নে ইহা মিলীকণ করি ॥
 রমণী লিখিত ভূপ হয়ে দরবিত ।
 গীতের বাইতে বাজা করিল ক্ষুরিত ॥
 আসিতে আসিতে মিলিখিল চপবব ।
 গাইছে তুটা পোঁচা বোলে বজের উপর ॥
 গাটাদিগে নিরখিয়া অবনীভূষণ ।
 গদ্বির প্রতি আজ্ঞা করিল তখন ॥
 বাহ মগ্নি ভানিয়া আইল বিবরণ ।
 কবাব এরা করিতেছে কথোপকথন ॥
 যবে আজ্ঞা বসিয়া মগ্নী করিল গমন ।
 সুই রক্ষ হুলে আমি ছিল দরশন ॥
 মোসংযোগেতে কর্ণ হুলে হাত দিয়া ।
 ককাল সেই স্থানে রহে দাঁড়াইয়া ॥
 স্নেহ রাজ সন্নিধানে করিলে গমন ।
 কহে হুপ ককর, কি শুনিলে বিবরণ ॥
 শুনিতে ইচ্ছা কইয়াই মম মন ।
 শকাশিয়া পূর্ণ ককর মম আকুল ॥
 মমতী বলে) প্রেমের কবি মিথেন ।
 কবি মম অপরাধ করেন মার্জন ॥
 তবে ওয়া বা ককিল কহিবারে পাবি ।
 মেলাখা অভয় বিনে কহিবারে নাই ॥
 হুপতি ককিল) কইবে কিচিট্টা ভোমান
 নিকটে আসিয়ে কই করিয়া নিজাব ॥
 মগ্নীকলি পুটে মগ্নী কটন ভখন ।
 ককর করি ককর ককর অবধ ॥
 ককরের প্রেমেরে বিদ্যে ককর ॥
 কহিতেছে পরস্পর বচন বিরল ॥
 ওই কুট পৌরকের শুন বিবরণ ।
 একের ককিল) আইছে একের নন্দন ॥
 হুতের জনক খেই সুতার জনকে ।
 দেবদিকী ব্যবহারে কহিছে শুলকে ॥

ওহে ভাই প্রেমের কবি প্রাণিধান ।
 যদি মম পুণ্যকবির ককর সপ্রদান ॥
 ভাষাতারি কৌতুক ককর দান ধরি ।
 চাই আমি পঞ্চাশত উৎসব মগ্নী ॥
 একবার কন্যাকান্তা করিল উত্তর ।
 ওহে ভাই পঞ্চাশত আতি ভুচ্ছতর ॥
 যদি তুমি উচ্চা কর করিতে গ্রহণ ।
 পাবি আমি পঞ্চাশত করিতে অর্পণ ॥
 থাকিলে পান্য অধিরাজ বর্জমান ।
 অসংখ্য মগ্নী পারি করিতে প্রদান ॥
 এই সে প্রাণনা সর্ব দেবের সমাজে ।
 দীর্ঘ আনু করম পারস্য অধিরাজে ॥
 পারস্যের অধিনাথ রবেন যাবৎ ॥
 এ বিষয়ে কিছু চিন্তা নাহিক ভাবৎ ॥
 এ রূপ কহিতেছিল পোঁচ, মগল ।
 আপনার ঐপদে কহিল অরিকল ॥

মপতি ছিলেন অতি চতুৰ প্রবান ।
 উজ্জিত্ত মগ্নীজারী সুখীর বিধান ॥
 মগ্নীজার মগ্নী কথা কয়ে অবগত ।
 প্রজানাথ সতর্ক হলেন পূর্বমত ॥
 মগ্নী অববেক হুত দোষ মনুল ।
 জানিয়া কুখিত হইলেন অতিশয় ॥
 পূর্বমত সতর্ক কইয়া হুতবণ ।
 বাসন ত্যজিয়া রাজকার্যে মন মন ॥
 সুস্থখল করিলেন প্রাণের শাসন ।
 করিলেন বিধমত নিরম স্থাপন ॥
 মগ্নী হইলেন যে যে মগ্নী জাগর ।
 পুনর্বার তাহার করেন সংস্কার ॥
 হাট মাট মাট মাট হল পবিকাথ ।
 পূর্ব রূপ হৈল ভাষা শোভার আধার ॥
 পগাতক প্রভা সব আসি পুনর্বার ।
 কনিল বসতি তথা ময়ে পল্লিবার ॥
 পূর্বরূপ রাগ রংগ লকলে রহিল ।
 হুপতির বর্ষ গান গাইতে লাগিল ॥

যেই কালে এ আখ্যান, করিলেক মগ্নী-
 ধান,) মগ্নী মগ্নী পাণ্ডুলী ।

সেই কালে মররার, অসন্ত অনল প্রাণ,
মসীময় টেক বোধ খণী ॥

নারীকৃত প্রতীকিত, বোধবিধু বিবর্তিত,
অহিত সন্ধ্যায়ী ভূতুধণ।

রাণী কাহ্নে সৈক্যণ, করিলেন দৃঢ় মন,
পুল্ল শির কবিত্তে হেদন ॥

রাণী প্রতিসংঘোষিয়া, কহিছেন প্রবোধিয়া,
ভেবোন প্রেয়সি! কিছু আর।

তোমার বাক্তিত্বাহা, কানিসিদ্ধ হবে তাহা,
শত্রু তব হইবে স'হার ॥

ভগবান বিভাকর, বিস্তারিয়া নিজ কর,
কলা মবে প্রকাশ পাইবে।

যে তব টুটসমান, করিলেক অপমান,
যমবাসে তখনি বাটবে ॥

এই কপে প্রবোধিয়া, ভামিনী রেশান্তাইয়া
শয়ন মন্দিরে প্রবেশিয়া।

সুবুঞ্জি মতিলাবেশ, কবিয়া যামিনী শেব,
শয্যা তেজে ঈশ্বরে পরিয়া ॥

প্রাতঃকৃত সমুদায়, সমাপন করি রায়,
বার দিল সমাজ মন্দিরে।

সচিব সদসাগণ, সকলেতে আগমন,
সেই কালে করিল অচিরে ॥

ভট্টগণে রায়বার, গাইতেছে অনিবার,
বন্দীগণে স্তুতি পাঠ করে।

বাজনী লইয়াকরে, কিঙ্করে বাজন করে,
ছত্রধরে শিরে ছত্র ধবে ॥

নরপতিহাসিকিন, হয়ে অতিক্রোধাধীন,
কিঙ্কর নিকরে আত্মা করে।

পুরাতেরাণীর আশ, বিহীন করি লেহপাশ,
হুজিহানে আনিতে মকুরে ॥

যত্নম সচিব যেই, কেন কালে উঠি সেই,
ভূপতিরে করবোহে কহ ॥

তবপদেহে রাজক, দারিদ্র্য এ নিবেদন
বধোনাফা আপন তর ॥

দীপ কাল বীজিবার, সাধ খাটাই হে
তোমার, থাকিতে এ অবনী মণ্ডলে

তবেমদ্রিদের ভাবে, উড়াওনা উপহাসে
যদপি থাকিবে সুকুলে ॥

ঐশ্বরের বোধোত্তি, যাতে কদ্ব বুদ্ধিভী,
এই চিন্তা করি অকুল ॥

পুল্ল সহ প্রজাগণ, কল্পিবেন সুপালন,
পাইবেন অসন্ত জীবন ॥

একমাত্র আলম্বন, রাখিতে এমিহাসন,
যেই তব হৃদয় নন্দন।

তাহার জীবননাশি, তৈয়্যনাকোঅবিধানী,
ধরাধামে তুমি হে রাজন ॥

কুমন্ত্রণা যে তোমার, দিতেছেহে মররার
ইহাতে লে ভুট্ট নাহি হবে।

তোমার জীবননাশি, আনন্দ সাগরে
ভানি) সর্বনাশী ক্ষান্ত হবে তবে ॥

বিলম্বে অথবা আশু, নাসিবে তোমার অসু
সেই কুলহর, কলঙ্কণী।

যেন বানপ্রস্থার্জনে, ভুলাইল কুমন্ত্রণে,
ছুত এক, ওম সে কাহিনী ॥

বানপ্রস্থ্য বরসিয়ার

উপাখ্যান।

পুরা কালে ছিল এক ধার্মিক সূজন।

ঈশ্বর ভজনে কাল করিত কাশন ॥

বিষয়ে উদাস্য সন্ন্যাসিনী সুরী।

শুচি সন্যাসিনী স্বাক্ষরান জ্ঞানী বীর ॥

জিতেন্দ্রিয় হিংসাশূন্য, অতি, পুণ্যবান।

জগত ব্যাপিয়াছিল তাহার স'মান ॥

অকামী অকোণী, এর উপকারে রত।

সুশীল সাধুতা, পুণ্য কর তপ কত ॥

নিরালস্য ক্রম প্রমা প্রমাণ রহিত।

অত্যাধি বিগত নিজা নির্মল হৃদিত ॥

অনশনে দ্বিবাভাস করিত ইচ্ছা।

কখন পক্ষান্তর কহু নাহাত্তে ভেদন ॥

এই কপে শত বর্ষ বনে পেরিছিল।

তাহার সুখ্যাতি সক ভবনে তরিল ॥

নিরন্তর ধ্যানরত সন্ন্যাসিনী

কার মনে অনশনে ভাসিতেন ইষ্ট ॥

বারমিল্য তাহার নাম সর্ব গুণধাম।

অশ্রিত অনার, পুরাইত মনকার ॥

অরণ্যান্তরালে ছিল আশ্রম তাহার।

যুগে যুগে সেই স্থানে কবিত্ত কিছা ॥

নগরস্থ লোক বত মঙ্গল কারণ

তার দ্বারা করাইত শুভ বৃত্তায়ন ॥

কখনা করিয়া নহে ভাবিত বাহা ।
তাহার প্রসাদে কখনো হৈত তাহা ॥
মসিখিত বহীর অঙ্গ বহু সরাহুর ।
অন্য অন্য রোগে বার নিভান্ত বিধুর ॥
তাহার নিকটে গেলে রোগে মুক্ত হয় ॥
ইথরে খেদ্যে সেই আকোণ্য করয় ।
স্বপ্ন তাহার ভব করিত্ত অবন ।
লোকের মঙ্গল তাহে হৈত সর্বকণ ॥
কায়ো করি অলৌকিক ক্রিয়া সমাপন ।
লোকমাঝে হইলেন প্রতিষ্ঠা তখন ॥

সেই দেশে বরপতি আহিলেন যিনি ।
দৈবাৎ পীড়িত হৈল তাঁহার নন্দিনী ॥
ভূপতির এক মাত্র সেই কন্যা ধন ।
কন্যার পীড়াতে রাজ্য ছাড়িত জীবন ॥
করাইল চিকিৎসা আন্যে বৈদ্যগণ ।
চিকিৎসা করিল ডারা করি প্রাণপণ ॥
আরোগ্য করিতে তাঁরে কেহ সাপারিল
দেখিয়া নরেশ মহা হিঙ্কিত হইল ॥
ব্যাবিপ্রতিক্রিয়া যত করে বৈদ্যগণ ।
ততই কন্যার পীড়া প্রবৃদ্ধি ভীষণ ॥
লোকের অনাথ্য রোগ জানিয়া রাজন ।
সকলক পুরীমর্শ করিল তখন ॥
সকল ক্রান্তির রোগ হুঁই অতিশয় ।
এ রোগ করিতে মুক্ত লোক মায়া ময় ॥
অতএব এই স্থির করেছি এখন ।
বারনিসার কাছে কন্যা করিতে প্রেরণ ॥
পরম তাপস সেই অত্যন্ত প্রবীণ ।
তপস্যায় সমপনে দেহ তার কীণ ॥
বিভূত শরীর তার পুরুষ উত্তম ।
পুণ্যযনি ব্রাহ্মণে নাহি তার সম ॥
সে যদি আমাকে করি করুণা বিস্তার ।
হুঁইতামে এ রোগের করে প্রতিকার ॥
তবেত আশঙ্ক্য হয় নন্দিনী আমার ।
নতুবা উদ্বিগ্ন হইব নাহি সেবি আর ॥
একারণে এই স্থির করিয়াছি সার ।
হুঁইতামে পীড়াইব যতদূর তাহার ॥

এতেক বচন শুনি গুণাসদগণ ।
ভূপতির মুক্তির করিল প্রশংসন ॥
তরুণতর ভূপতির কিসের ডাকিয়া ।
বারনিসা আশ্রমে বালা দিল পাঠাইয়া ॥
এত বে হয়েছে বুড়া বারনিসা তখন ।
হেরি রাজ হুঁইতায় সবিস্মিত মন ॥
চিরদিন নারী সঙ্গ নাহিক বাহার ।
হেরিয়া চপল হৈল নানস তাহার ॥
সত্বক অন্তরে তারে করে নিরীক্ষণ ।
অনন্দের আবির্ভাব হইল তখন ॥
হেনকালে ভুত এক পাপাত্মা নিষ্ঠুরে ।
আনি কহিলেক বারনিসা কণ পুরে ॥
কি কর হে উদাসীন গুনহ বচন ।
বহু তাগো পেলে তুমি রমণীরতন ॥
এহেন সময় যেন না হয় নিশ্চল ।
বাজার কিস্করবর্গে এই কথা বল ॥
অন্য এ কন্যারে রাখ আশ্রমে আমার ।
স্ততি পাঠ করিব রোগের প্রতিকার ॥
আমার আশ্রমে করি বাসিনী যাপন ।
কালি বালা পিতৃলাগ্নে করিবে গমন ॥
আমার সমস্ত বাক্য কহিবে রাজ্যারে ।
কালি প্রাতঃকালে আইন লইতে ইহারে ॥

হুঁইয়া রাজ্য ছাড়িলে কিবা নাহি হয় ।
ভূতের ভাবেতে বোকাই ভুলিত নিশ্চয় ॥
সকল চেতনা তার তখনি হ্রস্ব ।
কহিল কিস্কর প্রতি ভূত্যা বা কহিল ॥
রাজচর একথায় সম্মত না হয়ে ।
এক জন পাঠাইল ভূপের আলয়ে ॥
সমস্ত রাজ্যারে গিয়া দাস জানাইল ।
গুনিয়া ভূপতি তাহে সম্মত হইল ॥
কহিল আমার ইথে নাহিক সংশয় ।
যত দিন থাকিবারে প্রয়োজন হয় ॥
ততদিন ভনরা থাকুক সেইস্থলে ।
আরোগ্য হইলে হেথা আসিবে কুশলে ॥

পাইয়া রাজার আশ্রয় পাইয়া কিস্কর ।
রাজ্যদেশে সকলক করিল পোহার ॥

তুরকীয় ইতিহাস ।

শুনি সবে যোগী স্থানে কন্যার রাখিয়া ।
 আইল সকলে তারা বিদ্যার হইয়া ॥
 হেনকালে আসি ভূত কহে পুনর্বার ।
 কি কর বারসিমা কেন বিলম্ব তোমার ॥
 ধরণীর মধ্যে তুমি অতি ভাগ্যবান ।
 সেই হেতু হেন নিধি আছে তব স্থান ॥
 এ হেন লাভ্যবতী বসুমতী তলে ।
 কার ভাগ্যে ঘটে নাই কহিলু বিরলে ॥
 অতএব শুভকার্য্যে দেরি কেন আর ।
 অচিরে সংসিদ্ধ কর অতীষ্ট তোমার ॥
 প্রচার না হবে কভু তোমার কাহিনী ।
 জগতে প্রশংসা তব হয়েছে ব্যাপিনী ॥
 যদি বালা এই কথা কভু কারে কয় ।
 তোমার সমুপে কেবা করিবে প্রত্যয় ॥
 প্রথমের এই উক্তি করিয়া জবণ ।
 বারসিমা বিজ্ঞান পথ বিস্তৃত তখন ॥
 মনের ঐর্ষ্যতা দূর হইল তাহার ।
 ক্রমে সমীপস্থ হৈল ভূপতি বালার ॥
 অন্ধেতে অনন্ত তাব হয় উদ্দীপন ।
 করে ধরি কামিনীরে কৈল আলিঙ্গন ॥
 শত বর্ষাবধি সাধা যতনে রাখিল ।
 পলকের মধ্যে তাহা সকলি নাশিল ॥

ভূপতি হইয়া ক্ষাত এ দৌৰ তোমার
 হুম্ম দিয়া করিবেক জীবন সংসার ॥

ভূতের বারতা শুনি বারসিমা তখন ।
 বিবাদে বিমগ্ন চিত্ত অতি-ক্লম্ম মন ॥
 ইহার উপায় এবে কি করিব আমি
 বিশেষ করিয়া মোরে বল মনগামী ॥
 কহিছে পিশাচ রাখ শুনহ বচন ।
 আর এক অপরাধ করহ এখন ॥
 রাজার কন্যাকে এবে বিনাশ করিয়া ।
 তোমার আশ্রমাস্তিকে রাখহ পুতিয়া ॥
 রাজার কিঙ্কর সব আইলে হেথায় ।
 হলে তুমি এই কথা কৈও তা সবায় ॥
 হেথায় আরোগ্য হয়ে রাজার নন্দিনী ।
 প্রত্যুষেতে রাজবাণী গিয়াছে কামিনী ॥
 তব বাক্যে তারা সবে করিবে প্রত্যয় ।
 কেহ তব প্রতি দোষ না দিবে নিশ্চয় ॥
 ইত্যন্তত তাহার করিবে অশ্বেষণ ।
 না পাইয়া কান্ত তারা হইবে তখন ॥
 ভূপতি হইবে তাহে মুগ্ধিত নিতান্ত ।
 রখা অশ্বেষণ ভাবি মনে হবে কান্ত ॥

অন্ধ বিজ্ঞান তার বন্ধন ছুটিল ।
 সেইকালে জ্ঞান বুদ্ধি পুনঃ উপজিল ॥
 বিজ্ঞান কণ্টক করে ছদয় বিদার ।
 সেই দুঃখে ভূতে যোগী করে তিরসার ॥
 রে তুরাক্স! এই ছিল মনেতে তোমার ।
 একেবারে ধর্ম্ম নাশ করিলি আমার ॥
 শতবর্ষাবধি চেষ্টা করি অশেষ ।
 আমার ধর্ম্মের পথ করিলি নিঃশেষ ॥
 ত বলে অকুরোগ করোনা আমার ।
 তুঞ্জিলে অশেষ দুখ আমার রূপায় ॥
 কিন্তু পুনঃ শুন এক আমার কাহিনী ।
 তব যোগে গর্ত্তবতী হয়েছে কামিনী ॥
 তোমার এ পাপ হবে লোকের গোচর ।
 লোক যাজে ক্রমে তুমি হবে হত্যার ॥
 সাহারা এক্ষণে করে মর্ষণা তোমার ।
 এক্ষণে করিবে তারা তব তিরসার ॥

ঈশ্বর নিতান্ত তাজিয়াছে সোণিবরে ।
 সেই হেতু ক্রমে তার হত বুদ্ধি ধরে ॥
 প্রমথের পরামর্শ করিয়া গ্রহণ ।
 রাজার কন্যার প্রাণ বধিয়া তখন ॥
 আশ্রমের এক দিগে পুতিয়া রাখিল ॥
 নিভূতে সারিল কাজ কেহ নাজানিল ॥
 পর দিন প্রত্যুষে রাজার দাসগণ ।
 ভূপতির তনয়ার করে অশ্বেষণ ॥
 যোগী কহে সুস্থ হয়ে রাজার নন্দিনী ।
 প্রত্যুষে এখান হতে গিয়াছেন তিনি ॥
 শুনিয়া কিঙ্কর সব তাহার লাগিয়া ।
 ইত্যন্তত তারে লহ বেড়ায় খুজিয়া ॥
 ভূত আসি জানাইল রাজার কিঙ্করে ।
 রাজকল্যাণ সহ যোগী যে বাতীর করে ।
 বিনাশিয়া তারে রাখে বখার পুতিয়া ।
 সেই স্থান দাসগণে দিল দেখাইয়া ॥

হুঁতের সঙ্গিনী রাণী কান্ডালা জোমার
 অবিরত জোমারে লে কুমন্ত্রণা দিয়া ।
 দারুণ বিপদার্থে দিবে ফেলাইয়া ॥
 অগ্রে তব পুত্র প্রাণ করিয়া সংহার ।
 পশ্চাতে জীবন রাত্ণা বধিবে তোমার ॥
 ইহার বিধিত বাধা করহ আপনি ।
 অধিক জোমায়ে কিবা কব যুগমণি ॥
 সচিবের সমুত্তর করিয়া অরণ ।
 সে দিন হইল কান্ডা বধিতে মন্দন ॥
 প্রদোষে শীকার হতে বখন ভূপতি ।
 অনুচর সঙ্গে আইল আপন কলতি ॥
 রাজার মহিষী রুষ্ঠী হুসে মন্ত্রিগণে ।
 কহিতে লাগিল রাণী হুপের সদনে ॥
 মন্ত্রিদের মন্ত্রণার তুলে মরপতি ।
 অদ্যাপি বধিতে কান্ডা তুরাঙ্গাসত্তি ॥
 বিশ্বাসঘাতক বাক্যে করিয়া বিশ্বাস ।
 আপনি প্রাণিলে আধ আপন বিনাশ ॥
 তাহার সকলে ঈর্ষা করিবে আমার ।
 আমারে বধিতে ইচ্ছা আছে তাসবার ॥
 আমি যে নিষ্ঠুরা নারী তাহার সূজন ।
 এই শ্লাঘা মনে মনে করে মর্ষজন ॥
 তাহাদের প্রতি তব বিশ্বাস অধিক ।
 এ জন্য আমার বাক্য মানিহ অলীক ॥
 তাহার দিতেহে বাধা কুমার নিধনে ।
 যে বেহু উদভা আমি তাহার হননে ॥
 এ নহে দম্ভার কার্য তাহাদের মনে ।
 আমারে জিনিবে কিসে বাঞ্ছা অনুজ্ঞে ॥
 অনেকে কুমন্ত্রণা অতি তব মন্ত্রিগণে ।
 যুদ্ধে বাহিক কেহ তোমার সমাজে ॥
 রাখা উৎসব তুমি করেছ এদান ।
 কেহ নাহি রাখে ভূপ তোমার সম্মান ॥
 তাহাদের বাক্য যদি চিন্তা কর মনে ।
 সে আপ বিব্রো রাত্ণা পড়িবে একপে ॥
 যে আপে হারুণ ভূপ বোগদান পতি ।
 হয়েছিল চিন্তাবোগে অধিনয় অতি ॥
 সেই উপাখ্যান রাত্ণা করহ প্রকাশ ।
 তাহাতে হইবে তব অপমান ॥

হুঁতের সঙ্গিনী রাণী কান্ডালা জোমার
 অবিরত জোমারে লে কুমন্ত্রণা দিয়া ।
 দারুণ বিপদার্থে দিবে ফেলাইয়া ॥
 অগ্রে তব পুত্র প্রাণ করিয়া সংহার ।
 পশ্চাতে জীবন রাত্ণা বধিবে তোমার ॥
 ইহার বিধিত বাধা করহ আপনি ।
 অধিক জোমায়ে কিবা কব যুগমণি ॥
 সচিবের সমুত্তর করিয়া অরণ ।
 সে দিন হইল কান্ডা বধিতে মন্দন ॥
 প্রদোষে শীকার হতে বখন ভূপতি ।
 অনুচর সঙ্গে আইল আপন কলতি ॥
 রাজার মহিষী রুষ্ঠী হুসে মন্ত্রিগণে ।
 কহিতে লাগিল রাণী হুপের সদনে ॥
 মন্ত্রিদের মন্ত্রণার তুলে মরপতি ।
 অদ্যাপি বধিতে কান্ডা তুরাঙ্গাসত্তি ॥
 বিশ্বাসঘাতক বাক্যে করিয়া বিশ্বাস ।
 আপনি প্রাণিলে আধ আপন বিনাশ ॥
 তাহার সকলে ঈর্ষা করিবে আমার ।
 আমারে বধিতে ইচ্ছা আছে তাসবার ॥
 আমি যে নিষ্ঠুরা নারী তাহার সূজন ।
 এই শ্লাঘা মনে মনে করে মর্ষজন ॥
 তাহাদের প্রতি তব বিশ্বাস অধিক ।
 এ জন্য আমার বাক্য মানিহ অলীক ॥
 তাহার দিতেহে বাধা কুমার নিধনে ।
 যে বেহু উদভা আমি তাহার হননে ॥
 এ নহে দম্ভার কার্য তাহাদের মনে ।
 আমারে জিনিবে কিসে বাঞ্ছা অনুজ্ঞে ॥
 অনেকে কুমন্ত্রণা অতি তব মন্ত্রিগণে ।
 যুদ্ধে বাহিক কেহ তোমার সমাজে ॥
 রাখা উৎসব তুমি করেছ এদান ।
 কেহ নাহি রাখে ভূপ তোমার সম্মান ॥
 তাহাদের বাক্য যদি চিন্তা কর মনে ।
 সে আপ বিব্রো রাত্ণা পড়িবে একপে ॥
 যে আপে হারুণ ভূপ বোগদান পতি ।
 হয়েছিল চিন্তাবোগে অধিনয় অতি ॥
 সেই উপাখ্যান রাত্ণা করহ প্রকাশ ।
 তাহাতে হইবে তব অপমান ॥

বোদ্ধদাসী উদাসীনের উপাখ্যান ।

কালিক-হারুণ নামে নৃপ চুড়ামনি ।
যে কালে বোগ দাদেবাজ্য করেন আপনি
তার অধিকারে এক ছিল উদাসীন ।
ধৃতিহীন কিন্তু ছিল বয়সে প্রবীণ ॥
গৃহোচিত সুখে আশা সদাছিল তার ।
চাহিত উত্তম দ্রব্য করিতে আহার ॥
রাজ্য সদাব্রতে সেই যে কিছু পাইত ।
তাহাতে তাহার চিত্ত সজ্জ্বল নহিত ॥
ভূপতিরে আশ্রয় চুঃখ করিতে জ্ঞাপন ।
স্বহৃদয়ে সর্বদা করিত আকুঞ্জন ॥

এক দিন রাজপুরদ্বাররক্ষী স্থানে ।
উদাসীন আসি কহে তার বিদ্যামানে ॥
ওহে দ্বারি ! গিয়া কহ হারুণ রাজায় ।
সহস্র সুবর্ণ যেন পাঠান আমায় ॥
উন্নত ভাবিয়া তারে দ্বারপাল যেই ।
কৌতুকে কহিল তারে হাস্য করি সেই ॥
ওহে ভাই ! যেই জন্য মোরে দিলে তার
সতনে পালিব আমি অনুজ্ঞা ভোমার ॥
কিন্তু আমি তব স্থানে করি নিবেদন ।
কোথা পাঠাইব তব অভীষ্ট যে ধন ॥
এ কথাই উদাসীন কহিল তাহারে ।
অনুক স্থানেতে তাহা পাঠাবে আমারে ॥
এত বলি হয়ে সেই পুসক অন্তর ।
দ্বারপাল চক্রে হইল অগোচর ॥
দ্বারপাল আসি অন্য কিসেরে কহিল ।
একথা অবশে সবে হাসিতে লাগিল ॥
কেহ কেহ বিবেচনা করিল অন্তরে ।
এই কথা জানাইতে নৃপের গোচরে ॥
সত্যপূর সবে যুক্তি স্থির করি মনে ।
জানাইল কর বোড়ে নৃপের সদনে ॥
হাস্যকরির বরদীপ কহিল কিসেরে ।
উদাসীনে রাজ্য স্থানে আসিব সত্বরে ॥
যে আজ্ঞা বাক্য তাহা করিল গমন ।
উদাসীনে রাজ্য আজ্ঞা করিল জ্ঞাপন ॥

হয়ে ভূপতির মন কিসের বেষ্টিত ।
রাজদ্বারে উদাসীন হৈল উপনীত ॥
সাহস পূর্বক রাজ সম্মুখে দাঁড়ায় ।
নিরখি তাহারে নৃপ জিজ্ঞাসিল তায় ॥
কে তুমি কোথায় থাক কিসের কারণ ।
সহস্র সুবর্ণতোরে করিব অর্পণ ॥
রাজভাবে উদাসীন করে নিবেদন ।
মম মম স্মদরিদ্র নাহি কোন জন ॥
জীবন বাপন করা চুঃসাধ্য আমার ।
তুই বেলো নাহি পাই স্বচ্ছন্দে আহার ॥
চুঃখে শিখামনা হয়ে বিগত বজ্রনী ।
ঈশ্বরের প্রতি দোষ দিয়াছি হৃদনি ॥
হে ঈশ্বর মম প্রতি কিহেতু নিদয় ।
কেন মম প্রতি নাহি হইলে সদয় ॥
হারুণ রাষিদে কৈলে ধরণীর-দ্বারী ।
আমারে কিহেতু প্রভু কৈলে অধোপারী ॥
তাহারে হস্তন কৈলে হস্তে সুবর্ণপাণী ।
কি পাপে আমারে কৈলে চুঃদশারভাগী ॥
আমি তো নুজন হই না হই চুঃজন ।
চুঃবিস্ময়ে আমারে করিলে শিরাজন ॥
তব রূপাপাত্র হৈল হারুণ রাজন ।
মম ভাগ্যে কিহেতু করিলে বিভ্রম ॥

এইরূপে আত্মনাদ করি বেইশ্বর্য ।
উর্দ্ধ হতে শব্দ এক করিছু অধর ॥
রে চুরাঙ্গা কেন বুদ্ধি হইল এমন ।
হারুণের সহকর অদৃষ্ট ভুলন ॥
তুমি অতি নরাধম পাপীর্থেই শেষ
হীর কন্দমোষে চুঃখ পাইছ অশেষ ॥
হারুণ ভূপতি অতি নুজন প্রধাম ।
সেই হেতু সুখতার সদা বর্জমান ॥
সে অতি পুণ্যাত্মা ভূপ কিবাতি জগতে
অর্থীগণে ভুই মন করে নানা মতে ॥
যদি তব চুঃখ জানিভেন সে রাজন ।
বগুণে ভোমার চুঃখ করিত মোচন ॥
তার সততার তুমি পাঠিলে প্রমাণ ।
কদাচ নাহতে তার প্রতি শিখামান ॥
একবার শান্তকরি সন্তাপিত মন ।
প্রাতে তব পুরে আসি পরীক্ষা করুন ॥

বরি সুপে এলাইলে দেখিতে না পান ।
 কাঁদিয়া সুপের কাছে সব প্রাণদান ॥
 কিম্বা বহু কার্যে ব্যস্ত আপনিরাজন ।
 ক্রমে একথা হইবে বিশ্বরণ ॥
 কিম্বা কোন ছল কথা করি প্রকটন ।
 করিব সুপের রাজ্য হতে পলায়ন ॥
 একথায় নরপতি সন্তুষ্ট হইল ।
 আপন আবাসে এক বাসা ভাঙে দিল ॥
 কিংকর কিংকরী বর্গে দিল অনুষ্ঠিত ।
 যাবলিবে উদাসীন করে শীঘ্রগতি ॥

রাজারতত্ত্ববর্ণন। উদাসীন পেয়ে ।
 মোহখে হেরে কাল ভূপতির চেয়ে ॥
 সারস্ত করিল বায় করিতে বিসম ।
 রাজার সদমা হাত আনিবের সম ॥
 দ্যায়গত সেই ধন যদি করে বায় ।
 দয়ার দরির দশা-সুচিত নিশ্চয় ॥
 দণ্ডকরে সেই ধন করি অপচর ।
 নিরান পূর্বদশা যটিল নিশ্চয় ॥
 দাসীল আশ্রয়খে হইয়া বঞ্চিত ।
 অধন পেতে করে উপায় কিঞ্চিৎ ॥
 হু হু মিনাবিধি ছিল অরণ তাহার ।
 এলাইসে দেখিবারে বাসনা রাজার ॥
 ব জন যুগেগে তাঁরে করাবে দর্শন ।
 দপতি তাহারে দিবে ধন অগণন ॥
 এই এক সতুপায় ভাবিয়া অন্তরে ।
 উদাসীন গিয়া কহে রাজার গোচরে ॥
 হারিঅন্ত্র হানে করি নিবেদন ।
 চাবিবন্ত এলাইসে করাব দর্শন ॥
 এই সে প্রতিজ্ঞা করি তব দরবারে ।
 তিন বর্ষ মধ্যে আমি দেখাব তাহারে ॥
 কি আমি হস্তিবার্য করহ আমার ।
 প্রাধপণে পালন করিব অঙ্গীকার ॥
 নিরমিতাকাল মধ্যে এই আমি চাই ।
 তিনবার মুখে খাইবারে পাই ॥
 বায় যদি কিছুরী তোমার পুরহন্তে ।
 পাই এই আশা হয় তনহ ভূপতে ॥
 আজ কহে রাজারারে দেখান্তে নাপার ।
 তন বর্ষ পরন্তে যৌগ বাইবে তোমার ॥
 দাসীন কহে ইথে অন্যথা কি আর ।
 দশা না পাইলে প্রাধ যদিহ আহার ॥
 পতি এ তাহে ববে উত্তর করিল ।
 দাসীন কহে এই লৈ চিহ্নিল ॥

এইকপে তিনবধ বিণত হইল ।
 একদিন উদাসীনে কালিফ কহিল ॥
 দেখহে অতীত হৈল তৃতীয় বৎসর ।
 না হইল এলাইস নয়ন গোচর ॥
 মম স্থানে কিবাছিল প্রতিজ্ঞা তোমার ।
 অদ্য মম করে হবে তোমার সংহার ॥
 একথাই উদাসীন রহিত বচন ।
 ভূপ তারে কারাগারে করিল বন্ধন ॥
 প্রাণ দণ্ড দিন তার স্থির হৈল যবে ।
 স্বপ্রাণ রাখিতে দুই চিন্তা কৈল তবে ॥
 প্রহরীরা নিদ্রাগতে হইয়া গোপন ।
 কারাগার হৈতে করে শীঘ্র পলায়ন ॥
 শব সমাহিত স্থলে লুকায়ে রহিল ।
 এসম্বাদ তার তথা কেহ না জানিল ॥

এইকপে দুঃখে মগ্ন আছে সে তথায় ।
 কি করিবে কোথা যাবে ভাবিয়া না পায়
 কেমনে রাখিবে প্রাণ কিসে হবে মান ।
 কালিকের কোপে কিসে পাবে পরিত্রাণ ॥
 এই ভাবনার মধ্যে বিকল অন্তর ।
 নয়নেতে নীর ধারা বহে নিরন্তর ॥
 হেনকালে তথা এক যুবক আইল ।
 বিদগ্ধ মুহূর্ত্তের তার অঙ্গ শোভা ছিল ॥
 মনোহর কাঙ্ক্ষিত তার কমলীর প্রতি
 আসি উদাসীন প্রতি করিলে প্রতি ॥
 কে তুমি হেথায় আইছ কিসের কারণ ।
 কি দুঃখে বহিছে তব নয়নে কানন ॥

একথায় উদাসীন হাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।
 তাহাতে মনের ভাব হইল প্রকাশ ॥
 যথা কহে কিছু ভয় নাহিক তোমার ।
 আসিয়াছি করিবারে তব উপকার ॥
 তোমার মনের দুঃখ করহ জ্ঞাপন ।
 আগাহতে হবে তব বিপদ বারণ ॥

আশ্বাস বচনে তার বিশ্বাস করিয়া ।
 উদাসীন আত্ম কথা কহে প্রকাশিয়া ॥
 শুনিয়া যবক কহে শুন মারোদ্ধার ।
 কভু ভূমি কর নাই যোগ্য ব্যবহার ॥
 পৃথিবীর মধ্যে আছে যত রাজাগণ ।
 সামান্য মানব সবে তেমনা কখন ॥
 যদি তারা নরজাতি মনুষ্য বাস্তব ।
 তবু বিভু বাড়ায়েছে সম্মান সবার ॥
 উর্দ্ধ পদে তাহাদিগে করিয়া স্থাপন ।
 করিছেন অগদীশ লোকের পালন ॥
 নরকপী বিভুর প্রতিমা রাজাগণ ।
 অযোগ্য তাদের স্থানে অন্যত বচন ॥
 প্রবঞ্চনা শঠতা ব্যভার ভাল নয় ।
 করিলে তাহার দণ্ড আনিবে নিশ্চয় ॥
 অপরাধ করি তুমি আছ দোষভাগী ।
 হইয়াছ দণ্ড যোগ্য এই নোম লাগি ॥
 যা হোক করিব আমি তব উপকার ।
 কালিকের কাছে এস সঙ্কেতে আসার ॥
 তোমারে করিতে ক্ষমা কহিব তাহারে ।
 মম উপরোধে সেই ছাড়িবে তোমারে ॥

সাহস পাইয়া উদাসীন এ বচনে ।
 যবকের সঙ্গে যায় কালিক সদনে ॥
 যবক বাইয়া ভূপে সন্তোষ করিয়া ।
 কালিকের কাছে কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 তোমার বঞ্চক জনে এনেছি লইয়া ।
 ইহার উচিত দণ্ড কর বিচারিয়া ॥
 ইহারে কোরও দিতে কুরেছ স্বীকার ।
 সেই সে উদ্ভিত দণ্ড করহ ইহার ॥
 যবকের সঙ্গে যাইয়া করিয়া সন্ধান
 উদ্ভিত দণ্ড করহ ইহার ॥

আপনার মনে এই করিল বিচার ।
 কিকপ বিরতি বাহু প্রকৃতি সবার ॥
 কাহার মনেতে হবে প্রত্যয় এমন ;
 হেন নিদারুণ কাজ করিবে এজন্য ॥
 স্বর্গীয় দূতের মন দেখিয়া আকারে ।
 প্রত্যয় করিলু এর বাক্য অনুসারে ॥

সিংহাসনে বসিছিল কালিক রাজন ।
 দুরেহতে উদাসীনে করি দরশন ॥
 ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল অন্তরে ।
 কহিতে লাগিল তারে অতি কটু স্বরে ।
 রে ছুরাআ প্রবঞ্চক শঠ ছুরাচারী ।
 পলাইয়া অপরাধী হলি আকবার ॥
 বাতনার সহ প্রাণ বধিব তোমার ।
 কে আছে বিপদে ভোরে করিবে নিষ্কার
 এই কথা এত জোরে কহিল রাজন ॥
 সিংহাসন হতে হয় ভুতলে পতন ॥
 এক পদ ক্ষুদ্র ছিল সেই সিংহাসনে ।
 উলটিয়া পড়ে ভূপ ডাহার কারণে ॥
 সেইকালে যবক কহিল এইমত ।
 আকরের অংশগত হয় ভ্রব্য মত ॥
 একথায় আসি এক রাজার কিঙ্কর ।
 ভূমিহতে ভূপতিরে তুলিল সঙ্কর ॥
 হেন জোরে করে তার ধরিয়া তুলিল ।
 দারুণ আঘাতে ভূপ চিংকার করিল ॥
 সে কথায় যবক কহিল পূর্বমত ।
 আকরের অংশগত হয় ভ্রব্য মত ॥

ভূমিহতে হারুণ করিয়া গাত্রোদ্ধার ।
 কহিলেন তিনজন মজি বিনামান ॥
 মাদ্রগণ কিবা দণ্ড উচিত ইহার ।
 অনেক সচিব করে উত্তর তাহার ॥
 মহারাজ উদাসীন প্রবঞ্চক অতি
 খণ্ড করি কাট এরে এই সে যুক্তি ॥
 লইয়া যাবত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহার ।
 লৌহ শলাকায় বিদ্ধ কর এই বার ॥
 দেখিয়া সতর্ক হবে যত তুষ্ঠগণ ।
 মিথ্যা কহে না কহিবে ভূপের সদন ॥
 ইথে যবক কহে মজী কহিল সঙ্কট ।
 আকরের অংশগত হয় ভ্রব্য মত ॥

দ্বিতীয় সচিব কহে শুন মরমীখ ।
পট্টের পামরে তুমি করহ নিপাত ॥
দীবাতে ইহারে সিদ্ধ করি কটাহতে ।
হার পলল দেহ কুকুরেরে খেতে ॥
সুপক ইহার মাংস করিয়া কবল ।
পরিভুত হবে যত কুকুর সকল ॥
যুবা কহে মন্ত্রিবর কহিলে সঙ্গত ।
মাকরের অংশ গত হয় দ্রব্য বত ॥
তৃতীয় সচিব কহে শুন মরমীখ ।
এর অপরাধ কমা করণ সম্প্রতি ॥
আপনার অনুগ্রহে কিবা সিদ্ধ নয় ।
কবা বক্ষা করে তুমি হইলে নির্দয় ॥
একদায় যুবা সেই কহে পূর্বমত ।
মাকরের অংশগত হয় দ্রব্য বত ॥

বার বার যুবকের হেনোক্তি শ্রবণ ।
করিয়া কহেন তারে ভূপতি তখন ॥
হে যুবক কহ মোরে ইহার কারণ ।
বার বার কহ কেন একপ বচন ॥
সম ভিন্ন মন্ত্রি মলে বাক্য ত্রিপ্রকার ।
তুমি একমতক বাক্যে সবাকার ॥
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব করহ প্রচার ।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বড় অন্তরে আমার ॥
যুবক কহিলে শুন মানব প্রধান ।
ইহার রহস্য কহি তব বিদ্যমান ॥
যে জন্ম হইল তব ভূতলে পতন ।
মমোন্মত্ত দিয়া শুন তাহার কারণ ॥
তব দারু সিংহাসন বিরচক সেই ।
প্রকৃতি ভূমিত অঙ্গ খণ্ডছিল সেই ॥
সিংহাসন পদ এক অতি ক্ষুদ্র ছিল ।
একারণ তাই ভূপ উলটি পড়িল ॥
কাজী আদ্রি বসিলাস কথা এইমত ।
মাকরের অংশগত হয় দ্রব্য বত ॥
তোমার ক্ষুদ্র হতে যে জন ছিল ।
অঙ্গি লক্ষ্যকুলে সে জন জন্মিল ॥

একারণ আমি কহিলাম পূর্বমত ।
মাকরের অংশগত হয় দ্রব্য বত ॥

যখন প্রথম মন্ত্রি কহিল তোমার ।
খণ্ড খণ্ড করি এরে কাটি নরনার ॥
ইহাতে আকর তার বিদিত হইল ।
কসায়ের কুলে এর জন্ম হয়েছিল ॥
ইহাতে আকর দোষ প্রচার হইল ।
যখন তোমারে ভূপ এই যুক্তি দিল ॥
দ্বিতীয় সচিব তব সুপকার সূত ।
সেইমত জ্ঞান বুদ্ধি সেই গুণযুত ॥
তৃতীয় সচিব তব চরিত অদ্বুত ।
এইজন সুমহৎ সঙ্গ কুল সন্ত ॥
যখন তোমারে কৈল সুযুক্তি প্রদান ।
রক্ষা করিবারে এই উদাসীর প্রাণ ॥
তখন কহিলু আমি বাক্য এই মত ।
মাকরের অংশগত হয় দ্রব্য বত ॥

আমার বাক্যের অর্থ করিলু প্রচার ।
এবে কিছু কহি রাজা পরিচয় আর ॥
আমি সেই এলাইস ভাবিবন্তু হই ।
লোকের দুঃখের তার স্বীয় শিরে লই ॥
বহুদিন ছিল তব বাসনা এমন ।
আমারে স্বচক্ষে তুমি করিবে দর্শন ॥
সুনিচ্ছ করিতে রাজ্য বাসনা তোমার ।
নিয়ত অন্তরে ছিল আগ্রহ আমার ॥
উদাসীন তোমারে যা কৈল অঙ্গীকার ।
এবে পরিপূর্ণ হৈল প্রতিজ্ঞা তাহার ॥
এত বলি এলাইস অন্তহিত হন ।
সন্তুষ্ট হইল মনে কালিক রাজন ॥
উদাসীর দোষ সব মার্জনা করিয়া ।
স্থাপন করিল তারে র্ত্তি দান দিয়া ॥

রাজ্য কহে হে রাজন, তব মন্ত্রী বতজন,
অভ্যাজন অতি কুলদার ।
তুর্কোথ ভূমতি অতি ধর্মপথেনাধিরতি
মীচকুলে জনম সবীর ॥
কদাচিত্ত মোরে ভূপ, না কহিল এইরূপ
কুম্বারের চাহি কদাচিত্ত ॥
তব মন্ত্রী মোহে বত, সুমোহিত, সুমোহিত
রাখিলেক বহুল সঙ্গার ॥

যে বংশকালিফ মন্ত্রী, রাজপক্ষে কুতবদ্দী
বাঁচাইল উদাসীন প্রাণ ।
কালিফের যে বিষয়, কতু তব বোয়ানয়,
সমতুল নাহি হয় জ্ঞান ॥
দারিদ্র বারণ হেতু, বাকিয়া যতন নেতু,
উদাসীন ভূপে ভুলাইল ।
ইথে তার প্রাণদণ্ড, করা নহে বোয়াদণ্ড
হারুণ ভূপতি যা ইচ্ছিল ॥
কিন্তু রাজা মুজিহান, যে করিল অপমান
তাঁহে প্রাণদণ্ড বোয়া সেই ।
কনাকর অপরাধ, মহতের এই সাধ,
কিন্তু নহে ভারি দোষী যেই ॥
তব যত মন্ত্রী গণ, দিয়া তারে কুমন্ত্রণ,
তাঁহার দৌরাজ বাড়াইবে ।
অবহেলা এইরূপ, যদি তুমি কর ভূপ,
অবশেষে তোমারে নোনিবে ॥
রাণীর দেখিয়া ক্রোধ, ভূপ রাজি অনুরোধ
রাণীস্থানে ঠেকল এই গণ ।
কালিফ মুজিহানে আমি, কুতাস্তনগরগামী
করিব এ নিজাস বচন ।
এত বলি নরনাথ, বাকিয়া রাণীর সাত,
প্রভাতে বসিল সিংহাসনে ।
সপ্তম সচিব আসি, ভূপেরে সম্মুখে ভাষি,
গম্প আরস্তিল সেই কণে ॥

রাজা কুতবদ্দীন এবং সুন্দরী গোলককের উপাখ্যান ।

সিরিয়া নগর মাঝে সরল সুজান ।
কুতবদ্দীন নামে ছিলেন রাজান ॥
তাঁহার সচিব এক কাসমীরে আসি ।
বিভাকরেছিল এক বামা রূপরাশি ।
তার গর্ভে সচিব উরসে সমস্ত তা ।
জন্মেছিল কন্যা এক রূপ গুণ যুতা ॥
পরমাসুন্দরী সেই স্বস্তির নন্দিনী ।
হেরিয়া ঘোহিতা হয় অনেক ভাবিনী ॥
রূপতি কপোত কণা করিয়া ধারণ ।
ববাসে রাখিতে কপোত করিল বনন ॥
যতনে তবই রাখি সচিব রাণীর ।
ভূপতি বিবিধ বিদ্যা শিক্ষান আহার ॥

বয়স্কমে ক্রমে তার সাবণ্য বাড়িল ।
অনন্দের খর খরে রাজারে মোহিল ॥
কণকাল গোলককে না হেরে রাজান ।
দশদিক খুন্স করিতেন দরশন ॥
জনক জননী ভাল বাসিত অন্তরে ।
রাখিতে আপন বাসে সদা সাধ করে ॥
কিন্তু রাজা পলকেতে তাহারে হারায়
এইহেতু রাজবাসে রাখিল তাহার ॥
ভূপতির পাছে হয় ক্রোধ উদীপন ।
একারণ কিছু নাহি করিত জ্ঞাপন ॥

এক দিন নরনাথ লয়ে সভাগণে ।
মহা সমারোহে ছিলা শরীরী ভোজন ॥
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য করি আয়োজন ।
সকলে করিতে ছিল সুখেতে ভোজন ॥
নানাবিধ গন্ধা দ্রব্য সুরা সুমধুর ।
জাতর গোলাপ চুয়া চন্দর প্রভৃতি ॥
সুবর্ণ রজতপাত্রে পরিপূর্ণ ফল ।
সুবর্ণ পাত্রেতে পূর্ণ সুবাসিত জল ॥
দানগণে অনুকূণ বোয়াক করিলে ।
কোতুকে ছিলেন রাজা আনন্দিত মনে ॥
হেনকালে নরপতি করি সুরাপান ।
প্রমত্ত মদিরা বোণে হারাইয়া জ্ঞান ॥
পানপাত্রে ভূপতি করিল দরশন ।
গোলকক দাস সহ করিছে ভোজন ॥
ইথে তার চিন্তামধ্যে জঁধা উপজিল ॥
সেইকালে অনুচরে অনুজ্ঞা করিল ॥
যাহরে কিন্তর শীত্রে কে আছিল বেণী ॥
মমাজার কেটে আনি গোলককের রাণী ॥
ভূপের অনুজ্ঞা বল কে করে বশন ॥
তাঁহারে বধিয়া ভূপে দেখায় উদয়ন ॥
আসিয়া নরেশে কহে শুভ মহারাজ ॥
তোমার আজ্ঞার সাধিলান তব কাম ॥
সজ্জ হইয়া রাজা কহিলেন তারে ॥
কাল বোণ্য পুরকার দিব রে তোমারি ॥
পরদিন প্রভাত্যোতে উঠিল রাজা ॥
বধন তাঁহার হৃদে জ্বলিল রেতন ॥
দাসগণে জিজ্ঞাসা করিল হৃদয়ভিত্তি ॥
কোথার প্রাণের লক্ষ্য গোপন রাখি

পালক বহুই ভূপ করি নিবেদন ।
 পালক কে বাতকে আজ্ঞা করিলে রাজন
 পালক আপন আজ্ঞা করিয়া ধারণ ।
 পালককে করিয়াছে প্রাণেতে মিথন ॥
 তার শব দেহ মস্তকে লইয়া ।
 পরিধি প্রোত মধ্যে দিল ফেলাইয়া ॥

একখায় তুমিভুক্ত বাকুল হইল ।
 আপনার পরিচ্ছদ স্বকর হিঁড়িল ॥
 প্রত্যস্ত করেন খেদ কি কহিছ আর ।
 প্রবণে সবার হয় হৃদয় বিদার ॥
 যা বৃকে কুর্কম রাজ্য কহিয়া তখন ।
 আপনারে করিলেন বিবিধ তৎসন ॥
 জমিবার বাপ বারি নেত্রে বিগলিত ।
 হইল প্রবোধ সব মামস চলিত ॥
 নিরঞ্জন হৃদয়েতে রাজা বসিয়া বিরলে
 অজ্ঞান ময়ন নীর দণ্ড শোকানলে ॥

বিকট হলে পরে উজীর তাহার
 বিগত শোক বাড়িল রাজার ॥
 শোকে প্রাণপ্রতি কহে আপনি রাজন ।
 লভি নাইকি দেখি আমার মরণ ॥
 কোথায় রহিল প্রবে নন্দিনী তোমার ।
 না হেরিছ কখন মম হতেছে বিদার ॥
 হায় কি করিছ আমি তুর্কি হৈ আপন ।
 প্রাণ মম প্রাণিয়ার দিহু বিলজ্জন ॥
 হৃদয়িত অবলাদ প্রলাপ বচন ।
 দেখিয়া শুনিয়া মজি করিল মনন ॥

একদশে মরণতি চুই মাগাবি ।
 কহা হইল কহে শোক তাকুল জগতি ॥
 বিনিত্ত করি কহে বামিনীবাণন ।
 অধিকারে দিহু হৈল যুগল নয়ন ॥
 হা ... হইল কহেন চিংকার ।
 বদমেতে বহুবার শব্দ অমিয়ার ॥
 কহে ... প্রতি কহে ...
 হে পদে ... হোক ...

পালক শোকে নারি-রাখিতে ভীরনী
 বহিতে জীবন তার হৈল শতমন ॥
 রাজত্বের জীব হৈতে বিদ্রোহ হইয়া ।
 নিয়ত হরেন কাল চিত্তায় মজিয়া ॥
 পানাহার বতিবেকে শুক কলেবর ।
 অবসাদে বিবাদে বিমগ্ন নিরন্তর ॥
 হেনকালে মজি পুন গিয়া মূপ স্থানে ।
 করযোড়ে কহে কথা ভূপ বিদ্যামানে ॥
 কতকাল হেন শোকে রবে নরপতি ।
 একান্ত হইল তব রাজ্যোতে বিরাতি ॥
 ঐধর্ষ্য ধর নরনাথ করি নিবেদন ।
 মনেব সমস্ত দুঃখ কর নিবারণ ।
 আমি তার পিতা হয়ে ক্ষান্ত আছি মনে
 তুমি কেন শোকে মগ্ন আছ ক্ষুঃ মনে ॥

মচিবের বাক্য শুনি কহেন রাজন ।
 নিফল হইবে তব প্রবোধ বচন ॥
 কারো কথা আমি নাহি করিব শ্রবণ ।
 মম রাজ্য এবে তুমি করহ শাসন ॥
 কিহা অন্যজন স্থানে করিয়া গমন ।
 মম পরিবর্তে কর তাহার সেবন ॥
 কোন দ্রব্যে আমার নাহিক প্রয়োজন ।
 আলোক আঁধার তুল হয়েছে এখন ॥
 বদবধি চারায়ছি প্রাণ প্রতিমায় ।
 আর কোন দ্রব্যে মম মন নাহি চায় ॥
 রাজাধন আদি মম অতুল সম্পদ ।
 এসব এক্ষণে বোধ হতেছে বিপদ ॥
 জীবন জীবন মম রহিল কোথায় ।
 না হেরিয়া তাকে মম প্রাণ বাহিরাক্ষ ॥
 হায় কি হইল দশা প্রেয়সী তোমার ।
 আর তব সঙ্গ দেখা হবেনা আমার ॥
 আর না হেরিব আমি ওরূপ বচন ।
 আর না শুনিব কর্ণে মধুর ভাষণ ॥
 আর কেমনে হবে প্রিয়ে কোণেতে আমার
 আর কে অমিত্র বাক্য কহে বারবার ॥
 আর কে প্রহিতি প্রোত করিবে এখন ।
 আর কার হৃদয়ে ...

এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া মন
ধরাভলে নরনাথ হৈল অচেতন ॥
পুনরায় মন্দির কয় স্তম্ভে রাজন ॥
নিতান্ত অধৈর্য্য তুমি হইলে এখন ॥
বস দেখি মহীপতি জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
যদি গোলকানে পাও ঈশ্বর কৃপায় ॥
কোপ দৃষ্টে কিহা তারে প্রসন্ন নয়নে ॥
নিরীক্ষণ করিবেন আপনি এক্ষণে ॥
রাজ্যবলে হেন ভাণ্ডা হইবে আমার ॥
সেই গোলককে দেখা পাব পুনর্ব্বার ॥
ঈশ্বর প্রসন্ন কিবা হবে মম প্রতি ॥
নিরপিত প্রাণসমা গোলকক যুবতী ॥
এখন তাহার অন্য কাতর যেমন ॥
তারে দেখে মৃত দেহে পাইব জীবন ॥
ঈশ্বানে এণপথ জানিহ আমার ॥
যদি প্রাণধনে আমি পাই পুনর্ব্বার ॥
স্নেহ পুরসরে তারে বিভা আমি করি ॥
মৃতনে করিব তারে জন্ম ঈশ্বরী ॥
মন্ত্রীবলে মহারাজ ধৈর্য্য ধর মনে ॥
একধে পাইবে তুমি তব প্রাণ ধনে ॥
এতবলি মন্ত্রিবর কন্যারে ডাকিল ॥
পিতার আজ্ঞায় কন্যা সম্মুখে আইল ॥
হেরিয়া তাহারে মূপ সুখী হৈল অতি ॥
কহিতে বদনে আর নামরে ভারতি ॥
অত্যন্ত আফ্লাদে পুন হারায় চেতন ॥
ধরায় অবনীনাথ হৈল অচেতন ॥
আনিয়া গোলাব জল মন্দির সেইক্ষণ ॥
ভূপতির বদনেতে করিলা সিকন ॥
তাহে মুচ্ছাভঙ্গ শীঘ্র হইল রাজার ॥
সম্বিত পাইয়া পায় আনন্দে অপার ॥
মন্ত্রিবরে নরপতি জিজ্ঞাসে তখন ॥
কি রূপে গোলকক পুনঃ পাইল জীবন ॥
মন্দির বলে মহারাজ করণ স্বপ্ন ॥
আপনি নির্ভর আজ্ঞা করিলা স্বপ্ন ॥
মটকালে শিয়া আমি বাতকের স্থান ॥
এর স্থানে তনয়ার চাহি প্রাণদান ॥
পার স্থানে কহি রাজা মন্দির ভূপতি ॥
তোর প্রতি করিয়াছে প্রাণদান ॥
কিন্তু রাজা স্বপ্ন থাকিলে স্বপ্নমনে ॥
যতদূর পাইবে গোলকক কারণে ॥

একারণ করিয়াছে করিয়া গমন ॥
এর পরিবর্তে আমি হুটী একজন ॥
তারে বধি ভূপতিরে দেখাও লইয়া ॥
করিবে প্রভায় ভূপ তারে নাচিনিয়া ॥
যা হুক আমার বাক্য সকল শুনিব ॥
অনাঞ্জন বধি সে তোমায় দেখাইল ॥
আমি লয়ে কন্যাধনে করি গোপন ॥
আপনি জানিলে মনে মরিল সে জন ॥
তারে পুনঃ তোমারে করিতে সমর্পণ ॥
করিলাম তব মন পরীক্ষা এখন ॥
একথায় নরপতি সন্তুষ্ট হইল ॥
মন্ত্রিবর প্রতি বহু পুরস্কার দিল ॥
সচিবের ছুহিতারে করি পরিণয় ॥
পাঠরাণী করিলেন ভূপ সঙ্গায় ॥
মহানুখে দৌড়ে কাল করিয়া যাপন ॥
চরমে পরম ধামে করিল গমন ॥

পারল্যাধিপতি শুনি মন্ত্রির বচন ॥
হইল প্রবোধ তাঁর চিন্তেতে তখন ॥
পুত্রে না বধিতে আজ্ঞা দিয়া সেই দিন ॥
রাণীর অন্তরে যান ভূপতি প্রাণী ॥
রাজারে দেখিয়া রাজ্ঞী মতি কোপেজলে ॥
সরোম ঘণিত বাক্যে বনাধরে বলে ॥
আর আমি পুনঃ পুনঃ তোমারে রাজন ॥
বলিব না কর তুমি পুত্রেরে নিখন ॥
যাহোক নারীর বাক্যেকরিলে হেমন ॥
সর্ব্বদা উচিত নহে করিতে এমন ॥
কিন্তু রাজ্ঞী মনে হও সতর্ক এখন ॥
একদিন বিধিবশে করিব ভৎসন ॥
যেইরূপে ভাবিবন্তু মূল্য গুণাধার ॥
ইজরাল দিগে করিলেন তিরসার ॥

আয়াদ-দেখেন ভূপতির উপাখ্যান

আউকি ইরান-নাক আয়াদ ভূপতি ॥
নিশাচর কুল্য তার প্রকাণ্ড মুরতি ॥
হাজার হাজার সেনা বকে করে ॥
জিহ্বার মধ্য তথা মোহন্য তরঙ্গ ॥

दूरकीय शिक्षण

ইহাঙ্গিলা দেহিতার হুতি ভয়কর ।
পদাঙ্গুল পদাঙ্গুল হুতি ভয়কর ॥
বুঝকে ভয়কিলা শিবকিলা গমক ।
শিহুখাঙ্গে কেহ নাহি করে সন্তান H
ভাচক রসনী লেখ লেখিলা দ্বারা ।
বুঝ কবিবারে কেহ নাশিলে দ্বারা ॥

ইজ্জায়েলগণ ভারে তাতে গেলেনপড়ে ।
একাকী প্রবৃত্ত ঘূসা হইল সমরে ॥
আরাদ ভূপতি হয়ে জ্ঞোখে ভয়ঙ্কর ।
ঘূসার সন্মুখে আসি হৈল অগ্রসর ॥
যখন নিকট তারে টেকল দরশন ।
তুলিলা প্রস্তর এক প্রহার কারণ ॥
চূর্ণ হয়ে যেতো ঘূসা প্রহারেতে তার ।
যদি দেশ না করিত ককুণা বিস্তার ॥
ককুণা নিধান বিভূ হইয়া সদর ।
দিব্যদূতে পাঠাইল ঘূসার আশ্রয় ॥
সে ধরি পক্ষিরূপ ধরি শিলা খণ্ডে ।
ওঠে তুলি ভগ্ন করিলেক সেই দণ্ডে ॥
তাহাতেই ঘূসা পাইলেন পরিব্রাণ ।
নতুবা কৃতান্তানয়ে করিত প্রয়াণ ॥
অনন্তর ঘূসা সেই ঈশ্বরের বরে ।
আউজি হইতে শত গুণ বল ধরে ॥
হইল সত্তর হস্ত দীর্ঘ কলেবর ।
সেই পরিমিত দণ্ড ধরে ভয়ঙ্কর ॥
সেই দণ্ড হান্যকরি ঘূসা সেইক্ষণ ।
তাহাতে আঘাতি তারে করিল নিধন
আউজি ঘূসার হস্তে প্রাণ হারাইল ।
তার হৃদ কলেবর ছুতলে পড়িল ॥
দেখি অমূল্য তার করে পলায়ন ।
পিছুতাগে কেহ নাহি করে কর্ণশব্দ
দেখি ইজ্জায়েলগণ কিরিয় আইল ।
ঘূসার লাহায়া তারা করিতে নাহিল ॥
কিন্তু ঘূসা লব্ধ প্রাণি হইয়া সুপিত ।
কন্যাবিগে লাক্ষ্মী করি বিবাহোচিত
কহিলেক ভোরাইল রাজি সন্মুখ
নাহিল কথতে ঈক কোমলের লম ॥

রুমণীর যে সাহস তেঁদের তাঁ নাই।
ইচ্ছা হয় তোমাদের মুখে দিতে হাই।
এই হেতু তোদের হইবে অধগতি।
কদাচ নিষ্কৃতি ইথে না পাবে দুঃখতি ॥
চলিল বৎসরাবধি হয়ে দুঃখ মন।
তাঁহেজোকি অরণ্যেতে করিবে জমণ ॥
এইরূপ অভিলাষ করি তাসবায়।
স্বার্থ সাধিয়া মূল্য স্বীয় স্থানে যায় ॥

রাজ্ঞী কহে মহারাজ কি বলিব আর।
ইস্রায়েল হতে দেখি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
প্রতি নিশি মম স্থানে কর এই পণ।
কানি প্রাতে সুজ্জিহানে করিব নিধন ॥
কিন্তু প্রাতে পূর্বভাব না থাকে তেমন।
মন্ত্রিদের মন্ত্রণায় হও বিম্মরণ ॥
স্মৃতিত প্রতিজ্ঞা কতু ভৈয়না রাজ্ঞন।
তোমার মঙ্গল হেতু করি হে বারণ ॥
কর্ত্তা বলে আপনার মনে আছ স্থির।
মন্ত্রিগণ বাক্যে পুনঃ হও হে বধির ॥
নূপ কহে, মহিষীর গুনিয়া ভৎসন।
কাল সুজ্জিহানে আমি করিব নিধন ॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নরনার।
বার দিয়া বসিলেন আসিয়া সভায় ॥
রাগে পূর্ণ কলেবর অধরোক্ত কাঁপে।
যাতুকেরে ভূপতি কহেন বীর দাপে ॥
সুজ্জিহানে এখনি আনিয়া মম স্থান।
আমি খল্লাঘাতে তার বধ রে পরাণ ? ॥
ভূপের নির্ভুর আজ্ঞা করিয়া অবণ।
উঠিয়া অষ্টম মন্ত্রী করে নিবেদন ॥
ঐখ্য ধর ধরানীধ ধরিছে চরণে।
দাসের দৈন্যভা রাখ রূপাবলোকনে ॥
কণকাল বধ আজ্ঞা করি নিবারণ
ইতিহাস বলি এক করুন অবণ ॥
পদ্মনাভ ব্রাহ্মণের চরিত্র বর্ণন
অবণে প্রবোধোদয় হইবে রাজ্ঞন ॥
হাসানিন বলে কিবা বল এসময়।
কিন্তু পরে সুজ্জিহান বহিবে নিষ্কর ॥

ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ এবং বুবা হাসানের উপাখ্যান।

অষ্টম সচিব বলে শুনহ রাজ্ঞন।
দামাস্কস নামে দেশ বিখ্যাত বুবন ॥
সেই দেশে নর এক করিত বসতি।
ফাক্স বিক্রয়েতে করে জীবিকার স্থিতি
ছিল এক পুত্র তার পরম সুন্দর।
বয়স হইবে তার ষোড়শ বৎসর ॥
সুখাংশের সম মুখ দেখিতে উজ্জ্বল।
অঙ্গের বরণ তার কাঞ্চন বিমল ॥
মিষ্টভাষি গুণরাশি ছিল সে বালক।
দেখিলে সবার বাড়ে অন্তরে পুলক ॥
কথবকথন তার করিয়া অবণ।
অনেকের মন হয় করে আলাপন ॥
হাসান তাহার নাম গাথক প্রধান।
অবণে তাহার স্বর যুড়ায় পদ্যপণ ॥
বখন সুন্দরে বুবা বাঁশী বাজাইত।
বোধ হয় সমাহিত লোকেতে শুনিত ॥
তাহার এসব গুণে মুগ্ধ নরগণ।
তাহারে দেখিতে সবে করে আকুলম ॥
যত ক্রেতা আসিত কিনিতে ফাক্স তার
হাসানেরে দিত সবে যোগ্য পুরস্কার ॥
পিতার হইত লভ্য বালকের গুণে।
আসিত বিবিধ লোক তার গুণ শুনে ॥
এক মজিরের ফাক্স বেজন কিনিত।
বালকের গুণে তারে চতুর্গুণ দিত ॥
ফাক্স খেতে লোকের না ছিল তত প্রীতি
বালকের গুণে যত হইত মোহিত ॥
এই হেতু হাসানের পিতার দোকান।
সকলে কহিত, তাহা প্রমোদের স্থান ॥

এইরূপে হাসানের পিতার দোকানে।
নানা স্থান হতে লোক আসিত সেখানে
হাসানের গুণে সবে মহামোদ পেয়ে
বিদায় হইয়া সবে যেত ফাক্স খেয়ে ॥
একদিন পদ্মনাভ নামেতে ব্রাহ্মণ।
হাসানের দোকানেতে কল আগমন ॥

হাসানের সহ করি কথবকখন ।
 বিভূই সন্তুষ্ট হইলেন ব্রাহ্মণ ॥
 পর দিন প্রাতে তথা আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
 হাসানেরে করিলেন শ্রদ্ধা সস্তাবণ ॥
 সূর্যমত সন্তুষ্ট হইয়া তার প্রতি ॥
 কাকী খেয়ে হইলেন পরিতৃপ্ত অতি ॥
 একটি রক্ত মুদ্রা হাসানেরে দিয়া ।
 ব্রাহ্মণ বিদায় হন আশীষ করিয়া ॥

এইরূপে পদ্মনাভ নামেতে ব্রাহ্মণ ।
 প্রভুই তথায় করে গননাগমন ॥
 এক এক রোপা মুদ্রা তার করে দিয়া ।
 কাকী খেয়ে মুখে যান দ্বিদায় হইয়া ॥
 এক দিন শিতস্থানে কহিল হাসান ।
 পিতা এক কথা মম কর অবধান ॥
 প্রত্যাধি হেথা এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
 মম সহ সস্তাবণে প্রকৃষিত মন ॥
 বিবিধ বিষয় মোরে জিজ্ঞাসা করিয়া ।
 বিদায় হইয়া যান সন্তুষ্ট হইয়া ॥
 প্রতিদিন রোপা মুদ্রা মোরে করি দান ।
 আপনাক স্থানে তিনি করেন প্রদান ॥
 জনক কহিছে শুনি সূতের বচন ।
 অশ্রু তাহারে কিছু আছে প্রয়োজন ॥
 নৃত্য একম করে আছে দয়াবান ।
 নিম্পাশকে এত মুদ্রা করেন প্রদান ॥
 চরাতে জামার মনে হতেছে সংশয় ।
 ননে তার আছে কোন গোপন আশয় ॥
 আকার প্রকারে ভাল ভাবিয়াছ মনে ।
 কিন্তু সে তেমন নহে জানিহু এক্ষণে ॥
 ইন্দ্র আসিবে কল্য সেই সে ব্রাহ্মণ ।
 জিন্মে তাহারে কৈও আমার বচন ॥
 মহাপ্রভু মন পিতা করে আকৃষ্টন ।
 আপনায় সহ করে কথবকখন ।
 অতএব অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ ।
 করুন সম্পদ কল্যের অভিলষ ॥
 এত বলি মন গৃহে আইবে তাহারে ।
 বাক্য চলে পরীক্ষা করিব আমি তারে ॥
 মম স্থানে ইন্দ্রদ্যাব না রবে গোপন ।
 ভাল মঙ্গ পরিচয় পাইব তখন ॥

পরদিন ব্রাহ্মণ আইলে তথাকারে ।
 হাসান পিতার আঁকা জানায় তারে ॥
 সম্মত হইয়া দ্বিজ বার তার মনে ।
 মনোমুখে হাসানের পিতার ভবনে ॥
 সে জন দেখিয়া তারে করি সমাদর ।
 বলিতে আসন দিল করি মোড় কর ॥
 ব্রাহ্মণেরে দেখি বহু করিয়া যতন ।
 করিল তথায় সে ভোজের আয়োজন ॥
 বিবিধ সস্তাব করি সম্মান সহিত ।
 হাসানের জনক পাইল মনে প্রীত ॥
 ব্রাহ্মণের প্রতি তার সে ছিল সংশয় ।
 সে সকল দূরে গেল দেখিয়া তাঁহার ।
 পাইল পরম প্রীতি পাইয়া ব্রাহ্মণে ।
 পরে কয় জন তারা বলিল ভোম্বনে ॥
 ভোজনান্তে ফাকা ওলা দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে ।
 কোথায় নিবাস তব হেথা কোন আশে ॥
 পদ্মনাভ বলে আমি বিদেশী ব্রাহ্মণ ।
 হেথায় আমার কিছু আছে প্রয়োজন ॥
 একথা শুনিয়া সেই কাকীওলা ভাসে ।
 অনুগ্রহ করি যদি থাক মম বাসে ॥
 পাইব পরম প্রীতি তোমা দরশনে ।
 করিব হরণ কাল সাধু আলাপনে ॥
 দ্বিজ বলে তব বাক্যে করিহু স্বীকার ।
 অদাবদি তব বাসে নিবাস আমার ॥
 পৃথিবীর মধ্যে যথা আছে বন্ধুগণ ।
 সেই সে জানিবে তুমি স্বর্গীয় ভবন ॥

ফাকাওলা গৃহে দ্বিজ করেন বাপন ।
 হাসানে পাইয়া থাকে সদানন্দ মন ॥
 পুত্রাপেক্ষা হাসানেরে স্নেহ অতিশয় ।
 করেন ভুলেব অতি পাইয়া প্রণয় ॥
 নানাবিধ উপহার দান করে তারে ।
 এক দিন কহে দ্বিজ সেই পুত্রকারে ॥
 ওহে পুত্র কথা এক হইল শ্রবণ ।
 তোমার কহিব কিছু গোপন কখন ॥
 তোমারে চতুর অভি করি দরশন ।
 তুমি হও বুদ্ধ বিদ্যা বিচার ভাজন ॥
 যদিও জোয়ার বৌক মুক্তার মতি ।
 কালেতে হইবে তুমি পুণ্ডরীক অতি ॥

গভীর স্বভাব পরে হইরে তোমার ।
 জগতে তোমার গুণ হইবে প্রচার ॥
 আমি এক গুপ্ত বিদ্যা জানি বিলক্ষণ ।
 লিখাই তোমাতে এই মম আকুঞ্জন ॥
 আমার বাসনা তোরে করি ধনবান
 চিরকাল সুখে রবে পাইয়া সন্মান ॥
 যদি তুমি মম সঙ্গে চলহ এখন ।
 অন্যই তোমার হস্তে মঁপি গুপ্তধন ॥
 হাসান কহিল প্রভু নিবেদি চরণে ।
 পিতৃ আজ্ঞা বিনা আমি যাইব কেমনে ॥
 জানেন পিতার প্রতি নির্ভর আমার ।
 কেমনে যাইব বল সঙ্গেতে তোমার ॥
 শুনিয়া ব্রাহ্মণ তার পিতারে কহিল ।
 সে জন সন্তোষে পুত্রে অনুমতি দিল ॥
 যথা ইচ্ছা দ্বিজ সঙ্গে করহ গমন ।
 ইহাতে আমার কিছু নাহি অন্য মন ॥

হাসান দ্বিজের সঙ্গে আসিয়া সত্বরে
 ক্রমে উপনীত হয় নগর প্রান্তরে ॥
 তথা এক ভগ্নবাটী করি দরশন ।
 দুই জনে সেই স্থানে কৈল আগমন ॥
 তাহার নিকটে গিয়া হাসান ব্রাহ্মণ ।
 জল পূর্ণ কুপ এক করিল দর্শন ॥
 পছন্দিত হাসানের কহেন তখন ।
 এই কুপ ভিতরেতে আছে গুপ্তধন ॥
 এই ধন তোমাধনে করিতে অর্পণ ।
 তব সহ হেথায় আমার আগমন ॥
 হাসিয়া হাসান জিজ্ঞাসিল সে ব্রাহ্মণে ।
 কুপেতে থাকিলে ধন পাইব কেমনে ॥
 কেমনে জলের মধ্যে করিব গমন ।
 কেমনে বা হস্তগত হবে গুপ্তধন ॥
 দ্বিজ বলে এই অন্য হৈওনা বিস্ময় ।
 এ অতি সহজ কর্ম অনায়াসে হয় ॥
 সকল নদের নাহি সমান শক্তি ।
 সকলের প্রতি তুই নহে ভবপতি ॥
 তিনি যারে শক্তি করিয়াছেন এদান ।
 সে জন পাইতে পারে ইহার সন্ধান ॥
 অসাধ্য সাধিতে শক্তি আছে সে জনার
 স্বভাবের নিয়ম ভাবিতে সাধ্য তার ॥

এত বলি পত্র একই দিহির করিয়া ।
 সত্বরে কএক বর্গ তাহাতে লিখিয়া ॥
 সেই পত্র কুপ মধ্যে করিল ফেপণ
 তাহাতে হইল শুষ্ক কুপের জীবন ॥
 তদন্তর দুই জন তাহাতে নাছিল ।
 তার মধ্যে সিঁড়ী এক দেখিতে পাইল ॥
 সেই সিঁড়ী দিয়া নাবি কুপের তলায় ।
 তথা এক বক্স দ্বার দেখিবারে পায় ॥
 তাহের কপাট দুই লগ্ন আছে তার ।
 লৌহের চাবিতে বন্ধ রুদ্ধ সন্দায় ॥
 ব্রাহ্মণ তথায় এক ভজনা লিখিয়া ।
 সেই দ্বারে সত্বরেতে দিল ছোঁয়াইয়া ॥
 স্পর্শন মাত্রেতে দ্বার তখন খুলিল ।
 দুই জনে তার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥
 দিবা এক গৃহ তথা হইল দর্শন ।
 তাহে এক ইথোপিয়া দেখিতে ভীষণ
 দুই পদে সেই জন দাঁড়াইয়া আছে ॥
 খেত এক শিলা তার হস্তেতে রয়েছে
 দেখিয়া হাসান ভয়ে কহিল ব্রাহ্মণে ।
 ইহার নিকটে মোরা যাইব কেমনে ॥
 যদি মোরা এর কাছে হই অগ্রসর ।
 প্রাণেতে বধিবে দৌহে হামিয়া প্রস্তর ॥
 বাস্তব দুর্জয়ন সেই মানব ভীষণ ।
 উদ্ভত বধিতে দৌহে হইল তখন ॥
 সেইকালে দ্বিজ এক মন্ত্র উচ্চারিল ।
 তাহার প্রভাবে সেই ভূমেতে পড়িল ॥

তদন্তর দৌহে সুখে করিল গমন
 আর কোন বিঘ্ন না করিল দরশন ।
 তার পর দৌহে তথা করে নিরীক্ষণ
 অতি মনোহর গৃহ বগিতে শোভন ॥
 তাহার দ্বারেতে দুই শাদ্দুল ভীষণ ।
 মুখে হতে বাহির হতেছে ছতাসন ॥
 ইহা দেখি হাসানের উড়িল পরাণ ।
 বলে প্রভু এ বিপদে কর পরিত্রাণ ॥
 নিকটস্থ হইয়া প্রভু নাহি প্রয়োজন
 চল শীঘ্র হেথা হতে করি পলায়ন ॥
 নতুবা শাদ্দুল মুখস্থিত হতাসন ।
 আমাদের জীবনের করিবে নিধন ॥

হৃদয় কাঁপন ভয় নাহক তোহার।
 আদিত্যের হৃদয়ে ইহার প্রতিকার ॥
 আদিত্যের হৃদয়ে তুমি রাখ অবিরাম।
 ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল ॥
 যে জানি আশাতে আছে ওরে বাহাদুর
 কার সাধ্য আমাদের করিবে নিখন ॥
 বাহার ভয়েতে তুমি হয়েছ কাতর।
 আমার স্বরেতে এরা হইবে অন্তর ॥
 দৈত্যের উপরে আছে প্রভুত্ব আমার।
 ইহাদের বাহুগিরি না থাকিবে আর ॥
 ইহা বলি মন্ত্র কিছু কৈল উচ্চারণ।
 ব্যাঘ্রবৎ গর্ভমধ্যে করিল গমন ॥
 তদন্তর, গৃহ দ্বার আপনি খুলিল।
 হাসান, ব্রাহ্মণ, গৃহে প্রবেশ করিল ॥
 সেই দিনে বেত্রক্ষেপ হাসান করিল।
 সেদিন শোভাতে তার মানস মোহিল ॥
 আর এক গৃহে মেখে গম্বজ আকার।
 চুনিতে নির্মিত তাহা অতি চমৎকার ॥
 নর এক চুনি আছে উপরে তাহার।
 আলোময় করিয়াছে সে রম্য আগার ॥
 দীর্ঘে প্রবেশ হয় হস্ত পরিমিত তাহা।
 করিছে সুখের কার্য গৃহে থাকি বাহা ॥
 এই গৃহ পূর্বকণ নহে ভয়ঙ্কর।
 তাহাতে প্রব্রী নাহি ছিল নিশাচর ॥
 মনোরম সুতি হয় সুন্দর শোভিত।
 একই হীরকতে তাহার নির্মিত ॥
 সুমণ্ডিত সারীর প্রতিমা মনোহর।
 গেটায় তাহার করে শোভে নিরন্তর ॥
 সে গৃহের দ্বারদ্বয় পায়াতে নির্মিত।
 কেরী হাসান হয় অন্তরে দর্শিত ॥

হরি হাসানের বাড়ে মনের আবেশ
 তার পর সত্যগ্ধে করিল প্রবেশ ॥
 সুবর্ণে নির্মিত তার মেল্ল মনোহর।
 উপরেতে শোভা পায় মুক্তার জালর ॥
 অক্ষয় অক্ষিত কত হীরকের সাজ।
 সাজেই আছে তার মুক্তার কাঁচ ॥
 সেই সত্যগ্ধ কে চারিবিধে শোভাময়।
 কবীর চারি গৃহে শোভা অতিশয় ॥

এক কোণে পাঁচের তাল অলংকার কনক।
 আর কোণে চুনি কত দিতেছে আলোক
 আর কোণে পর্বত প্রমাণ রোপাচয়।
 আর কোণে কালকর্ণ বাটি সমুদয় ॥

গৃহ মধ্যস্থলে এক আছে সিংহাসন।
 রক্ততে নির্মিত তাহা দেখিতে শোভন
 তদোপরি রক্ততের সিন্ধুক সুন্দর।
 তাহার তিত্তরে আছে এক হুপবর ॥
 সুবর্ণ মুকুট তার মস্তক উপর।
 মুকুতা হীরকে মোড়া দেখিতে সুন্দর ॥
 কনক ফলক এক সিন্ধুক উপরে।
 সুশোভিত কত গুলি সুবর্ণ অক্ষরে ॥
 নিম্নের লিখিত বাক্য রয়েছে লিখন।
 শ্রবণ পঠনে হয় জ্ঞান উদ্বীপন ॥

বেদবধিবাঁচেকীৰ, তাবতনাভাবেশিব
 মোহবশে থাকে অচেতন।
 তাবত না ভাগে কেহ, বাবতনাভায়ে দেহ,
 যুত্যা কালে হয় সচেতন ॥
 এই যে বিপুলধন, করিলাম উপার্জন,
 রাজ্যভোগে কি সুখ আমার।
 সুখের হইল শেষ, শব দেহ খাটে শেষ,
 কণ প্রভাত্য এ সংসার ॥
 মানবের শক্তি বাহা, সকলি অনিত্য তাহা
 বিজ্ঞয়ে বিমগ্ন অনুক্ষণ।
 তাই বলি যত জীব, চিন্তাকর নিজশিব,
 ধন গর্ক কোরনা কখন ॥
 মনেতে থৈরজ দূর, নিয়ত ম্ৰবণ কর,
 কল্যাণা দিগেত বিবরণ।
 পূর্বেতে আছিল যাত্রা, একণে কোথা
 তারা,) তোমাদের জানিবে তেমন ॥

পদ্মবাস্ত প্রভি কহে হাসান জগন।
 কোন রাজা নিম্নকোণে করিয়া শয়ন ॥
 বিদ্য কহে তোমাদের বিদিত সত্যগ্ধে।
 এই রাজা ছিল পূর্বে রাজধানী করে ॥

পশ্চাতে এ স্থানে রাজ্য করি আগমন ।
 চুনিতে মণ্ডিত পুর করিল রচন ॥
 দ্বিজ বাক্য শুনি কহে হাসান সুধীর ।
 এ স্থান কি জন্য গ্রিহ হৈল ভূপতির ॥
 ইহাতে বিদ্যমু মনে হতেছে আশঙ্ক ।
 ভূপতির হেন বুদ্ধি হৈল কি প্রকার ॥
 ভূমির নিয়তে করি যত্নের নিৰ্মাণ ।
 করিলেন ধনের সমস্ত অবসান ॥
 অন্যত্র রাজ্যাগণ না করে এমন ।
 লোকেরে দেখান তারা বাটীর শোভন ॥
 চিরকাল নাম যাতে জাগরুক রয় ।
 তাই সদা করে যত ভূপতি নিচয় ॥
 বংশ পরম্পর ধন করিয়া বিস্তার ।
 কীর্ত্তিস্তম্ভ নিৰ্মাণ করেন যেই বার ॥
 মানব চক্ষেতে ধন না রাখে গোপন ।
 এইভাবে কিসে হবে বিখ্যাত ভুবন ॥
 এই কথা সভা বটে কহিল ব্রাহ্মণ ।
 গুপ্ত কাণ্ডে এই রাজ্য ছিল বিচক্ষণ ॥
 আপনার সভা হৈতে করি পলায়ন ।
 এই স্থানে রহিলেন হইয়া গোপন ॥
 স্বভাবের গুপ্তকাণ্ড করিয়া প্রকাশ ।
 পরিপূর্ণ করিলেন স্বীয় অভিজ্ঞাষ ॥
 পদাধ-বেত্তারশিষ্য চমৎকার অতি ॥
 তাহার যে গুণ জানিতেন মহীপতি ॥
 তাহার প্রত্যক্ষ এই দেখ বিদ্যমান ।
 ইহাতে পাইবে তুমি বিশেষ প্রমাণ ॥
 আরো এই হৃদয় বর্ণ সুতিকা প্রভাবে ।
 বিপুল সম্পদ তাঁর ইহাতে সম্ভবে ।
 হাসান কহিল দ্বিজ করি নিবেদন ।
 এই কাল সুতিকা প্রভাব এমন? ॥
 দ্বিজ বলে এ বিষয়ে নাহিক সংশয় ।
 প্রমাণার্থে জেদে বলি পদ্য কতিপয় ॥
 তুরকী ভাষাতে তাহা আদিয়ে লিখন ।
 শুনিলে ভোমার হবে নিঃসংশয় মন ॥
 পদ্যার্থবেত্তারশিষ্য গুণ ধরে যত ।
 এ পদ্য অবশে তুমি হবে অবগত ॥

নয়ে নয়ে পশ্চিম-রাজ্য সুকিতারে ।
 বিভা দেহ পূর্বদেশ-রাজ্য সুকিতারে ॥

তাহাদের যোগে হবে সম্ভান এমন ।
 সুন্দরায় দেখ হবে রাজ্য সেইজন ॥
 এক্ষণে নিগূঢ় অর্থ গুহ্য ইহার ।
 শুনিলে হইবে অতি বিস্ময় ভোমার ॥
 শিশিরে সংশ্লিষ্ট কর পশ্চিমের মাটি ।
 তাহাতে হইবে সেই অতি পরিপাটি ॥
 ইহাতে উত্তর হবে উত্তম পারদ ।
 তবে প্রসবাবে তারা শশাঙ্ককরদ ॥
 স্বভাব উপরি হবে সর্ব শক্তিমান ।
 অনায়াসে বিপুলার্থ করিবে নিৰ্মাণ ॥
 এর তাৎপর্য্য তুমি অবগতি কর ।
 কাঞ্চন রজত জ্ঞান সূর্য্য শশধর ॥
 যবে সিংহাসন হতে তাহারা নাবিবে ।
 বহু মূল্য বস্তুরাশি প্রসব করিবে ॥
 রৌপ্য পাত্রআছে এক গৃহের কোণেতে
 উত্তম নিৰ্ম্মল বারি আছে সে পাত্রেরে
 শুদ্ধ মাটি সেই জলে রাখ ভিজাইয়া ।
 হেনমতে কিছু দিন রহিবে পড়িয়া ॥
 সেই মাটি লয়ে যেই ধাতুতে মিশাবে ।
 অনায়াসে সেই ধাতু সোণাকণা হবে ॥
 আরো অন্য পাথরেতে ছোঁয়াইলে প
 হবে তাহা বহু মূল্য বিবিধ প্রস্তর ॥
 পাথরের যত গুহ ইজিগু নগরে ।
 সকলি দীর্ঘক হবে ছোঁয়াইলে পরে ॥

শুনিয়া হাসান কহেওগো মহাশয় ।
 আরতব বাক্যে মম নাহি অপ্রত্যয় ॥
 এবে ধন দেখে চিত্ত নহেক বিস্ত্রিত ।
 সুতিকা গুণ যত জানিছ নিশ্চিত ॥
 এতেক শুনিয়া পুন কহেন ব্রাহ্মণ ।
 আরো এক এর গুণ আছে বাহাধন
 এ সুতিকা যার সঙ্গে করিবে স্পর্শন
 নানারোগে রোগী হবে রোগ বিমোচন
 সুতিকা খাইলে তুতগুস্ত রোগী যার ।
 তখনি রোগেতে তুত জানিবে তাহার ॥
 পূর্বমত বল দেখে করয়ে ধারণ ।
 কিছুমাত্র নাহি থাকে ব্যাধির লক্ষণ ॥
 ইহার অধিক এর গুণ আছে আরি ।
 অন্য সব গুণ হতে অতি চমৎকার ॥

কিছুনে করিলে এ মুক্তিকা লেপন ।
জানিলে এই জন করে দরশন ॥
যে সেই জন করে হেন শক্তি ধরে ।
দীর্ঘাশে নৈত্যগণে আত্মাকারী করে ॥

(পুনরায় ব্রাহ্মণ কহিল) বাছাধন ।
সব ব্রতান্ত তোর করিহু জ্ঞাপন ॥
বেচনা করি দেখ মনেতে বিচারি ।
ত ধনে তোর করিলাম অধিকারি ॥
জানি কহিল প্রভু কহিলে যেমন ।
কহুই অন্যথা নহে তোমার বচন ॥
কহু মহাশয় নিবেদন করি আমি ।
যে না কৈলে মোরে এখনেই স্বামী ॥
জননী জনকে আমি সন্তোষ করিতে ।
কি কিছু ধন আমি পারি কি লইতে? ॥
তিনি পুনর্বার বলে) “ ওরে বাছাধন
কহু ইচ্ছা তোমার তা করহ গ্রহণ ॥
সকল ভিলাসান পাইয়া সেইক্ষণ ।
সাহা আর সোণা কিছু করিয়া গ্রহণ ॥
সকলের পশ্চাতে আইল তথা হতে ।
এথা হৈতে বাহির হইল পূর্বমতে ॥

সত্যসহ সিয়া তারা করিয়া গমন ।
তার পথে গৃহে পুনঃ কৈল আগমন ॥
তদন্তর অষ্টালিঙ্গা আইল হাড়িয়া ।
কহে সেই ইথোপিয়া আছয়ে পড়িয়া ।
তদন্তর তাহাচার আইল লজিয়া ।
পূর্বমত ভারত হইল আসিয়া ॥
তদন্তর আপোনেতে করি আরোহণ ।
কহিতে উঠে তারা কৈল আগমন ॥
সেই কাল পূর্বমত কালেতে পুরিল ।
সকল হাসানের চিত্তে সংশয় জ্বলিল ॥

বিশ্বয় পুরিত জালা করি দরশন ।
পূর্বমত হাসানের কহেন তথন ॥
কন পুনঃ পুনঃ করি হওক সংকার ।
তোমার বিমল আশে হতেছে প্রসার ॥

তালিম্ভার বিবরণ জননি অবগে? ।
(হাসান কহিল) প্রভু জানিব কেমনে ॥
অনুগ্রহ করি কহ বিবরণ তার ।
তিনিহা বিশ্বয় দূর হউক আমার ॥
(বিজ্ঞ বলে) ওরে বাছা করহ শ্রবণ ।
তালিম্ভার বিবরণ করিব বর্ণন ॥
সুধু তার গুণমাত্র বলিব না ধন ।
জানাইব যাতে শিক্ষা করহ এখন ॥
দ্বিধাপ তালিম্ভা আছে জগতে প্রচার ।
অক্ষর আত্মক এক আর ভিন্নাকার ॥
স্তব পাঠ শব্দাকর যোগে এক হয় ।
গ্রন্থের সম্বন্ধে হয় দ্বিতীয় নিশ্চয় ॥
কোন কোন ধাতুতে গ্রন্থের আছে যোগ
কোন গ্রন্থযোগে হয় কি প্রকার ভোগ ॥
বপনে দিখেছি আমি প্রথম উপায় ।
রূপায় উই-হ দেব দিগেন আমায় ॥

স্বর্গীয় দূতের শক্তি আছয়ে অক্ষরে ।
একেক অক্ষরে এক দূত ভর করে ॥
দূত কারে বলে তুমি না জান কারণ ।
অগ্রে জানাইব তাহাদের বিবরণ ॥
সর্ব শক্তিমান বিহু সর্বের্বর জিনি ।
দূতগণে পূর্ণ শক্তি দিয়াছেন তিনি ॥
দূতগণ অক্ষরেতে করিয়া নির্ভর ।
সকলেতে শাসন করয়ে চরাচর ॥
পার্থিব সমস্ত শব্দে করি অধিষ্ঠান ।
শুভাশুভ ফলাফল করয়ে বিধান ॥
অক্ষর সংযোগে হয় শব্দের বিন্যাস ।
শব্দ হতে পদ সব হয় যে প্রকাশ ॥
সেই পদ লিখিত কি কথিত হইলে ।
অপ্প বুদ্ধি ভীষণ তাহে বায় ভুলে ॥

হাসান, ব্রাহ্মণে এই কথা পরস্পরে ।
ক্রমে ক্রমে উপনীত হইল নগরে ॥
সুখ পাছার সহ দেখিয়া নন্দনে
হাসানের পিতা অতি ভূই হৈল মনে ॥
ভদ্রবিশ্বাসী চো করিয়া বসন ।
করিতে লাগিল কলি ক্রোধেতে বাণন ॥

হাসানের ছিল এক বিমাতা পাপিনী ।
 কীর্ত্তন্য পূর্ববশা লোভী বিশ্বাসী ॥
 হাসান আনিল বত ধন কুপ হতে ।
 মণি মুক্তা চুনি পাশা সুবর্ণ রত্ন হতে ॥
 বহু ঘুলা সে সকল কহিব কি আর ।
 তাহে চিরদিন সুখে যায় লবাকার ॥
 রাজাধিরাজের হতে অতুল সম্পদে ।
 সুখেতে হরিত কাল থাকি নিরাপদে ॥
 কিন্তু সে নারীর মনে হইল এমন ।
 অচিরে হইবে কয় এই সব ধন ॥
 অবশেষ হবে দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে ।
 এক দিন হাসানেকে কহে যুজ্বরে ॥
 ওরে বাছা এই ধন-চিরস্থায়ী নয় ।
 একপ করিলে যায় আশু হবে কয় ॥
 (হাসান কহিল) মাতা চিন্তা কি কারণ ।
 অক্ষয় জানিবে মাতা এই সব ধন ॥
 মহাসাধু পদ্মনাভ আমার কারণ ।
 মনস্ত করেছে দিতে যেই সব ধন ॥
 যদি তুমি একবার হেরিতে নয়নে ।
 কদাচ এ বুদ্ধি না হইত তব মনে ॥
 পুনঃ যবে দ্বিজ মোরে লইবে তথার ।
 কালমাটি এক মুটা আনিব হেথার ॥
 তা দেখে জননী তব হইবে প্রত্যয় ।
 মনে হতে দূরে যাবে যতেক সংশয় ॥
 (বিমাতা কহিল) বাছা যত মনে ধরে ।
 স্বর্ণ চুনি লয়ে তুমি আনিবে রে ঘরে ॥
 রূপবর্ণ যুক্তিকায় নাহি প্রয়োজন ।
 সম্পদ বাড়ুক তব এই আকুঞ্চন ॥
 কিন্তু বাপু এক বুদ্ধি আইসে অন্তরে ।
 যদি দ্বিজ তোদের সব দিচ্ছ ইচ্ছা করে ॥

কুপে প্রবেশিতে যা যা হয় প্রয়োজন
 কেননা তোমায় দ্বিজ পিখায় এখন ? ॥
 যবে তব ইচ্ছা হবে বাইবে তথার ।
 মনোভীষ্ট সিদ্ধি করি আনিবে হেথার ॥
 যদ্যপি দৈবাৎ দ্বিজ যাক লোকান্তরে ।
 ভরসার হবে শেষ কি করিবে পরে ॥
 আরো সে হইলে আসি থাকিবে হেথার
 আমাদের সহস্রাঙ্গ করিবে সুরার ॥

প্রকাশ করিবে অন্য এই বিবরণ ।
 আমাদের ভাগ্যে বাছা কি হবে তখন
 আমার মানস এই ওরে বাছাধন ।
 তার কাছে ভক্তনাদি লিখি এখন ॥
 বিশেষ সে সব তুমি শিখিবে যখন ।
 আমরা ব্রাহ্মণে তবে করিব নিধন ॥
 তা হইলে অন্য কেই জানিতে নারিবে
 অতুল সম্পদ পেয়ে সুখেতে থাকিবে ॥

বিমাতার এ বচন করিয়া শ্রবণ ।
 ভরে চমকিয়া উঠে হাসান তখন ॥
 বলে মাতা একবুদ্ধি হইল কেননে ।
 বিনাশ করিতে চাহ দয়ালু ব্রাহ্মণে ॥
 আমাদিগে দ্বিজ ভাল বাসেন অন্তরে
 করেছে যে অনুগ্রহ এমন কে করে ॥
 অঙ্গীকার করিয়াছে এত ধন দিতে ।
 সন্ন্যাসের ইচ্ছা হয় সে ধন পাইতে ॥
 রাজাদের হিংসা হয় বাছার কারণ ।
 এত রূপা প্রকাশ করেছে যেই জন ॥
 এ দয়ার প্রতিফল এই কি চিন্তিলে ।
 অনায়াসে ব্রাহ্মণের বিনাশ ইচ্ছিলে ? ॥
 যদি পুনর্বার মম চুরাবস্থা হয় ।
 পূর্বমত ফাঁকা যদি করি গো বিক্রয় ॥
 তখান এমন ইচ্ছা না করিব মনে ।
 নির্দয়কপেতে বধিবারে সে ব্রাহ্মণে ॥
 (বিমাতা কহিল) পুত্র শুন দিহা মন ।
 আপনার লভ্য চিন্তা কর অক্ষুণ্ণ ॥
 যদি ভাগ্য অনুকূল হলেন এখন ।
 চেষ্টা কর কিরাপে সঞ্চিত হয় ধন ॥
 তোমা চেয়ে ধরে বুদ্ধি জনক তোমার ।
 সে জন প্রশংসা করে সদত আমার ॥
 আমি যেই পরামর্শ বলি তাঁর স্থানে ।
 সেই কথা মহা উপদেশ করি মানে ॥
 যখন জনক তব এত স্নান্য করে ।
 উচিত করিতে মান্য তোমার অন্তরে ॥
 এই মতে হাসানের বিমাতা হৃৎশীলা ।
 নানা বাচ্য কলমে তাহারে বৃকলিলা ॥
 একেত হাসান অতি সুকুমার মতি ।
 কিসে ভাব মন করিবেক অবমতি ॥

তুরকীর ইতিহাস।

মহেশ্বর। মতে মতে ছিল।
 ইব্রিদের কাছে যাবেরে কহিল।
 হস্ত হস্তানি দ্বিভের কাছে গিয়া।
 তুর সাধিল তার চরণে ধরিয়া ॥
 সে দ্বিভ যোরে যদি হলে রূপাবান।
 তুগ্রহ করি তব মজাদি শিখান ॥
 দ্বিভ নিভান্ত ভাল বাসিত হাসানে।
 যদি সকল কহিলেক তার স্থানে ॥
 গায়ে লিখিল। মন্ত মন্ত কিছু ছিল।
 বা বাহা আবশ্যক সব শিখাইল ॥

মন্ত পেয়ে তুই হয়ে হাসান তখন।
 দ্বিভ বিমাতা পদে করে নিবেদন ॥
 তুর হাসানের জননী জনক।
 বন দ্বিভ করে নবন পাইয়া পুণক ॥
 তিনজনে ধনাগার করিবে দর্শন।
 আপনেতে পরামর্শ কৈল তিনজন ॥
 হাসানের জননী কহিল হাসানে।
 খন জনসব মোরা তথা হস্তে কিরে ॥
 সেই কালে প্রাক্ষেপেরে করিয়া নিধন।
 তুর সুখেতে কাল করিব বাপন ॥
 দ্বিভ নির্দিষ্ট দিবা আসি ঘূনাইল।
 হস্তে না করিয়া তিনজনেতে চলিল ॥
 সে ভয় বাস্তব কাছে হস্তে উপনীত।
 হাসান পুনিল সেই কাগজ তুরিত ॥
 কাগজ লইয়া কুপে ফেলাইয়া দিল।
 তখন তাহার কল বিতক হইল ॥
 তিনজন মিথ্যা মিথ্যা ভিতরেতে যায়।
 দ্বিভ কপাট তথা দেখিবারে পায় ॥
 দ্বিভ কপাট বসি কবাট হুইল।
 তখন সে দ্বিভ আপনি হইল ॥
 দেখিয়া দেখিয়া সেই নিশাচর।
 তাহারিণে দেখি হইলেক অগ্রসর ॥
 ফেলিতে প্রস্তর সেই উত্তত হইল।
 সেখি তার পিতা মাতা নকট গমিল ॥
 হাসান তৃতীয় বর কৈল উচ্চারণ।
 তাহাতে যে মৈত্র্য বর কৈল পতন ॥
 তদন্তর তিনজন সাক্ষ্য করিয়া।
 অত্যাচারী ভিতরেতে প্রবেশিল ॥

মতাহুহ বারে বারে হৈল উপনীত।
 সেই দুই শাস্ত্রি আনিয়া উপস্থিত ॥
 হাসান পুণক মন্ত কৈল উচ্চারণ।
 তাহে কাগজ দ্বিভ করে বিররে গমন ॥
 তদন্তর মতাহুহ পরিক্রম করি।
 ধনাগারে প্রবেশ করিল তুরা করি ॥
 বখায় মাণিক্য চুনি পায়া হীরা মতি।
 রক্তত কাঞ্চন স্তব শোভাকর অতি ॥
 রক্ততের জলপাত্র আহুয়ে বখায়।
 ক্রমে ক্রমে উপনীত হইল তথায় ॥
 হাসানের মাতা তথা করিয়া গমন।
 ইজিগু ভূপেরে না করিল দরশন ॥
 সুবর্ণ কলকে বাহা রয়েছে লিখন।
 একাকর তার নাহি করিল পঠন ॥
 চুনি পায়া হীরা মতি আছে যেই স্থানে।
 মলোভ মানলে তুরা যাইয়া সেখানে ॥
 দুই করে তুলে নিল রতননিকর।
 তার ভারে ভারাক্রান্ত হৈল কলেবর ॥
 তবু কি মনের লোভ মিটে যায় তাতে।
 আর কিছু কিছু রত্ন তুলে নিল মাতে ॥
 হাসানের জনক লোভেতে সেইক্ষণ।
 রক্তত কাঞ্চন করে চুহাতে গ্রহণ ॥
 হাসান হস্তিকা কাল লইল তুলিয়া।
 এই মনে, পরীক্ষা করিবে গৃহে গিয়া ॥

এইরূপ সঞ্চয় করিয়া তিনজন।
 সে স্থানে হইতে করে পুনরাগমন ॥
 খন ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে অভিযয়।
 চুখ নাহি খন প্রাপ্তে আনন্দ হৃদয় ॥
 মতাহুহ পরিহরি আইল বখায়।
 তিনজনে তিন মুক্তি দেখিল ভীষণ ॥
 তিন জনে তিন জনে করিতে সংহার।
 বিক্ষারিত হইতেছে জেব পায়াবার ॥
 হাসানের শিখা মাতা করি দরশন।
 দুই বখা পণি হস্তে লক্কিত মন ॥
 ইদন্তানের কর হস্তে পেতে পরিজ্ঞান।
 হাসান না জানে কিছু ইহার সন্ধান ॥
 জনক জননী চোরে করেতে কাঞ্চন।
 বাকা নাহি ধরে দুই কলেবর ॥

হাসান প্রাণের তয়ে করিয়া প্রবন্ধন ।
বিমাতার প্রতি করে বিবিধ ভৎসন ॥
রে তুষ্টা জননী তোর এই ছিল মনে ।
বাসনা করিল আশাধির নিধনে ॥
তোর জন্য কেবা মোরা প্রাণ হারাইবু
কেনবা তোমার কথা কর্ণেতে শুনিবু ॥
নিঃসন্দেহ পদ্মনাভ ভেনেছে কারণ ।
আমাদের মনোকথা হয়েছে জ্ঞাপন ॥
তার জ্ঞান নীজ সব তাহারে কহিল ।
আমাদের নির্ভরতা বুকিতে পারিল ॥
জানি দ্বিজ দৈত্যগণে করেছে প্রেরণ ।
আমাদের তিন জনে করিতে নিধন ॥
হাসানের এই কথা শেষ না হইতে ।
আকাশেতে শব্দ এক শুনে আচম্বিতে ॥
(পদ্মনাভ বলে) ওরে ভূরাক্ষা সকল ।
আমার নিধনে কর মানস কেবল ॥
আমার বাক্যব বোধ্য তোরা নস কভু ।
তোদের মনের ভাব জানেন সে বিদু ॥
সদয় না হত যদি দেবতা আমার ।
এখনি সকলে প্রাণ বধিত আমার ॥
মম প্রতি উইহ দেব সদয় হইয়া ।
তোদের তুষ্টেষ্ঠা মোরে দিলেন কহিয়া
ইহার উচিত শাস্তি পাইবি এখন ।
বিখাস ধাতকী তোরা হইলি যেমন ॥
ওরে তুষ্টা নারী তুই কুবুজি করিয়া ।
বিপদ ঘটালি মম মরণ চিস্তিয়া ॥
শুনরে হাসান ওরে হাসানের পিতঃ ।
নারীর কুবুজে তোরা হলি বিভবিত ॥
এত বলি সেই রূপ নীরব হইল ।
দৈত্যগণে তিন জনে বিনাশ করিল ॥

(বলী বলে) নরপতি, করিলেন অব-
গতি, ভূরাক্ষা না এই উপাখ্যানে ।
বিনা দোষে কুজি হানে, আপনি বধিলে
প্রাণে, দণ্ডভাগী হইবে বিদুজ্ঞানে
রমণীর নরপায়, বধিলে তনয়ে তায়,
কলঙ্ক ঘূষিবে ত্রিভুবন ।
ভূপ যাতে হয় হিত, নাহিধটেবিপরীত,
বিরোচনা করুন তেমন ॥

জননীর যুক্তিগুনি, সত্যাত হাসান গুণি
দৈত্য হস্তে ত্যজিল জীবন ।
আরো সেই তুষ্টানারী, ব্রাহ্মধর্মবিশেষকরি
আপনিও হইল নিধন ॥
হাসাকিন মহীধর, স্থির চিত্ত হয়ে পর,
কহিলেন সচিবের প্রতি ।
বিশেষ প্রমাণ বিনা, সন্তানেব বধিবনা
জেনো মন্ত্রী আমার ভারতী ॥
তদন্তর ভূভূষণ, ত্যজি রাজ সিংহাসন
হুগয়ায় করিলা গমন ।
হইলে প্রদোষ কাল, আইলেন মহীপাল
রাণী সহ কৈলা দরশন ॥
রাণীপেয়ে ধরাপালে, বিভারিমন্ত্রণাজলে,
ভূপে ভাষে শুন প্রাণেশ্বর ।
সন্তানে বধিতে হেন, বিলম্ব করিহ কেক
বিশেষ, কহনা গুণাকর ॥
রাজাবলে প্রাণেশ্বরী, ধর্মকে নিভাস্তভরি
সেই হেতু বিলম্ব আমার ।
বিশেষ প্রমাণ পেলে, দোষ তার জ্ঞাত
হলে, প্রাণ দণ্ড করিব তাহার ॥
রাণীকহে নরস্বামী, বিশেষবলিহে আমি
যদি মোরে বিশ্বাস না কর ।
তখাচ নীরবে তার, হয় নাই কি প্রকার
তোমার নন্দন দোষাকর ॥
তাহার শিক্ষক যেই, ভয়ে পলাইল সেই
বল নাথ কিলের কারণ ।
ইথে কি প্রমাণ নয়, মম বাক্য সন্দেহ
কেন অপ্রত্যয় হে রাজন ॥
কুমার শিক্ষক যেই, এই ভয়ে গেল সেই
জেনেছে পুত্রের আচরণ ।
পাছে তুমি নরেশ্বর, তাহারে ভৎসনাকর
তারে জানি দোষের কারণ ॥
অন্যপ্রমাণেভেআর, প্রয়োজনকি তোমার
যে কুকর্ম ঘটয়ে গোপনে ।
সাক্ষী যদি নাহি রয়, দোষীকিনির্দোষী
হয়, সাক্ষ্যভাবে বিচার সদনে ।
সাক্ষ্যভাবেবুজি এই অপরাধী হবে সেই
কৌশলেতে করিবে প্রমাণ ।
এবিষয়ে প্রসঙ্গেক, বিবেচিয়া কনৈরুখো
শুন নাথ কহিতব স্থান ॥

রাজা আকশিদের উপাখ্যান ।

পঞ্চাশ সহস্র সেনা, সৈন্যবহু হইল ।
বাড়াইল বার দিন, অল্প আদি লয়ে ॥
সেখানেই বাহিনীরা বসিল বসন্ত ।
বেতন পাইয়া তবে প্রাকৃতিক মন ॥
রাজার শরণ হইল আনি সভাগণ ।
তুপতির প্রণাম করিল জনে জন ॥
তদন্তর মহীষবে তুলি শবা হতে ।
বসাইল লয়ে নিংহাসন উপরেতে ॥
চারি জন লচিব মিলিয়া মনোহুখে ।
শবের সিন্দুক এক রাখিলা সম্মুখে ॥
তদোপর চন্দ্রাতপ অতি চমৎকার ।
তদোপরি ধরে চারি রাজার কুমার ॥
হয় জন রাজ সভ্যতথায় আসিল ।
খনিয়া হস্তিকা তথা হুড়াইয়া দিল ॥
তদন্তর তুপতির পুত্র তিন জন ।
শবের সিন্দুক করে হীরকে শোভন ॥
তুপের দুকুট নানা রতন জড়িত ।
স্থাপন করিল তাতে-হয়ে বিধাদিত ॥

তদন্তর চারি রাজ কুমার আইল ।
সিন্দুকের পায়া তারা করেছে ধরিল ॥
পুরোহিত উদাসীন মহাস্ত ককির ।
গায়ক বাদক আর উজির নাভীর ॥
ঈশ্বরের গুণ গান গাইতে গাইতে ।
সকলেতে চলিলেক শবের সহিতে ॥
তদন্তর অষ্টধারী মহাস্ত নিকর ।
সিন্দুকের আগে আগে চলিল সত্বর ॥
এক জন স্তার মধ্যে বসিয়া সজ্জিত ।
খচর খোটকোপরে হইল আরোহিত ॥
কোরাণ মস্তকে করি মর্যাদা করিয়া ।
সিন্দুকের অগ্রে সেই বাইছে চলিয়া ॥
বস্ত্র রাজ্য ক্ষার মস্তকাজ পুঞ্জগণ ।
সিন্দুক হেঁট করি করিছে গমন ॥
পরে দুইশত তরঙ্গাক বাহ্যকর ।
ইহাবাক বাসেবস্ত্রে বস্ত্র অগ্রসর ॥
রাজার প্রসঙ্গ বাস করিছে বিজ্ঞান ।
গাইল বাইছে তারি সত্বর করে ॥
গীত গায়ক কবি কবি বার তার পর
কানিতে কানি করি আশ্রয় ভীত-বর

আকশিদের মাঝে ছিল ইজিও-ঈশ্বর ।
পরম ধার্মিক রাজা নবী শুধাকর ॥
অজান্তে প্রবীণ তিনি হলেন যখন ।
আপনার তিন পুত্রে ডাকিয়া তখন ॥
বলিলেন, শুন বাপু বচন আমার ।
লোকান্তর হতে মম লেরি নাহি আর ॥
পুত্রলোকে যেতে হবে স্বকর্ম সহিত ।
বিক্রম্যে কর্মকল করিতে বিচিত্র ॥
ঈশ বৃত্ত কর্ম স্থানে নাগরিক পুর্বে ।
করেছি বাসনা এক শুভ তোমা সর্কে ॥
করবারি অমৃত্যু সবে রাখহ এখন ।
অমৃত্যু জিয়ার মম কর আয়োজন ॥
করবারি হুত্ব পুর্বে ওয়ে বাহাদর ।
সমারি উজিও জিয়ার কর সমাপন ॥
ইহকে এমর আনি করিব মর্শন ।
আহিরেতে করব তাহার আয়োজন ॥
বুরজিও রাজ্যগণে আখান কারণে ।
অ-বাও কর মম মত করীগণে ॥
আমার দামন কুন্ত রাজা মত জন ।
হেখার আনিতে সবে কর নিমন্ত্রণ ॥
এ কর্ম সম্পন্ন বাহা প্রয়োজন হয় ।
সত্যক হইয়া সব কর পুত্রচর ॥
করি সমারোহ করি করিবে এ কাজ ।
কোন কালে যেম মম নাহি হয় লাজ ॥

অজিগণ রাজ আকশি করিয়া বারণ ।
অনিবার্য মত প্রবৃত্তি করে আয়োজন ॥
মিহিও বসিল দিন তাহার কারণ ।
সাতকোটে করি করে মত দানগণ ॥
রাজ সভাসদ বস্ত্র প্রদান মাঘব ।
উদাত করিতে বস্ত্র প্রদান উদয় ॥
রাজধানী খোদায়াসে বসিল হুজিত ।
প্রবী মত ইন্দ্রা দীপকি করি ভিত ॥

হারেরে নিম্নতী তোর কেমন ব্যাভাষ্য ।
আমাদের জির হুপে করিলি সন্ধ্যায় ॥
হারেরে তুর্জিন-ভোর এই ছিল মনে ।
আজি কি আইলি রাজ-নিম্ন কারণে ॥
আমাদের মরুপতি বর্ষ অবতার ।
রাজা রাজ চক্রবর্তি বিজিত মংসার ॥
শিষ্টের পালক আর তুষ্টের মন ।
অনাথের নাথ হুপ মরিত্ত ভক্তন ॥
প্রজার বৎসল অনাথের নাথ বিনি ।
কৃতান্ত কবলে আজ পড়িলেন তিনি ॥
এই কাপ ক্রন্দন করিয়া তার পর ।
রুক দারু চিনি কেলৈ নিম্নক উপর ॥
আইল পকাশ জন মন্নি তার পর ।
কাল পরিচ্ছদেতে সজ্জিত কলেবর ॥
তদন্তর আইলেন রাজ সভাগণ ।
ভজিত ধনুক করে করিয়া ধারণ ॥
তদন্তে হাজার দশ আইল তুরন ।
সুবর্ণ লাগাম জিম দেখিতে সুবর্ণ ॥
সকলের পুঙ্খ কাটা পুঙ্খ নাহি তার ।
তাহাতে হয়েছে শোভা অতি চমৎকার ॥
সঙ্গেতে হাজার দশ কাফ রি কিবর ।
নীলবর্ণ পোষাকে সজ্জিত কলেবর ॥
সর্ব শেষে আইল বত পুর নারীগণ ।
সকলের মুখে রুকবর্ণ আবরণ ॥
বিকচ কুন্তল সব সস্তাপিত মন ।
ভূপতির বিরোগেতে করিছে রোদন ॥

এই সব দরশন করি মরেবর ।
দীর্ঘবাস ভাজি কহিলেন অন্তঃপর ॥
আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি সে এখন ।
আমার অভ্যক্তি ক্রিয়া করিছ মর্মান ॥
তদন্তর হুপ কহিলেন অন্তঃপরে ।
সিংহাসন হতে প্রোরে প্রোরে মরুরে ॥
সিংহাসন হতে-নাথি মরুরে শুভম ।
এক হুটা ঝাটি তুলি করিয়া এখন ॥
বে সকল সভাগণ হুটাইয়া ছিল ।
তুলিয়া বতনে হুপ মরুরে রাখিল ॥
সবাকার মরুপেতে মরুক তুলিয়া ।
এই কথা বনিলেন হুটিকা-মাথিয়া ॥

“সংসারে সুকীর্তি না করিল যেই জন ।
বংশ পরম্পরা মরু থাকিতে ঘোষণ ॥
হে ধরনী তার কিছু অংশ মরু তুলি ।
তোমার স্থানেতে মাগি এই তিক্কা আ ॥
তদন্তর মন্নিগণে কহিলো রাজন ।
করিব কিঞ্চিৎ দান বাসনা এখন ॥
তার এক কর্ক তুলি করহ মরুর ।
বে আজো বলিল মন্নি তুলি মপোস্তর ॥
রাজা বলে) লিখ মন্নি করি মিছারণ ।
কলবতী হয় বেশ মন আকৃষ্টন ॥
বার লক্ষ বিংশতি সহস্র হুটা দিয়া ।
করিব চিকিৎসালয় রোগির লাগিয়া ॥
মোশলমান জাতিতে যে হইবে পীড়িত ।
চিকিৎসা আগারে পথ্য পাইবে নিহিত ॥
দ্বিতীয়তঃ আমার মনেতে আকৃষ্টন ।
বিধ বিদ্যালয় এক করিব স্থাপন ॥
পূর্ব উক্ত ব্যয়ে তাহা করিয়া নির্মাণ ।
করিব তাহাকে বহু বিদ্যার্থির স্থান ॥
সাহিত্য নাটক আর ন্যায় অঙ্গকার ।
ভূগোল পদার্থ শূন্যোত্তিবি বিদ্যা আ ॥
আয়ুর্বেদ ধর্মবিদ্যা নীতিজ্ঞানি মত ।
তথ্য করিবে শিক্ষা হাজি মত মত ॥
তৃতীয়তঃ পাইশালা করিব নির্মাণ ।
পথিক জনের হবে বিরামের স্থান ॥
রাখিব কাঙ্করি নারী সেবার কারণ ॥
করিবেক পথিক জনের সুস্থমণ ॥
প্রতি দিন মরু অন্য এ সব কার্যেতে ।
ত্রিসহস্র হুটা দিবে ভাণ্ডার হইতে ॥
চতুর্থতঃ স্থানাগর করিব নির্মাণ ।
পরিভ্রাতা নারীদের থাকিবার স্থান ॥
বে পর্যন্ত তাহাদের দয়া নাহি হয় ।
তাবত সে স্থানে ভাণ্ডা থাকিবে নিশ্চয় ॥
নবম-সহস্র হুটা ইহার কলকরত ।
তোমরা সকলে দিবে মরু কোষ হতে ॥

ধর্মার্থে প্রত্যেক ব্যয় করি অনুমতি ।
কোরাণে প্রসিদ্ধে আজো করিল হুটাইতি ॥
রাজা জির আল কোরাণ তথ্যকি মরুর ।
পাঠকে পড়িতে হুপ অরুজা করিয়া ॥

তুরকীর ইতিহাস ।

এক অধ্যক্ষ সেই পুড়িল কোরবান
 হইল রাজ্য তার করিল সমান ॥
 কোরবান রাজ্য তারে দিয়া পুরস্কার ॥
 ইলাসীমরগে দান কৈল অর্ধ তার ॥
 কাণা খেঁচিয়া ব্যাধি যুক্ত ছিল বত জন ॥
 তাহিগে হুশভ সুভা কৈল বিতরণ ॥
 তদন্তে অন্ত্যস্তি ভোজ সমাধা হইল ॥
 বর্ষ খালে যে সব সামগ্রী এসেছিল ॥
 বাহার সমুখে বেই আত্র দিয়াছিল ॥
 সেই খাল তার অন্য উৎসর্গ হইল ॥
 উলসুর নরপতি সদয় হইল ॥
 কুমার কিসরগণে দিলেন ছাড়িয়া ॥

এই সব নির্দাৰ্য্য করিয়া নরেশ্বর ॥
 সেই দিন হইল পীড়িত কলেবর ॥
 অকস্মাৎ ব্যাধি আসি শরীরে জন্মিল ॥
 অশক্ত হইয়া তাহে শয্যাতে পড়িল ॥
 আশ্রয় জানিয়া কাল ভূপ সেইকণে ॥
 ডাকিয়া আপনীর পুত্রা তনজনে ॥
 কহিলেন যব বাক্য শুন পুত্রগণ ॥
 আমাদের অন্য কিছু রেখেছি রতন ॥
 আমার শয়ন গৃহে বাম পাখে গিয়া ॥
 রত্ন পুর্ষ রাকস এক লহগে ভুলিয়া ॥
 যে সব উত্তম রত্ন পৃথিবী ভিতরে ॥
 তাই রাখিয়াছি যাহে তোমাদের তরে ॥
 আমার হত্যার পরে সে সব রতন ॥
 সমস্তাগ করি লবে তাই তিন জন ॥
 হি আমার অধিক কব তোমাদের প্রতি ॥
 থাকিতে জীবিত আমি করেছি নফাতি ॥

এত বলি বলারান্ত জাঙ্গিল জীবন ॥
 পুত্রগণ করে অন্ত্যস্তির আয়োজন ॥
 রত্নলোভে দুপতির কনিষ্ঠ কুমার ॥
 প্রবেশিল কুমারিত শয়ন আহার ॥
 রত্নগণ রত্নলোভে হইল হবিত ॥
 আপনি লইতে ডাকিল হইল ব্যস্তিত ॥
 জাতকয়ে তাঁ ডাকিল বড় কনিষ্ঠ ॥
 আসি তাগে সেই সব রত্ন লুকাইয়া ॥

তুণের অন্ত্যস্তি করিয়া কলে সমাধান ॥
 জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই হুণের নন্দন ॥
 রত্ন দরশনে হইল সমৎসুক মন ॥
 সেই গৃহে লত্বরেতে করিল গমন ॥
 ইতস্ততঃ অবেষণ করি লম্বকয় ॥
 রত্ন না পাইয়া মনে হইল বিস্ময় ॥
 করিতেছে তাহার। বখন অবেষণ ॥
 কনিষ্ঠ কুমার আসি দিল দরশন ॥
 জাতগণে গম্বোধিয়া কহিল কুমার ॥
 “দেখিলেন কেমন গো রতন সম্ভার ॥
 অগ্রজ কহিল তাই কেন কর শ্বেষ ॥
 আবাদের হতে ভূমি আনহ বিশেষ ॥
 অনুমান করি ভূমি লয়েছ রতন ॥
 নতুবা কহিবে কেন বচন এমন ॥”
 “কনিষ্ঠ কুমার কহে একি সমৎসার ॥
 আপনারা লয়ে দোষ দিতেছ আমার ॥
 উভয়ের এইকণ বচন অবণ ॥
 করিয়া, মধ্যম কহে, শুনি জাতগণ ॥
 আমাদের তিন জন মধ্যে কোল জন ॥
 রত্নাধার সব রত্ন করেছে হরণ ॥
 নতুবা কাহার লাগ্য হইল এমন ॥
 আমাদের বিনা ছেঁধা করিবে গমন ॥
 আমার বচন বলি করহ অবণ ॥
 কাজিরে ডাকারে কর বিচার এখন ॥
 কাজি সে চতুর বড় বুদ্ধিবান অতি ॥
 অন্যায়সে পর চিত্ত করে অরগতি ॥
 আমাদের বিচার করিলে সেই জন ॥
 অবশ্য চোরের হবে সম্মান তখন ॥
 এবচনে দুই জনে সম্মত হইল ॥
 বিচারার্থে বিচারকে ডাকিয়া আনিল ॥
 কাজি উপস্থিত হয়ে কহিল তখন ॥
 “আমার বচন শুন রাজ পুত্রগণ ॥
 তোমাদের কনিষ্ঠ কুমার পূর্বেতে ॥
 কাহিনী কহিল এক সর্ব সমক্ষেতে ॥
 “নোচান দিয়া লবে করহ অবণ ॥”
 এত বলি কাজি গণ ৫০ ১০০ ১০০০ ॥

এক দেশে ছিল এক বৃদ্ধক বৃদ্ধক
 উভয়ের ছিল কনিষ্ঠ কনিষ্ঠক

কামিনী অমৃত হিল পিতার অমৃত ।
 যুবকের ইচ্ছা তারে করে পরিণয় ॥
 কামিনীয়ে সেইরূপ ইচ্ছা হিল মনে ।
 বাহাতে বিবাহ কর যুবকের সনে ॥
 উভয়ের সে আশা সকল না হইল ।
 বিবাহা বিবাহ এই লাগে ঘটাইল ॥
 কামিনীর পিতা সেই বিখ্যাত নগরে ।
 বাগদত্তা হয়ে ছিল অন্য এক বরে ॥
 শুভকণে করি শুভ লগ্ন বিবাগণ ।
 কন্যার বিবাহ হেতু কৈল আরোজন ॥
 সমারোহে তনয়ার বিবাহ কারণ ।
 কুটুম্ব বাজবগণে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
 যেই দিন কামিনীর হবে পরিণয় ।
 সেই দিন যুবকের সঙ্গে দেখা হয় ॥
 নিভূতে নায়ক প্রতি কহিছে কামিনী ।
 “আজি নাথ পোহাইল কি কাল কামিনী
 মনের ভরসা আশা হইল নিষ্ফল ॥
 অস্বস্ত চাহিতে শেষে পেলেম গরল ॥
 তব সহ প্রেমালাপে কাটাইব কাল ।
 সে আশা নিরাশা এবে বিধি ঠৈল কাল ॥
 আজি অন্য সত্ত্ব মম হবে পরিণয় ।
 স্মরিয়া একথা মম বিদরে হৃদয় ॥
 প্রতিকুল হইলেন জনক জননী ।
 তোমাধনে বঞ্চিত হলেন গুণমণি” ॥
 একথা শুনিয়া যুবা হইল বিস্ময় ।
 শিরে বেন বজ্রাঘাত হয় সে সময় ॥
 চারি দিক খুন্সায় করে দরশন ।
 আলোতে আঁধার বোধ হইল তখন ॥
 কামিনীর প্রতি কহে করিয়া বিনয় ।
 “কি কথা শুনায়ে শ্রিয়ে বিদরে হৃদয় ॥
 অভাগার ভাগ্যে শেষ এই কি আছিল ।
 তোমাতে বঞ্চিত শ্রিয়ে হইতে হইল ॥
 ভালবাসা ভাল আশা সকল বুটিল ।
 অবশেষ বিরহে কি হইতে হইল ॥
 পরাণ প্রতিমা তুরি প্রেমসী আমার ।
 এত দিনে খুন্স হইল হৃদয় ভাঙার ॥
 প্রাণসমা তুরি আমি আমি দেখে প্রায় ।
 প্রাণ গেলে দেহ বল থাকিবে কোথায় ॥
 জীবন সর্ব্বদা ধন তুমি সে আমার ।
 তোমাঝি এমতায় সকলি আমার” ॥

এতবলি বিবাহ বিবাহ শোকানলে ।
 বদন ভাগিয়ে তার নয়নের জলে ॥
 বদনেতে বাণী বীন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।
 কামিনীর পুত্রলি প্রায় নাহি ক্ষণে তার ॥
 নায়কের এতাদৃশ মতি দরশনে ।
 নায়িকা সন্তুষ্ট না করে প্রয়োধ ঘটনে ॥
 “কেন নাথ এতাদৃশ হইলে ব্যাকুল ।
 অকুলে পড়িলে পুনঃ লোকে পায় কুল ॥
 ধৈর্যধর পরিহার মনের বেদনা ।
 তোমা তির আমি তার কদাচ হবনা ॥
 অন্য নিশি তব স্থানে করিব গমন ।
 নিশ্চয় জানিহ বধু আমার বচন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিহু আমি সন্মুখে তোমার ।
 নিশিযোগে তব সহ করিব বিহার” ॥
 এত বলি সন্তুষ্ট না করিয়া প্রিয়জনে ।
 রঞ্জিণী রক্তেতে গেল আপন অঙ্গনে ॥
 আশালে বিখাল করি নায়ক তখন ।
 পবন গমনে চলে আপন তবন ॥
 হেথায় কন্যার পিতা সমারোহ করি ।
 তনয়ার বিভাদিল ভাগিয়া সর্ব্বদা ॥
 বর কন্যা বাগর গৃহেতে প্রবেশিল ।
 পুরজন গণ সব নিম্নায় মোহিল ॥
 সুপাত্র সে পাত্র অতি সমাদর করি ।
 প্রেমালাপে প্রবর্তিল তুষ্টিতে সুন্দরী ॥
 কিন্তু রমণীর মন সুস্থ্য নাহি ছিল ।
 স্বামীর সোহাগ সব উপেক্ষা করিল ॥
 এলাইত ভ্রমাবাস আলিত কুন্তল ।
 নয়নেতে অনিবার করিতেছে জল ॥
 বিলাপ করিয়া রামা করয়ে জ্ঞানন ।
 সজল নলিন আঁখি মলিন বদন ॥
 গতি দেখি পতি তার অতি বিনয়েতে ।
 বলে শ্রিয়ে হেন তার কেন একপাতে ॥
 কিসের কারণ তুমি করিহু রোদন ।
 বিনোদিনী বলনা আশ্বস্তে বিবরণ ॥
 মম প্রতি প্রীতি কি প্রেমসী নাই তব ।
 জ্ঞানিতে অভাব কেন হয় অহুতব ॥
 মনোজ্ঞ তোমার কি মহিমা নহি আমি ।
 বিব্রতী বিনোদিনী কেন হয়ে তুমি ॥
 বিকলে মুখের নিশি প্রায় যে প্রজ্ঞাত ।
 বারেক কাতর প্রতি কর নেত্র পাত ॥

হাবীর নৌজনা শুনি তব্বর তখন।
বলে, কি আশ্চর্য! কথা শুনালে এখন ॥
তোমার রোদমে বিনয় ল হয়ে জাতি।
তব পতি কেন কার্যে দিল অমুমতি ॥
আপনার প্রিয় ধন করিল হস্তান্তর।
ধন্য২ ধন্য সেই সরল সূজন ॥
তাহার নৌজনা আমি পাইলাম জান
অন্তর্য নাহি কাড়ি লব তব স্থান ॥
আর তব সভাও না করিব লঙ্ঘন।
মনোমুখে প্রিয়পাশে করহ গমন ॥
কিছু তুমি একা যায়ে মনে শঙ্কা হয়।
অন্য চোরে যদি অলঙ্কার কেড়ে যায় ॥
অতএব তব সত্বে করিব গমন।
রাখিয়া আসিবে শুধু বঁধুর ভবন ॥
এত বলি চোর তার সঙ্গেতে চলিল।
বঁধুর আলয়ে রাখি বিদায় হইল ॥

নায়কের দ্বারে নারী করিয়া গমন।
দ্বারে করে কল্যাণ প্রবেশ কারণ ॥
অমনি তাহার কান্ধে দ্বার খুলি দিল ॥
সমগী বাঁদীর মধ্যে প্রবেশ করিল ॥
নায়কে বিনয়ে ধনী বলিল বচন।
আইলাম বঁধু তব সন্তোষ কাঙ্ক্ষণ ॥
দিবসে তোমারে করিয়াছি অঙ্গীকার।
অদ্য তব সহ দেখা হইবে আমারে ॥
সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে প্রাণেশ্বর।
নিশ্চিন্তে আইলাম তোমার গোচর ॥
অদ্য আমি বিদ্যাহিতা হইয়াছি নাথ।
তব আমি আইলাম তোমার লাক্ষ্য ॥
(যুবক কহিল) তুমি কি রূপে আইলে।
তোমার পতির কোলকিরূপে ত্যজিলে
এ কথা শুনিয়া ধনী সমস্ত কহিল।
যে প্রকায়ের পতির সে অমুমতি দিল ॥

এ কথা শুনে যুব আশ্চর্য হইল।
তখন তাহার মনে প্রমোদ করিল ॥
(বলিল) প্রেমলীল সত্য বলিলে আমার।
আজাদিল তব পতি আসিতে হইল ॥

তোমার এমন কার্যে দিল অমুমতি।
চিরদিন যাতে তার থাকিবে অখ্যাতি ॥
অমুমানের বাহা কতু না আইলো মনে।
এমন বিষয়ে আজ্ঞা দিল তোমা ধনে ॥
সমগী কহিল নাথ সত্য এ মচন।
পতির অমুজ্ঞা পণ করিতে পালন ॥
ইথে তব মনোরথ যদি পূর্ণ করি।
তবু পতি ক্রোধ না করিবে মমোপরি ॥
এ কাহে পতির বাধ্য বঁধু তুমি নও।
আরো এক তব্বরের বাধ্য তুমি হও ॥
এত বলি করে বামা লকল বর্ণন।
যে রূপে চোরের সঙ্গে কথবকখন ॥
এতদূশ শুনিয়া চোরের সমাচার।
চমৎকৃত হয়ে বলে নায়ক তাহার ॥
বিবাহ বাসরে পতি ছাড়িল সার্য্যারে।
অন্য নায়কের সদবাস করিবারে ॥
দ্বিতীয় তব্বর পেয়ে অমূল্য রতন।
হাতে গেয়ে ছাড়িল সে কেমন সূজন ॥
অতএব এ বিষয় অতি চমৎকার।
প্রবণ গোচর কতু না হয় আমার ॥
যদি এমু সাধুশীল হইল এমন।
আমি কেন করি অধর্মের আচরণ ॥
পতি আর তব্বর কহিল সেই মত।
ইহাদের দৃষ্টান্তের হব অনুগত ॥
(এত ভাবি কামিনীকে কহে সেই জন
গুন গুন প্রাণ প্রিয়ে আমার বচন ॥
যদ্যপি নিতান্ত আমি তোমার কারণ।
হিলাম মন্থখানলে কাতর জীবন ॥
তব প্রতি ছিল মম অনুরাগ জতি।
হেরিতাম অন্তরেতে তোমার মুরতি ॥
তব অদর্শনে হত ব্যাকুল জীবন।
নয়ন কান্ডর ছিল না হেরে বদন ॥
তথাপি তোমায় আমি করি অমুমতি।
করহ পতির সেবা বহিরা যুবতী ॥
এই অমুরোধ রাখ প্রেমলী আমার।
হইলে আমার দানে খালাস এবার ॥
এত বলি কামিনীকে সঙ্গেতে লইয়া।
তাহার কান্ধেতে তুরা রাখিলোক দিয়া ॥
তথাই কামিনী স্থানে বিদায় হইয়া।
আপন আলয়ে যুবা আইল চলিয়া ॥

সিঁদুরা নিশি মধো প্রবেশ করিল ।
 প্রীতি সহ ধনী নয়ন করিল ॥
 উপাখ্যান সমাধান করি কাজি কয় ।
 আমার বচন শুন রাজপুত্র চয় ॥
 চোর, পতি, আর কামিনীর উপপতি ।
 এই তিনের মধ্যে কার সৌজন্যে অতি ॥
 তুমি রাজ-কর্তৃ-পুত্র কহে কাজি প্রতি ।
 হুজুর বিচারে মম কামিনীর পতি ॥
 মধ্যম কহিল বলি বিচারে আমার ।
 জ্যেষ্ঠ সূতন সেই কামিনীর আর ॥
 কনিষ্ঠ কহিল শুন কাজি অগ্রগণ্য ।
 তিনের মধ্যেতে দেখি চোরের সৌজন্য
 তব্বরের ধর্ম জ্ঞান নাহি লোকে বলে ।
 করয়ে নিমিত্ত কর্ম হলে কসে বলে ॥
 হাতে পেরে রূপবতী নারী ছেড়ে দিল ।
 পাইয়া অমূল্য রত্ন তাহা না লইল ॥
 তাই বলি চোরের সৌজন্যে অতিশয় ।
 নহিলে ভাঙিবে কেন এই সমুদয় ॥
 কনিষ্ঠ হুপজে কাজি কহিল তখন ।
 নিশ্চয় আপনি হরিয়াছ সে রতন ।
 ভাল চাও আনি দাও কও সত্য কথা ।
 নতুবা সত্যার মাঝে হইবে বিতর্ক ॥
 অজিত হইয়া রাজ-কনিষ্ঠ কুসার ।
 আপনি লয়েছে রত্ন করিল স্বীকার ॥

পারস্যাবিরাজের মহিষী বিচক্ষণ ।
 ছেন স্বামী এ আখ্যান করিল বর্ণন ॥
 হুপতির মন তাহে হইল বিচল ।
 কি কর্তব্য ভাবি হুপ হইল চঞ্চল ॥
 রাজ্ঞী বলে) মহারাজ করুন অবগণ ।
 নিশ্চয় কেবেছি তব নিষ্ঠুর মন ॥
 তোমার কুরাজ পুত্র রাধিছে হুপকে ।
 অস্ত্রাঘাত কর্য সে করিবে তব বকে ॥
 দায় পেও আমার ভাগ্যে কি হবে তখন
 আপনি ভাবিবে যবে প্রকট তবন ॥
 এ কথা যা কেন বলি অস্তুর কি হবে ।
 আপনি ভাবি আনি — — — — — ॥

আমার আশঙ্কা সুখ ভোমার মরণে ।
 তুমি যে অমূল্য নিধি হুদয় ভবনে ॥
 প্রাণের বলত তুমি গুণের সাগর ।
 আমার প্রণয় স্থান নয়ন চকোর ॥
 এতেক বলিয়া রাণী করিল রোদন ।
 নয়নের জলে ভিজ্ঞে অজ্ঞের বসন ॥
 সে রোদন অবগে হুপতি ক্ষুণ্ণ মতি ।
 প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করেন ধরাপতি ॥
 রোদন সত্তর প্রিয়ে খেদ কি কারণ ।
 কাল বুজিহানে আমি করিব নিধন ॥
 অবশ্য সে দোষী হবে নাহিক সংশয় ।
 যখন ভোমার চিত্তে এত খেদোদয় ॥
 এক্ষণে চল প্রিয়ে করিগে বিজ্ঞান ।
 কালি পুরাইব আমি তব মনকাম ॥
 রজনী প্রভাত কালি হইবে যখন ।
 যাইবে কৃতান্ত পুরে চুরাজা নন্দন ॥

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি নররায় ।
 বার দিয়া বসিলেন আলিয়া সভায় ॥
 পাত্র মিত্র সভাসদ আইল সর্বজন ।
 যেই ব্যক্ত গ্রহণ করিল যোগ্যাসন ॥
 ক্রোধে কম্পবান কলেবর নরপতি ।
 সেই দণ্ড করে আজ্ঞা ঘাতকের প্রতি ॥
 বাওরে সত্তর মম আনিয়া নন্দনে ।
 পাঠাও রূপাঘাটে কৃতান্ত ভবনে ॥
 উঠিয়া নবম মন্ত্রী করঘোড়ে কয় ।
 মহারাজ অদ্য কান্ত হতে আজ্ঞাব্য ॥
 ক্রোধে রাজা কহে মন্ত্রী শুনহ বচন ।
 আর অহুরোধ নাহি করিব অবগণ ॥
 নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা আমি করেছি অন্তরে
 পাঠাব সন্তানে আজ কৃতান্ত নগরে ॥
 মচিব এ রূপ বাক্য শুনি হুপতির ।
 ক্রোধ হতে পত্র এক করিল বাহির ॥
 সেই পত্র হুপতির করে সমর্পণ ।
 পঠিতে বলিল তারে বিনয় করি ॥
 মহারাজ করি মোরে রূপাঘলোকন ।
 একান্ত এপত্র আমি করুন পঠন ॥
 তদন্তে ভোমার বাটে অস্তুর — — —
 তাই করিবেন প্রকট করি অস্তুর ॥

হানাদিন পত্র খুলি করেছে লইল।
 নিম্নের লিখিত বাক্য তাহাতে পড়িল ॥
 “ওহে কানি ওপরন্তু তুণের প্রধান।
 তব করায় পুথি রারী সর্ব স্থান।
 জ্যোতিষ বিদ্যার আমি আছি হে নিপুণ
 বলিবারে পারি গ্রন্থের গুণাগুণ ॥
 কোন গ্রন্থ কিবা কল করেন প্রদান।
 গণিয়া বলিতে পারি তাহার সম্মান ॥
 জন্ম কোন্টি দেখিয়াছি তোমার পুত্রের
 তাতে লেখা আছে তার অদৃষ্টের ফের
 চল্লিশ দিবস অমঙ্গল তার পক্ষে।
 একদিন করিবে বিশেষ রূপে রক্ষে ॥
 বহির্ভূত হলে পরে চল্লিশ বাসর।
 বধিহ জীবন তার ওহে নরেশ্বর,, ॥
 তদন্তর অন্য মন্ত্রি যত জন।
 ভূপেরে বিশেষ তারা বুঝায় তখন
 বিতুর দোহাই ভূপ ধরিছে চরণে।
 একদিন তবে তুমি ঐর্ধ্য ধর মনে ॥
 নবম সচিব কহে শুন ওহে ভূপ।
 ঐর্ধ্য হয় মানবের ভূষণ স্বরূপ ॥
 বিপদে উদ্ধার লোক হয় ঐর্ধ্য হতে।
 তাহার বিপদ নাহি হয় কোনমতে ॥
 যদ্যপি অজ্ঞান। ঘোরে করেন রাজন
 এক ইতিহাস আমি করাই জ্ঞান ॥
 বলিবারে অমুযতি দিল নরপতি।
 আভ্যাপেয়ে মরী বলে কর অবগতি ॥

কারজিম-দেশের রাজা অকুমার এবং
 জর জিয়া-দেশের রাজা অকুমা-
 রীর উপাখ্যান।

বশবর্জি প্রজা তবে সদাছিল তাঁর।
 নাছিল রাজার স্বাক্ষর অন্যায় বিচার।
 পুত্র ভূষা প্রজাগণে পালিত ছিল।
 শির্কের সুহৃদ সদা চুই জন কাল ॥
 মমর শঙ্কর শকুচিত শত্রুগণ।
 ভয়ে না করিত কেহ শত্রুতাচরণ ॥
 সকল সুখেতে সুখী ছিলেন রাজন।
 এক মাত্র দুঃখ তাঁর নাছিল নন্দন ॥
 অপত্য অভাবে নিত্য ব্যথিত অন্তরে।
 ভাবিতেন ভবাধ্যক্ষে হৃদয় কন্দরে ॥
 কাষিক বাচিক মানসিক ত্রিবিধেতে।
 প্রার্থনা করিত পরমেশ মহোপেতে ॥
 তার শুবে হয়ে চুই করণা নিধান।
 করিলেন ভূপে এক তনয় প্রদান ॥
 অতি মনোহর রূপ সুধাংশু বদন।
 হেরিয়া পুত্রের মুখ প্রফুল্ল রাজন ॥
 তহুজের জনন উৎসবে নরপতি।
 করিলেন সমারোহ নগরেতে অতি ॥
 বিলাইল বহুধন দরিদ্র অনায়।
 বুচিল উজির ক্রেশ রাজার রূপায় ॥
 উদাসীন মাহান্ত ধর্মিক বড় জনে।
 সবারে ভুলিল রাজা পরম বড়নে ॥
 মঠ সদাত্ত বহু করিলা স্থাপন।
 অনেকে করে লেন ব্রতি বিতরণ ॥
 নগরস্থ ছিল যত নাগর নাগরী।
 সবাকার সঙ্কলন দিবস সর্বরী ॥
 ধর্ম্যাগার দেবাগার আদি যত স্থান।
 তথা বহু উপহার করিল প্রদান ॥
 যতেক গণক গণে আনিয়া রাজন।
 কনক প্রদান করি কহিল তখন ॥
 শুন যত জ্যোতির্বেদ যচন আমার।
 তনয়ের জন্ম কৌতুকরন নির্ভার ॥
 কোন গ্রন্থ অমূল্য কেবা প্রতিভার।
 গণিয়া নির্ভাল কর হয়ে লাভহুল ॥
 রাজ্যজ্ঞান যবে বড় গণকে গণিল।
 গণিয়া সকলে তাঁরা মহোপে কহিল ॥
 “মহারাজা। তুরঙ্গীক হবে ভাষাধরা
 হইবে প্রজা বুঝ সুখী নিরন্তর ॥
 হই বিদ্যান অতি তুণের নিধান
 সভা কাব্য কাব্য রসে অতি মজিমান ॥

কারজিম দেশে একদিনে ভূপতি
 শান্তমার দয়াবত ধর্মীল অতি ॥
 অতুল্য পদ তার রাজ্য বিস্তার।
 বহু ইতি পদাতিক সেনাবলী আর ॥
 অত্যাচার ছিল কে করে মরণ।
 তাহার আশ্রয়

दुन्नकीय दंडिद्विनिर्दि

[illegible]

জানকের আশ্রয় করি। করয়ে তখন ॥
 বিকৃতি আকারে তারা ভরকর প্রতি ॥
 কুকুরের আশ্রয়েরে মানব দুষ্কৃতি ॥
 সগণ সহিত তারা কুহারে লইয়া ।
 রহতেক গৃহ মধ্যে রাখিল পুরিয়া ॥
 কএক সপ্তাহ তাদের ভরকের কারণ ।
 দারুচিনি শুক দ্রাক্ষা করিল অর্পণ ॥
 তদন্তর তাহাদের একে জনে ।
 বাহির করিয়া লয় নিধন কারণে ॥
 বিন্দিশিয়া খণ্ডে করি কলোবর ।
 রত্নান শালায় তাহে লয় নিশাচর ॥
 সেই কর মাংসে করি প্রস্তুত ব্যঞ্জন ।
 নৃপতির ভোজ্যপাত্রে করয়ে স্থাপন ॥
 বড়ই সুখান্য জ্ঞানে নিশাচর পতি ।
 আহার করেন হয়ে মস্তোষিত স্মৃতি ॥

এইকপে প্রতিদিন একত জন।
নিধন করিয়া ছুপ করেন ভক্ষণ ॥
ক্রমেতে চলিল জন নিঃশেষ হইল।
একাত্রে কারজিম-মুণ্ড রহিল ॥
সেই বপে কুমারেতে করিতে আহার।
বড়ই বাসনা ছিল শামসাউল রাকার ॥
একপ বিপদে পড়ি হুপের নন্দন।
আপনার মনে করিল ভিড়ন ॥
“মানবগণের হুড়া অবশ্য হইবে।
নিম্নতির লিপি কেবা শ্রবণে পারিবে।
একপে রাকস হুড়ে বরগের আশে।
বরং মুকিব আমি বাহা থাকে তারগ ॥
করিব আপন রক্ষা করি আশ পূর্ণ।
বাহৌক হইবে পরে আত্ম নিধন ॥
রাকসের করে কেন হইল নিধন।
তুই এক রাকসেরে করিব দরশ ॥
এইকপ কুমার হইয়া প্রতিজ্ঞিত।
নির্ভর হইয়া রবে মনে প্রতিজ্ঞিত ॥

হেল হুট-হুটের আওয়াজে হঠাৎ
আলি হুট-হুট করে ছাড়া দৌড়ায়।

ধরিয়া কুমার করে লইয়া গেলিল ।
রক্ষন শালার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥
কুমার দেখিল গিয়া রক্ষনের ঘরে ।
ছুরিকা রয়েছে এক মেয়ের উপরে ॥
সেই কালে বর্ণাশ্রম বন্ধন হিঁড়িয়া ।
স্বপ্নে ছুরিকা করে লইল তুলিয়া ॥
সেই ছুরি প্রহারিল সেই নিশাচরে ।
যে জন আনিল তারে রক্ষনের ঘরে ॥
প্রহারেতে কুকুরাশা ত্যজিল জীবন ।
আক্রম করিতে আইল আর একজন ॥
এই ক্ষণে বত জন তথায় আইল ।
একে ২ কুমার সবারে বিনাশিল ॥
ভয়েতে সঙ্কুল হৈল যত নিশাচর ।
সঙ্কলেতে পলাইল করি উট্টেছর ॥

সামসাত্তস পতি ইহা করিয়া প্রবণ ।
মনেতে বিস্ময় বড় হইল তখন ॥
আপনি রক্ষন শালে হয়ে উপনীত ।
কুমারের প্রতি কহে বচন পরিত ॥
“ওহে যুবা স্নাত্য মর্ষি মহাসে তোমার
তব প্রাণ তোমারে দিলাম পুরস্কার ॥
আর যুদ্ধ করনাকো প্রত্যাগণ মনে ।
অবশেষ হারাইবে আপন জীবনে ॥
তব পরিচয় বোঝে বলহ এখন ।
কোথায় নিবাস তব কাহার নন্দন ॥
কুমার কহিল মম জন পরিচয় ।
আমি কই কারজন্ম দুপতি তব ॥
কুকুরাশা বলে দেখি লাহন তোমার ।
হইয়াছে তব রাজ্যে প্রত্যয় আমার ॥
একদা তোমারে কিছু তত্ত্ব নাহি আর ।
বহুদা তোমার রাজ্যে করত বিহার ॥
সকল লোক্যে যতক সুখী তুমি হবে ।
এই কালে মনোমুগ্ধ হইয়া গেল ॥
মমেতে কহেহি আমি এই আকুলক ।
আমার আকাঙা তোমারে করিব প্রদান ॥
তোমারে করিব আরি জনয়া অর্পণ ।
আমি পক্ষে তুমি পক্ষে রাজ্য সিংহাসন ॥
পতঙ্গ সুব্রতী পুরা কুমারী কামার ।
কেহিলে মোকিৎকর পদবী লম্বার ॥

মম রাজ্যে দিও কতক রাজ্য প্রদান ॥
বিবাহ করিবে তারে কহে আকুলক ॥
কুমার কহে আমি তোমারে প্রদান ।
তবদার বোধ্য পাত্র ভবিষ্যে লক্ষ্য ॥
কুমার কহিল দুপ কর অবধান ।
বধেই রেখেছ তুমি আমার লক্ষ্য ॥
কিন্তু এই বিবেচনা কর মম মনে ।
তব কন্যা দেহ তব স্বজাতীয় জনে ॥
সামসাত্তস কোন এক রাজার কুমার ।
আমি চেয়ে বোধ্যপাত্র তোমার কন্যা ॥
কুকুরাশা রাজা বলে ইহা না হইবে ।
আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে ॥
যদি মম বাক্য তুমি না কর হেমন ।
তব পক্ষে মঙ্গল না হবে কদাচন ॥

কুমার ভাবিল বসিনী করি বীকার ।
তবে রাজ্য বধিবেক জীবন আমার ॥
এত ভাবি তার বাঞ্ছা মনস্ত হইল ।
কুকুরাশা নন্দিনীকে বিবাহ করিল ॥
উত্তম কুকুর মুখী ছিল সে কামিনী ।
সে দেশের সবাকার নামস মোহিনী ॥
কিন্তু কুমারের পক্ষে সে কাল হইল ।
কোনমতে কুমারের মনোজ্ঞা নহিল ॥
মানব হইয়া দেখি বিকৃতি হুরতি ।
কুকুরী বিহঙ্গর বল কর হয় ব্রুতি ॥
যত ভালবাসা কন্যা করয়ে প্রদান ।
কুমারের মনে হয় কই হতভাগ ॥
কুমারের ভাণ্য আতি অমূল্য ছিল ।
অচিরে রমণী তার বিবাহ পাইল ॥

একদা রাজ্যসী হতে নিজ ক্রি পাইয়া
রাজার কুমার হইল — কহিয়া ॥
দেশের ব্যভার কিছু কহিল বখন
কর্তৃ বৃত্তি প্রাপ্ত হইল রাজার নন্দন ॥
সে দেশের রাজ্যপার আছে লক্ষ্য ॥
রমণী বহিষ্ঠা পতি সবক যত আশ্রয়
পতিত লিখন হৈলে রাজার ভেদন ॥
জীবীতে হতান্ত পুরে করয়ে মনন ॥

এতবলি কুমার ভাগিল অঁ কি ভবে ।
 শোক নিম্ন উপলিল বিবাহ বিহনে ॥
 তথাপি জীবন আশা ত্যাগ না করিয়া ।
 নিম্নক হইতে তথা বাহির হইয়া ॥
 দুই চারি পদ করি চলিতে লাগিল ।
 হঠাৎ আলোক এক দেখিতে পাইল ॥
 হেরিয়া তার ভরসা জন্মিল ।
 আলোকের অঙ্গ সরি তথায় চলিল ॥
 নিকট হইরে তথা দরশন করে ।
 বর্তিকা জন্মিছে এক রমণীর করে ॥
 কুমারের পদ-শব্দ করিয়া শ্রবণ ।
 রমণী নির্ঝাঁপ করে বর্তিকা তখন ॥
 পুনর্বার অঙ্গকার করি দরশন ।
 কুমার জীবন আশা ত্যাগিয়া তখন ॥
 বলে কি জন্মিল অম্ম অন্তরে এখন ।
 আল হেরিলাম বুঝি জন্মের কারণ ॥
 শোকেতে সন্তপ্ত চিত্ত হয়েছি আত্মার ।
 তাই এক দেখে আমি মনে ভাবি আর ॥
 এ আলোক স্বপন সন্দেহ নাহি তার ।
 আর এ জীবন আশা রথায় আত্মার ।
 পুনর্বার জুঝা কি করিব দরশন ।
 নিশ্চয় কুভীক্স গুরে আমার গমন ॥
 চির অঙ্গকারে আমি থাকিব এখন ।
 বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেছে এমন ॥
 ওহে মহারাজ কারজিম্ অধিপতি ।
 রথায় করিলে তুমি আমার উপগতি ॥
 সম দরশন আশা ত্যাগিয়া এখন ।
 নিরন্তর মনোহর দেখ করোজন ॥
 সুবিধ বরদে তার সুখের কারণ ।
 আর না হইল এই অভাগা মনন ॥

মোহিত হইয়া রাগে রাজার মনন ।
 এ স্থান হইতে তবে ছাড়িবে মোহন ॥
 বদ্যপি করবে তুমি এই অঙ্গীকার ।
 তবে ছেনো নাহি কিছু ভাবি কোমার ॥
 দুপজা করিল তবে শুননো অঙ্গনে ।
 এ বিষয় অঙ্গীকার করিব কেমনে ॥
 এ বড় কঠিন বটে আমার পক্ষেতে ।
 হেন দুর্গতিতে মরা নববয়সেতে ॥
 এসব হাতনো আমি স্বীকার করিব ।
 বরঞ্চ আগুন হুত্যা আগনি সহিব ॥
 কিন্তু বনি হয় তব কুক্কর বনন ।
 বিবাহ করিতে না পারিব কদাচন ॥
 কামিনী কহিল শুন রাজার মনন ।
 নাম মাউলু আমি নহি যে কদাচন ॥
 চতুর্দশ বর্ষ বয় নবীন যৌবন ।
 শব্দ না হইবে সম হেরিলে বদন ॥
 এতবলি কামিনী বর্তিকা জালাইল ।
 রাজপুত্র তার রূপ দেখিতে পাইল ॥
 শারদ চন্দ্রমা সম মহাশা বদন ।
 বিদ্যা বরণী বামা নবন রঞ্জন ॥

মোহিত হইয়া রাগে রাজার কুমার
 কামিনীকে কহে প্রিয়ে কহ সমাচার ॥
 অপূর্ণ মাথুরী তব অতি চমৎকার ।
 কেমনে হইল হেথা গমন তোমারি ॥
 দেখ কি কিছুরী তুমি হইরে অঙ্গীকার
 মামিনী পামবী পরী কিম্বা বিদ্যাধরী ॥
 এনাহলে হেনবাঁক্য কেমনে কহিবে ॥
 এস্থান হইতে মোরে উদ্ধার করিবে ॥
 অতএব কৃপাকরি দেখ পরিচর
 কাহার ভরুজা তুমি কোথায় আসিবে ॥
 (বাল্যবলে) "আমি মাধবপরিচর
 মামবী কোমারে বত বরপোতে কই ॥
 জার জিয়া অধাধর জনক আমার ।
 মিলারাম নাম যম শুক্ল তাহার ॥
 আমারি বড়াত পণে বাজিব তোমারি ॥
 একবে সংকোশে কিছু কহি পরিচর ॥
 বড়ের ধারিতে আমি গঙ্গারে পড়ি ॥
 এই উপবীণে আমি ডরনে তালি ॥

এইরূপ কখন সে মিলিতে লাগিল ।
 হেনকালে এই পদ জন্মিতে পাইল ॥
 ওহে কুমার ইচ্ছা কর তুমি মনে ।
 হবেন এতকালি কোমার রূপে ॥
 বখনকারজিম্ কুক্কর কামর ভোবার ।
 মনে কর নাহি বৈদেহী পারাবার ॥
 অলার ভাগিন তুমি ইচ্ছনো অঙ্গার ।
 এতবলি করিছ আমি তোমার উপার ॥

এক ভাষা শুধু
আরও কিছু কিছু করে
এই কল বিক্রি মিলিয়ে
কুমার কুমারী ভাষা জীবন আশার
ভাষা কল মূল হইয়া আসি যবে
অবিশেষে জীবন সেই পরম কারণে
ইহা দোহার করি অর্থ করিল
নিরাপদে নদী ভাষা দোহে উত্তরিল
পেরে হুল পারি তবলা অন্তরে
সত্যি বানসে দোহে অগদীশে করে

জলেহতে হুলে উঠে বিজ্ঞান কারণ
নিকটে নিল তার করে অধিকরণ
ইতস্তত নিরীকণ করিতে
দূরেতে প্রাসাদ এক পাইল দেখিতে
পর্বত প্রমাণ হবে উচ্চতা ভাষার
অজস্র দীপ্তময় গুণের আকার
সেই দিকে হইলেন চলিল দুরিত
গুণের নিকটেতে হৈল উপনীত
নিকটে বাইরা তার করে দরশন
মনোহর পুরী সেই অপর শোভন
সম্মুখে গোপুর এক চমৎকার অতি
সুচিত্তি বিচিত্র কত চিত্রিত মুক্তি
আত্মগির মঙ্গল আশীর্বাদ করে
স্থানে লিখিত রয়েছে পেরে
সুখ অকরে সেই কটক উচ্চৈতে
নিয় উক্ত বিষয় লিখিত আছে ভাষে
“যে কেহ আসিতে কেহা করি বাসনা
কদাচ ইহার মধ্যে প্রবেশ করনা
যাবদন্ত পদ একান্ত না বারিবে
ভাষত ইহার মধ্যে আসিতে পারিবে

এই দেখা সত্যি দোহে হইল বিকল
যনের ভাষা আশা হইল নিশ্চল
দিল্লার হইল প্রিয় কিসে বিশেষ
আশারিক নদে শূন্য করিবে প্রবেশ
কিন্তু সে বিকল আশা হইল অধিক
গোপুর হইল করে সত্যি আশা কাশ

কুমার কুমারী ভাষা জীবন আশার
দেখিতে কলনা ৷ ভাষার অন্তরে
কিন্তু আশাদের চেষ্টা হইবে বিকল
প্রবেশ করিতে ইথে নাহি বিকল ৷
গোপুর উপরে দেখা যে সব অকর
আশাদের চেষ্টা সব করিবে অন্তর
কি আশা চকিলে পাছে বিপদে পড়িবে
অবশেষে বিদেশে পরাণ হারায়ে
কুমারী কহিল, শুনি রাজার নন্দনে
এস মোরা নদীকুলে বসিগে দুজনে
কণকাল বিজ্ঞান করি দুই ভাষাপরে
বিবেচনা ইহার করিব তার পরে
এতদিন নদীর পুনিলে দুইজনে
বিজ্ঞান দোহে উপবিত্ত ভাষানে
কুমার কুমারী প্রতি কহিছে তখন
অনুগ্রহ করি বল তব বিবরণ
প্রবেশ বানসা বড় হয়েছে আশার
কুট কর রাজসুতা বসিয়া বিস্তার

(দিল্লার কহে) “শুন রাজার কুমার
তরুণিয়া পতি আমি কুমারী ভাষার
ভাল বসিতেন পিতা আমার অন্তরে
রাখিতেন অবিরত নয়ন গোচরে
বয় করি বিদ্যা শিক্ষা দিলেন আমার
জনেতে বাঁচি তাই তাঁহার কৃপায়
আমাদের বংশে এক রাজার কুমার
মধ্যে আসিত সে নাকিতে আশার
জনকের অধিকার ছিল তার প্রতি
দেখিতে আসিত মোর প্রতিপেয়ে অতি
ক্রমে তার ভালবাসা আমাতে জ্বলিল
প্রাণের সহিত ভাল বসিতে লাগিল
আশিও তাহার শুনি প্রাণ বসল
হইল আমার মন করিতে রক্ত
উত্তরে একপে যবে হইল মিসল
হেমকালে শুন এক মেঘের লিখন
রাজমন্ত্রী এক কল অতি বিচকল
অকস্মাৎ উল্লীত পিতার মদন
আশিরা সত্যি কহে জনকে এ বাসনা
মন আশিমন বার্তা শুন কোণীশ

তার নিজে নামা বিকর হইল পতন ।
 প্রজার করতল আলো এতিন কুবল ॥
 দুই জনে উন্নয়ন করিল অরুণ বন ॥
 গুণে বৈভব লাগিলে করিল বন ॥
 পর্বত প্রমাণ উচ্চ ক্ষতিকে নির্মিত
 মণি ময় সৌন্দর্য অর্থাৎ প্রসারিত ॥
 ইতস্ততঃ প্রেইস্থানে করিয়া অরুণ ॥
 জন প্রাণী শুধায় না হৈল দরশন ॥
 যেই গৃহে প্রবেশ করয়ে দুই জন ॥
 সেই গৃহে দেখে নানা অমূল্য বসন ॥
 কোন ঘরে সুবর্ণ রয়েছে স্তরে ॥
 মণি চুনি প্রবাল মুকুতা কোন ঘরে ॥
 রত্নতের দ্বার এক হেরি তদন্তর ॥
 খুলি দৌড়ে প্রবেশিল তাহার ভিতর ॥
 সেই গৃহ মধ্যে ছিল নর একজন ॥
 প্রাচীন বয়স তার দেখিতে ভীষণ ॥
 কনকের সিংহাসনে বসিয়া সেজন ॥
 রতন মুকুট করে শিরেতে শোভন ॥
 শুভ্র বর্ণ দাড়ি তার ভুতলে পড়েছে ॥
 হয় গাছি কেশ মাত্র তাহে লম্বা আছে ॥
 হয় গাছি গোপ তার উভয় পাশেতে ॥
 দাড়ির নিচেতে বস্তু আছে বিশেষেতে ॥
 অঙ্গুলিতে নখ বেশ খোস্তার সমান ॥
 তাঁর বয়সের নাহি হয় পরিমাণ ॥

স্ববির, নয়নে দৌড়ে করি বিলোকন
 জিজ্ঞাসিল, “কেবা হও তোমরা দুজন?”
 (রাজপুত্র কহিল) “সুন্দর পরিচয় ।
 আমি হই কারজিম্-রাজার তনয় ॥
 আমার সঙ্গিনী এই অমীনা কামিনী ॥
 অরুণিয়া নগরাধীশ্বরের কামিনী ॥
 ভুক্তিয়া অশেষ ধ্বংস, জন অহাশয় ।
 অবশেষ আশ্রয়ছি তোমার আশ্রয় ॥
 তুলিলে দৌড়ায় দুই জনের বিবরণ ॥
 আশ্রয়ের প্রার্থনায় হইল সব ॥
 যে কালে জাগি হইল করিবে প্রবেশ ॥
 সেই কালে কবোরা তোমার করমে ॥
 (বয়স বসে) “তদন্তর, তোমা দৌড়াকার
 তোমারি বসে বসিলে নাই আমার ॥

আমার করমে বসে থাক নিরন্তর ।
 সর্বদা থাকিবে রথে প্রভু অস্তর ॥
 যখন রাজার বংশ্য তোমরা দুজনে ।
 পালন করিব আমি পরম যতনে ॥
 চিরকাল মম সহ থাক এইস্থানে ।
 মরণের ভয় কিছু নাহি এখানে ॥
 স্বত্ব অধীন হয় অখিল লংকার ॥
 কিন্তু সে স্বত্ব নাহি হেথা অধিকার ॥
 পূর্বেতে ছিলাম আমি চীন-অধিপতি ॥
 প্রজার বিজোহে করি এখানে বসতি ॥
 আমার বয়স কত অল্পমান ॥
 মম নখে তাহার পাইবে পরিমাণ ॥
 দৈত্যদের দ্বারা করি এ পুরী নির্মাণ ॥
 তদন্তর এইস্থানে করি অবস্থান ॥
 ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আমার অধিকার ॥
 তাহে অচুগত বত দৈত্যেরা আমার ॥
 যখন বাহারে সেই করি অন্তরী ॥
 পালয়ে আমার আশ্রয় বত দৈত্যপতি ॥
 সহস্র বৎসর আমি আছি এইস্থানে ॥
 আমার সঙ্গান হেথা কেহ নাহি জানে ॥
 পদার্থবেত্তার শিলা ধরে সেই গুপ ॥
 তাহার গুণেতে আমি আছি নিপুণ ॥
 জানিবে হে সে শিলার প্রভাব এমন ॥
 বতকাল সাধকর ধরিব জীবন ॥
 কএক বিংশতি বর্ষ থাকি হেথা ॥
 সেই বিদ্যা শিখাইব তোমা দৌড়াকার ॥
 অমর হইয়া হেথা থাকিবে দুজনে ॥
 মরণের ভয় কিছু না থাকিবে ঘরে ॥
 আমার প্রসঙ্গ শুনি হইবে বিশ্বাস ॥
 ইহাতে আমার মনে না হয় সংশয় ॥
 সত্য ইতি, শিলা গুণ জানে বেইজান ॥
 বাতাবিক স্বত্ব তার না হয় কখন ॥
 কিন্তু অমায়িক হতে হত সেই হয় ॥
 অত্যাচারে মরে কিবা অস্তিতে দহয় ॥
 এ সব বিপদ হতে উদ্ধার কারণে ॥
 তাহার উচিত হয় থাকিতে নির্ভয়ে ॥
 গহন কানকে করি নিবাস নির্মাণ ॥
 আশ্রয় করি আমি করি অশ্রয় ॥
 এখানেতে নিরাপদে আছি চিরদিন ॥
 কবোরা হই আমি স্বত্ব অধীন ॥

হিংস। কি অজ্ঞান আমি আমার আপারে
মম বিপদভী কেহ করিতে নাপারে ॥

দেখেই যে মম লেখা কটক উপর।
কীর সাধ্য প্রবেশিতে ইহার ভিতর ॥
চোর কি ডাকাত কেহ নাপারে আসিতে
কাহারো নাহিক সাধ্য ইথে প্রবেশিতে ॥
হাজারিষ্টপদ ভক্ত করিলে নিখন।
তরু প্রবেশিতে নারে জানিবে কারণ ॥
যে কেহ ককট বিহা করিবে নিখন।
কদাচ বন্দীজ্ঞা কতু মহে সেইজন ॥
বদাপি সে জন হেথা করে প্রাণক্ষণ।
কটকের দ্বার নাহি হয় উন্মাদিন,, ॥
একণে চীনাধিপতি করিলে বধনি।
কুমার, কুমারী, হয় মস্তাবিভ মন ॥
রক্তরাজ সন্মানে থাকিতে তথায়।
প্রজিয়া করিল হস্তচিহ্নে চূড়নায় ॥
অনন্তর চীনেখর সমস্ত চিতে।
কুমারী, কুমারে কহে ভোজন করিতে ॥
সে গৃহে অপূর্ব দুই ছিল প্রবেশণ।
অপূর্ব মায়ুরী তার কে করে বধন ॥
এক হস্তে অমিবার সুরা পমধুর।
নির্গত হইয়া পড়ে ধরায় প্রচুর ॥
সুবর্ণের পায়ে পড়ি ক্রমে স্থিত হয়।
পুরম সন্মুখ দেই রম্য অভিশয় ॥
আর হতে চূড়রানী হইয়া উদ্ভূত।
সুখান সুখাদ্য তাহে হতেহে প্রস্তুত ॥
মাজিতে ভোজের মেজ, দৈত্য তিনজনে
চীনরাজ অজ্ঞা করিল সেইকণে ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা দৈত্য তিনজন।
যেজের উপরে রাখে তিন আবরণ ॥
তিনখান কর্ণ খাল অতি মনোহর।
খাল সহ লাজাইল তাহার উপর ॥
কুমার, কুমারী, দৌকে হয়ে কুলমন।
উপায়েই খাল হুখে করিল ভোজন ॥
কটকের পাখপায়ে সুরা পূর্ণ করে।
জনেক হানির দেহ উদ্ধার করে ॥
আপনার দীর্ঘ মম হেতু চীনাধিপতি।
কেহে আহার করে না ছিল শক্তি ॥

কেবল আপন মূখ করিয়া ব্যাধান।
দৈত্যহস্ত বস্ত্র জবা উদ্ধে বুখে খান ॥
তাঁহার সেবার বেই দৈত্য যুক্ত ছিল।
বালকের মত তাঁহে খাওয়াইয়া দিল ॥
ভোজনের অবসানে চীন-অধিপতি।
সুবক, সুবতী, প্রতি কহেন ভারতী ॥
“ভোমীদের বিবরণ করহ জ্ঞাপন।
শুনিতে উৎসুক বড় হৈল মম মন” ॥
তাঁহারাও করিয়া হৃপের সমাদর।
আমি অস্ত্র সমাচার করিল গোচর ॥
তাঁহাদের বিবরণ করিয়া শ্রবণ।
শ্রিত্বভাষে মূগ করে সান্ত্বনা তখন ॥
“গত বিষয়ের আর কিসের শোচন।
তোমাদের ভূখণ্ড শেষ হইল এখন ॥
একণেতে সুখবোধ কর মনে মনে।
মুচিল অন্তরানী গুত আগমনে ॥
উভয়ে সূক্ষ্ম অতি বোঝন বহন।
এই স্থানে ব্রহ্ম আচরিয়া প্রেম রস ॥
পরস্পর যোগ্য হইয়াছ দুইজন।
বিবাহ-নির্দিষ্ট কর প্রণয় বরণ,, ॥
চীনাধিপতির শুনি একপ বচন।
উভয়ে সন্মত তাহে হইল তখন ॥
বিশেষতঃ উভয়ের ছিল অঙ্গীকার।
করিতে বাসনা সিদ্ধি মানস দৌহার ॥
আর তাহে ভূপ অমরোথ লক্ষ্য করে।
বিবাহিত হৈল দৌহে রূপের গোচরে ॥
কুমার, কুমারী, দৌহে বিবাহ করিয়া।
পুরম মনের সাধ তথায় থাকিয়া ॥
উভয়ের মনে ছিল একপ যতন।
ভিল আধ দৌহে ছাড়া না হতো কখন
কিন্তু ব্রহ্ম ভূপতির অমূল্য বশে।
দিবসের একভাগ থাকি তার পাশে ॥
বিবিধ প্রসঙ্গে কহি কথা মানামত।
ব্রহ্মরাজে পরিতুষ্ট করিত মদত ॥
চীনরাজ তাঁহাদের কৃষ্টির কারণ।
কহিতেন নিরন্তর আশ্রয় বিবরণ ॥
এইরূপ কিছুকাল ক্রমে হয়
কুমারী প্রসবে কালে সুখস জন্ম
অতি কমনীয় রূপ দেখিতে সুখ
শব্দেই তিনি সুখ অতি যোগ্য

নিরখি নন্দন মুখ সুখী হইলন ॥
 নিবেদ্য বাতনা ছুখ হৈল বিন্দরন ॥
 কুমারী, নন্দন ঘরে স্নেহ পুরসর ॥
 লালন পালন যবে করে নিরন্তর ॥
 কিকিৎসরক যবে হইল মন্দন ॥
 দৈত্য হানে পুত্রগণে তৈল সমর্পণ ॥
 দানব যতন সহ নন্দন যুগলে ॥
 অপরূপ বিষয় শিক্ষা দিল কুতূহলে ॥
 ক্রমে ছয়বর্ষ বয়ঃ হৈল যুগ্ম সুত ॥
 হৈল জ্ঞান সমরিত চরিত অদ্ভুত ॥
 এক দিন ভরজিয়া রাজার নন্দিনী ॥
 পতির নিকটে কহে চুখের কাহিনী ॥
 ,, শুন প্রাণনাথ আর কি কব তোমায় ॥
 এখানে থাকিতে আর প্রাণ নাহি চায় ॥
 নয়নে দুঃখের ছিল সে বিষয় ॥
 এখন সে সব দেখে বিষ বোধ হয় ॥
 পুনঃ এক বস্ত্র করিলে দর্শন ॥
 তাহার দৌন্দর্য আর না থাকে তেমন ॥
 অমর রহিব হেথা এই আশা করি ॥
 নির্জ্ঞান স্থানেতে বঞ্চি দিবস শরীরী ॥
 চীনরাজ যে আখ্যাসে দিল বাসস্থান ॥
 সে আশে সজ্জি আর নাহি হয় প্রাণ ॥
 তাহার যে অলৌকিক কার্য সমুদয় ॥
 প্রাচীমত্ব নিবারণে শক্ত কছু নয় ॥
 নিরন্তর জরাবাত্রী কোলেতে রহিয়া ॥
 একপ অমর হয়ে কি কল বাঁচিয়া ॥
 রক্তভার যে যে দুঃখ হইল প্রত্যক্ষ ॥
 চীনরাজ হয়ঃ ইহাতে উপলক্ষ্য ॥
 আরো বলি প্রাণনাথ করহ অবণ ॥
 দেখিতে জনকে মন বড় আকুলন ॥
 যদি তিনি অদ্যাবধি থাকেন জীবিত ॥
 আমার বিয়োগ দুঃখে হবেন দুঃখিত,, ॥
 কারজিম্ হুপজ কহে " শুন প্রাণেশ্বর ॥
 তোমার জীবিতে আমি বড় সাধ করি ॥
 চিরকাল তব প্রভি রবে ভালবাসা ॥
 এ স্থানেতে থাক প্রিয়ে করি এই আশা ॥
 নতুবা আমার ঘন জানেন ঈশ্বর ॥
 পিতার জন্মোত্তে আমি যেনন কাতর ॥
 তাঁকারে প্রভিলে মনে চক্ষে বহে ধারি ॥
 যনের সজ্জা-স্বাক্ষর মনেতে নিখারি ॥

কিন্তু কি উপায়ে বল প্রেরণি এখন
 জর জিয়া নগরে দৌড়ে করিব গমন ॥
 (কুমারী কহিল) কান্ত ! চিন্তা কি তাহার
 অন্যাপি রয়েছে তরী তরঙ্গিনী দ্বার ॥
 যোরা চারিজনে তানে করি আরোহণ ॥
 আপন অতীষ্ট পথে করিব গমন ॥
 যদি বিধি আমাদিগে অনুকূল হন ॥
 নিরাপদে আশ্রমে গেল করিব গমন ॥
 বিসম বিপদে যিনি উদ্ধার করিয়া ॥
 নিরাপদে রাখিলেন এ স্থানে লইয়া ॥
 যাঁহার রূপায় করি জীবন ধারণ ॥
 আমাদিগে নিরন্তর করেন রক্ষণ ॥
 তাঁহার শরণ করি তরী আরোহিয়া ॥
 তরঙ্গিনী তরঙ্গেতে ঘাইব বাহিয়া ॥
 তরঙ্গেতে কোন স্থানে ভাসিয়া ঘাইব ॥
 ঘাইতে স্বদেশে তথা সন্ধান পাইব ॥
 আমার পিতার রাজ্য পাইব খুঁজিয়া ॥
 কিম্বা তব পিতৃরাজ্যে ঘাইব চলিয়া ॥
 কুমার কহিল প্রিয়ে-কহিলে সজ্জত ॥
 তব অভিমত মাঝে মম সেই মত ॥
 এই স্থান-তুই জনে করিয়া বর্জন ॥
 চল পুত্র সহ করি স্বস্থানে গমন ॥
 কিন্তু প্রিয়ে এক খেদ হতেছে অন্তরে ॥
 প্রকাশ করিয়া বলি তোমার গোচরে ॥
 আমরা এস্থান প্রিয়ে ত্যাগিলে এখন ॥
 তাজিবেন চীনপতি শোকেতে জীবন ॥
 পুত্র তুল্য আমাদিগে ভাবেন অন্তরে ॥
 আমাদের অভাবেতে কিসে ঐশ্বর্য ধর ॥
 আরো তাঁর মনেঃ আছে এ বিখ্যাস ॥
 আমরা করিব কেবা চিরদিন বাস ॥
 কদাচ আমরা ত্যাগ করিমা তাঁরে ॥
 এ বিখ্যাস আছে তাঁর হৃদয় আগারো ॥
 কুমারী কহিল কান্ত করি নিবেদন ॥
 চল তাঁর স্থানে ঘাই বিদায় কারণ ॥
 বিবিধ প্রকারে তাঁরে প্রবেদ্য করিয়া ॥
 আসিব তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া ॥
 আরো তাঁরে এই-রূপে জানাব বিশ্বাস ॥
 পুনশ্চ আসিব যোরা তাঁহার নিবাস ॥

এই সুখি করি দৌড়ে চলিল ছুরিত ।
 চীনরাজ্য পদে পদে তৈল উপনীত ॥
 দিনেরে তাঁহার প্রতি করে নিবেদন ।
 গুন মহারাজা আমা দৌড়ার মচন ॥
 জনকের পাদপঙ্খ করিতে দর্শন ।
 নিশ্চয় হয়েছে আমা দৌড়ার মনন ॥
 বহু দিন হৈল ছাড়িয়াছি পিতৃ স্থান ।
 কে কেমন আছে তার নাজানি সম্মান ॥
 তাঁহার অপত্য মুখ না করি দর্শন ।
 শোকেতে সন্তপ্ত চিত্ত আছে অসুখ ॥
 অতএব মহারাজ করিহে মিনতি ।
 পিতৃ দরশনে দৌড়ে দেখ অসুখতি ॥
 তাঁহারে পায় পদ করিয়া দর্শন ।
 কিছু দিন মধ্যে ঐশ্বর্য করিব গমন ॥
 একথা শুনিয়া ভূপ-কান্দিয়া আকুল ।
 নয়নের জলে ভিজি অঙ্গের ঢুকুল ॥
 বলে এক নিদারুণ কথা শুনাইলে ।
 আমার হৃদয়ে যেম শেল প্রহারিলে ॥
 আনিয়া তুমিয়া দৌড়ে করিবে গমন ।
 কেমনে একাকী আমি ধরিব জীবন ॥
 কুমার কহিল স্মৃণ করি নিবেদন ।
 কিছু দিন অন্য দেহ বিদায় এখন ॥
 করিয়া আনি পিতৃ সন্তান ॥
 পুনঃ আপনার পদ করিব দর্শন ॥
 কুমারী ও সেই রূপ কহিল রাজায় ।
 কিন্তু রাজা খেদান্বিত হইল তাহায় ॥
 আশ্রিতেন বিশেষ বেগেতে চীনেধর ।
 উত্তরের মন ভাব করিতে অন্তর ॥
 যাঁহে চীনরাজ্য জেনেছিলেন সকল ।
 উত্তরের অধীকার হইতে নিষ্কল ॥
 কিন্তু তিনি শোকাবুল হইলেন অতি ।
 দৌড়ার বিচ্ছেদ ভাবি খেদান্বিত অতি ॥
 প্রাণ তুল্য ভাল বাসিতেন যে তুজন ।
 তাঁদের বিচ্ছেদ আশা সহিবে কেমনে ॥
 তাঁর পক্ষে দেহ ভার হইল বিষম ।
 অন্তরে কষ্টান্য ভাব জন্মিল বিজ্ঞম ॥
 বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আলা এড়াতে আঁচরে ।
 অরণ করিল ভূপ বঁধন দুতীরে ॥
 আপনার বিদায় প্রভাবে চীনেধর ।
 এত দিন রেখেছিল যাহারে অন্তর

অমর হইতে আর সাধ নারহিল ।
 আপনার স্বত্ব ইচ্ছা আপনি করিল ॥
 ভূপতির আবাহনে আসি স্বত্বচর ।
 তখনি তাঁহারে লয়ে চলিল সত্তর ॥
 তদন্তর রাজধানী বিলোপ হইল ।
 কিছু মাত্র আর তার চিহ্ন না রহিল ॥
 কোথায় সুরমা হর্ম্য কোথায় রতন ।
 কোথায় প্রবাল মতি হীরক কাঞ্চন ॥
 কোথায় তৈজস পাত্র আসন ভূষণ ।
 এক কালে সকলি হইল অদর্শন ॥
 কুমারী কুমার শার যুগল নন্দন ।
 রয়েছে প্রান্তর মধ্যে করে দরশন ॥
 রত্নরাজ্য শোকে তারা হইয়া বিকল ।
 অনিবার নয়নেতে বহে বাষ্পজল ॥
 ভূপতির তৈল তারা স্বত্বার কারণ ।
 ইহা চিন্তি করে বহু শোকেতে রোদন ॥
 কিন্তু এই শোকে তবু ভরসা জন্মিল ।
 যাইতে আপন দেশে বাসনা করিল ॥
 কিন্তু সেট প্রকৃতির করুণা কেমন ।
 মরু ভূমে পাইল তারা ফল ভগণন ॥
 সেই ফল পরিপূর্ণ করিয়া নোকায় ।
 বিভু আর চারিজন উঠিল তাহায় ॥
 শ্রোতবৃত্তী শ্রোতেতরী ভাসিয়া যাইয়া
 ক্রমেতে সাগর গর্ভে পড়িল আনিয়া ॥

নদীমুখে বৌমবেটে ছিল কয়জন ।
 কুমারের তরী তাঁরা করিল দর্শন ॥
 বেগে তথা হইতে তারা তরী ভিড়াইল ।
 কুমারের তরণীকে আক্রম করিল ॥
 একাকী কুমার তাহে অস্ত্র নাহি করে
 নিবারণ করে কিসে বহল ভরসে ॥
 নিরুপায় নিরাশ্রয় উপায় বিহীন ।
 অনায়াসে হইলেন চোরের অধীন ॥
 কিন্তু বৌমবেটেগণে কহিল কুমার ।
 সতীত্ব করোনা নাশ আমার আধার ॥
 দোহাই বৈষ্ণব দিব্য কর অধীকার ।
 আমার সন্তান দিগে করনা সংহার ॥
 চোরগণে চারিজন নৌকা হইতে নিষ্কার
 তাহাদের তরণীতে লইল ভাসিয়া গার

পরে এক দীপে স্থাপত্যেরে আনাইয়া ।
চলি যায় তাহার অনিতা পুঞ্জ নিয়া ॥

অপত্য কলত্র ছাড়া হইয়া কুমার ।
নয়নেতে নীর ধারা বহে অনিবার ॥
দিলারাম নায়কের বিচ্ছেদ কারণ ।
হইল সঙ্কল নেত্রা কাতর জীবন ॥
উভয় বিচ্ছেদে উভয়ের যে বাতনা ।
একাননে সেই দুঃখ নাহয় বর্ণনা ॥
সনকুল উভয়ের রোদনের রবে ।
শোক যুক্ত পশু পক্ষি তরু গুল্ম সব ॥
অধিক তাদের দুঃখ কহিব কি আর ।
সে রব জ্বরণে হয় পাষণ বিদার ॥
স্বপ্ন নিরাশ নেত্রে নিরখে তরণী ।
নাতে অপহৃত তার হৃদয়ের মণি ॥
প্রাণসমা প্রাণদ্বিগী তনুজ বিচ্ছেদে ।
মতেক শুক্ল গগে শাপ দেয় খেদে ॥
রে ছুরাজা ছুরাচার দুর্মদ দুর্মতি ।
করিবেন পরমেশ তোদের দুর্গতি ॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যথার পলাইবে ।
ঈশ্বরের দণ্ড কিন্তু তথায় পাইবে ॥
হেন অপরাধ হতে নিষ্কৃতি না পাবে ।
পড়িলে ঈশ্বর কোপে অধঃপাতে যাবে ॥
এই রূপ গালাগালি দিয়া দস্যুগণে ।
ঈশ্বরের প্রতি দুঃখ করে মনে মনে ॥
হে বিধাতাঃ! এই মনে ছিল কি তোমার ।
স্বপক্ষ থাকিয়া হলে বিপক্ষ আমার ॥
বিপদ-লাগর হতে করিয়া উদ্ধার ।
এঘোর বিপদে ফেলিলেন-পুনর্বীর ॥
শদি মম জাতন না কর অপর্ণ ।
তবে কে করিবে তব গুণের বর্ণন ॥
বরং আক্ষেপ মনে হইবে আমার ।
বিস্মৃত হইব যে করেছ উদ্ধার ॥
এ কেন তুমি দুঃখ সহ করিবারে ।
আমাদের কি পরিভ্রাণ টকলে বারের ॥
যদি মনে ছিল তব দুঃখ দিবে হেন ।
তবে পুনঃই সোয়ে বাচাইলে কেন ॥
বদাশি-পুণ্ড্রিতে মম হইল সংহার ।
এড়াইলেন তুমি সন্তানে পুনর্বীর ॥

রাজসূত দুঃখযুক্ত হয়ে ক্ষুধা মন ।
এইরূপ মনস্তাপ করিছে বখশ ॥
হেনকালে অকস্মাৎ করে দল্লন ।
আনিতেছে ব্যক্তি কয় দেখিতে ভীষণ ।
নির্মন্তক নীষাকার কবজের প্রায় ।
বক্ষেতে বদন কল্লো চক্ষু শোভা পায় ॥
আগিয়া তাহারা সব কুমারে ধরিয়া ।
তাদের রাজার কাছে দাখিল করিয়া ॥
বলে, মহারাজ পদে করি নিবেদন ।
এনেছি মানব এক কুৎসিত দর্শন ॥
সাগরের কুলে মোরা পাইয়া এ জনে ।
ধরিয়া এনেছি তুণ তোমার সদনে ॥
শত্রু পক্ষ চর এই কহিছু নিশ্চয়
বিচারে করুন দণ্ড উচিত যা হয় ॥
(রাজা বলে) অয়িকুণ্ড জ্বালহ ত্বরিত ।
পরীক্ষা করিয়া দণ্ড দিব সমোচিত ॥
এত বলি নির্মন্তক-দেশের রাজান ।
কুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তখন ॥
(বলে) তুমি কেবা? কোথা হতে আগমন
এই উপদীপে তব কিবা প্রয়োজন ? ॥
রাজপুত্র রাজবাক্য করি আকর্ণন ।
কহিলেন আপনার সব বিবরণ ॥
(কবজভূপতি বলে) রাজার সন্ততি ।
সর্বদা সদয় বিতু হন তব প্রতি ॥
হইল তোমার বাক্যে প্রত্যয় আমার ।
জীবনের ভয় কিছু নাহিক তোমার ॥
আমার আশ্রয়ে তুমি সুখে করছাম ।
অচিরে ব্রুচিবে তব মনের হতাশ ॥
তোমাতে আমার এক আহে প্রয়োজন
সেই কর্ম সাধ তুমি করিয়া যতন ॥
মম সন্নিবেশ বাসি রাজা এক জন ।
মম সহ বৈরতা করিছে অমুক্ষণ ॥
সবিশেষ কহি আমি তার বিবরণ ।
এক চিত্ত হইয়া তুমি করহ অষণ ॥
সে রাজা মোদের তুল্য নহে কদাচন ।
মানব শরীর তার পক্ষীর বদন ॥
তাহাদের মরুজি এ রূপ প্রকার ।
পক্ষিদের মত বিদু ভেদ নাহি তার ॥
যখন তাদের ক্রোধ আইলে এ স্থানে ।
জলহর বোধে মোরা তারে বধি প্রাণের

বিরোধ রাজার সহ এই সে-কারণ ।
 হইল রাজার বৈর বিহঙ্গ-রাজন ॥
 সময়েই করি সৈন্য সংগ্রহণ ।
 দাঁড়িয়া আইসে হেথা করিবারে রণ ॥
 বহুবার সেই রাজা সহিত যবন ।
 উল্লাস করিয়া শেষে হইল নিফল ॥
 অমেষে সে রাজা করেছে এই পণ ।
 আশা করে মর্যাদার করিতে নিধন ॥
 আমরাও আত্মপক্ষ করিতে রক্ষণ ।
 বিশেষ উল্লাসী তাহে আছি অক্ষয়ণ ॥
 আরো এই মনে করিয়াছি পণ ।
 প্রজাসুখ সে রাজারে করিব ভক্ষণ ॥
 এই জন্য সতর্ক আমরা আছি সদা ।
 স্বকার্য সাধনে অনামন নহে কদা ॥

কবজ রাজার শুনি এতেক বচন
 রাজপুত্র সম্মত হইল সেইক্ষণ ॥
 হরষিত হয়ে সেই কবজের পতি ।
 রাজপুত্র তখন করিল সেনাপতি ॥
 সৈন্যের লক্ষ্য হয়ে মপের নন্দন ।
 সন্মানে করিলেক স্বকার্য সাধন ॥
 উপযুক্ত সেনামণী করিয়া সংগ্রহ ।
 আগ্রহ বিপক্ষ সহ করিতে বিগ্রহ ॥
 দেখিল বারিষি-কুলে বিপক্ষের দল ।
 নাড়াইয়া রণতরী আগ্রহ সকল ॥
 প্রথমে কুমার কিছু বাধা নাহি দিল ।
 বিপক্ষের দল সহ দূরে প্রবেশিল ॥
 ভরি পড়িল রাজার ভ্রমেতে নাহিল ।
 তখন রাজার পুত্র কিছু না কহিল ॥
 অনন্তর অর্ধ সৈন্য নাহিলে ডালায় ।
 কুমার তখন চিত্তে আপন উপায় ॥
 একবারে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল ।
 হইল বহু সঙ্ক করি রণে প্রবর্তিল ॥
 বিজিত করিল প্রথম বিপক্ষের দল ।
 সাহসে নিরস্ত করি হইল প্রবল ॥
 অত্রাঘাতে বহু সৈন্য করিল নিধন ।
 সাগরের তলে কত ইচ্ছা করিল জন ॥
 রণতী বিহঙ্গর সীম সৈন্য মরে ।
 মরণে হারি সৈন্য লগাইল প্রাণ তরে ॥

কবজের সেনাপতি-রূপে জয়ী হয়ে ।
 নিরাপদে সকলে আইল নিজালয়ে ॥
 রাজপুত্র প্রতি কৈল বিবিধ সন্মান ।
 বেহেতু সাহসে তার সব পাইল প্রাণ ॥
 সেনাগণ সকলেতে কহে পরস্পর ।
 কেন বোঝ নাহি দেখি তুবন ভিতর ॥
 এতবার যুদ্ধ কৈমু বিপক্ষের সঙ্গে ।
 এহেন সংগ্রাম কতু না দেখি নয়নে ॥
 বহু সেনাপতি ছিলেন পূর্বেতে ।
 কেহ এর ভূলা নহে বলে সাহসেতে ॥
 এইরূপ প্রশংসা করিল জনজন ।
 বিবিধ সংস্কার তারে করিল রাজন ॥
 রণজয়ী হয়ে সে নবীন সেনাপতি ।
 কহিলেক কবজ নরেন্দ্র রায় প্রতি ॥
 মহারাজ তুমিহ দাসের নিবেদন ।
 যাহাতে সম্পূর্ণ জয়ী হবেন রাজন ॥
 দেখ সৈন্য পাঠাইয়া বিপক্ষের দেশে ।
 বিনাশির লক্ষ্য সৈন্য চক্ষের নিমেষে ॥
 আপনার অভিলাষ করুন পূরণ ।
 নিম্নটকে রাজ্য ভোগ কর সর্বক্ষণ ॥
 বিপক্ষের দল বল করিয়া সংহার ।
 করুন ধরণী মাঝে প্রভুত বিস্তার ॥
 শুনিয়া নরেন্দ্র সেনাপতির বচন ।
 সম্মত তাহার বাক্যে হইল তখন ॥
 এক শত রণতরী করিতে নির্মাণ ।
 কর্মিগণে কৈল রাজা অনুজ্ঞা প্রদান ॥
 তৎক্ষণাৎ শত তরী প্রস্তুত হইল ।
 মপতির সৈন্য সব তাহে আরোহিল ॥
 রাজপুত্রে করি সেনাপতিত্বে বরণ ।
 বিহঙ্গম দেশে যবে করিল গমন ॥
 রজনী বোগেতে তারা কুলে উত্তরিল ।
 যাইয়া নগর বাজে ছাউনি করিল ॥
 প্রভাত হইবারাত্র যত সজ্জা করে ।
 সেনা সহ সেনাপতি প্রবেশে নগরে ॥
 প্রভাগণ এ রত্নাঙ্ক না জানে স্বপনে ।
 অকস্মাৎ বৈরি আসি প্রবর্তিবে রণে ॥
 গম্ভীর না ছিল তারা খড়্গ হস্ত তার ।
 যুদ্ধের উদ্যম ভাঙি ভয়েতে পলায় ॥
 যে কেহ রণেতে আসি প্রবর্তি হইল ।
 অমনি কুমার তারে বিনাশ করিল ॥

পলাবার নাহি স্থান নাহি পরিজ্ঞান ।
 সকলি সমরে তথা হারাইল প্রাণ ॥
 অবশিষ্ট রূপে যারা প্রাণেতে বাঁচিল ।
 সৈন্যগণ সে সবারে বাঞ্ছিয়া লইল ॥
 রাজা সুদূর রাজ্যে যত্নে সৈন্যগণে ।
 সবাকারে বাঞ্ছিলেক নিবিড় বন্ধনে ॥
 কুমার সম্পূর্ণ জয়ী সংগ্রামে হইয়া ।
 কবজের দেশে আস্ত আইল ফিরিয়া ॥
 রাজার আনন্দ রুদ্ধি বিজয় দর্শনে ।
 কুমারে প্রশংসা বহু কৈল প্রজাগণে ।
 মালাবধি নগরেতে হইল উৎসব ।
 নিরাপদ প্রজাগণ আনন্দিত সব ॥
 যে সকল বিহঙ্গমো আনিল বাঞ্ছিয়া ।
 রাজ্যভ্রম্য প্রজাগণে দিল বিলাইয়া ॥
 তাহার। সকলে অতি হয়ে ফুল্ল মন ।
 পক্ষিমুখ মানবেরে করিল ভক্ষণ ॥
 তাদের মাংসেতে করি বিবিধ ব্যঞ্জন ।
 কুটুম্ব সহিত সবে করিল ভক্ষণ ॥
 পরাজিত পক্ষিআল্য রাজা যেই জন ।
 তারমাংসে রাজভোজ্য হৈল আয়োজন
 বিবিধ ব্যঞ্জন করি তাহার পললে ।
 সুখে রাজ পরিবার পাইল সকলে ॥

এই যুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হইল এক কালে ।
 আনন্দে রছিল তথা প্রজারা সকলে ॥
 কোন অমঙ্গল নাহি রাজ্যের ভিতর ।
 রাজপুত্রে পেয়ে সদা সুখী সুপবর ॥
 কবজরাজ্যের প্রেমে প্রীতি পেয়ে অতি ।
 রহিলেন রাজপুত্র তাহার বলতি ॥
 নয় বর্ষ তথা কাল করিল যাপন ।
 উভয়ের প্রতি তৃপ্ত উভয়ের মন ॥
 এক দিন নিমন্তক দেশের দুপতি ।
 রাজপুত্র প্রতি কন হয়ে ছুটু অতি ॥
 “ওহে রাজপুত্র । আমি হলেম প্রবীণ ।
 ক্রমে বল বুদ্ধি হইতেছে ক্ষীণ ॥
 সন্তান সন্ততি কেহ নাহিক আমার ।
 বাহার উপরে দেই মম রাজ্য ভার ॥
 অতএব এই মনে বাসনা আমার
 তোমারে অর্পণ করি রাজ্য-অধিকার ॥

আমার নন্দিনী সহ দিয়া পরিণয়
 তোমার শাসনে রাখি প্রজা মনুষ্য ॥
 যদি তুমি দেখিতে কুৎসিত অতিশয় ।
 তখাচ আমার মনে এই সাধ হয় ॥
 আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া ।
 সুখে থাক এই স্থানে মম রাজ্য নিয়া
 রাজ্যের কুমার শুনি এতেক বচন ।
 এ বিষয়ে সম্মত নহিল কদাচন ॥
 জানিয়া কবজভূপ মন্তব্য তাহার ।
 কহিতে লাগিল পুনঃ করি তিরকার
 শুনেহে রাজ্যের পুত্র আমার বচন ।
 আমার সন্তান যদি করহ হেলন ॥
 নিশ্চয় জানিবে তব অমঙ্গল হবে ।
 করেছ যে উপকার কিছুতে না রবে ॥
 যদি বিভা নাহি কর আমার সুতায় ।
 তবে আমি কালিপ্রাতে বধিব তোমায়”

এ কথায় চিন্তা করে রাজ্যের নন্দন ।
 বিবাহে অনিচ্ছ হলে বধিবে জীবন ॥
 এই খেদে রাজপুত্র করিয়া ব্রোদন ।
 আপন কুণ্ঠই প্রতি করিছে ভৎসন ॥
 “হারের । তুমি হৈ তোর এই ভিল মনে ।
 চিরকাল দিবে তুংগ আমার জীবনে ॥
 কতু কি তোমার শক্তি নারিব এড়াতে ।
 নিতান্ত সন্তুষ্ট তুমি আমার নিপাতে ॥
 কুকুরালা রমনী দিয়াছ একবার ।
 ইহাতে কি কোপ লাগি হইনি তোমার ॥
 তাহতে ভীষণ অতি বিকৃতি আকার ।
 বিবাহ করিতে মোরে হবে পুনর্ব্বার ॥
 প্রাণসম দিলারাম রহিলো কোথায় ।
 তোমারে না হেরে মোর যদি কেটেবার
 নয়ন রঞ্জন মোর হৃদয় রতন ।
 কোথায় রহিলে মোরে করিয়া বর্জন ॥
 তোমার বিচিত্র মূর্ত্তি বার চিত্তপটে ।
 কেমনে সে রবে হেন রাজসী নিকটে ॥
 বুকেতে বহন বার কহোতে নয়ন ।
 কেমনেতে লুহিবে তাহার আলিঙ্গন ॥
 যে কোলে পেয়েছে শোভা পরম সুন্দরী
 সে কোলে কেমনে শোভাকরে নিশাচরী ॥

ইকপ খেদ করি রাজার কুমার ।
 বিবাহ করিতে পারে করিল স্বীকার ॥
 নই দিনে শুভকাল করিয়া নির্ণয় ।
 পক্ষীর হৃৎক করিল পরিণয় ॥
 সন্দেহসবে উৎসব হইল অতিশয় ।
 নামোদ প্রমোদে মগ্ন পুরবাসীচয় ॥
 রাজপুরী সজ্জিত হইল অতিশয় ।
 বিবিধ ভোজেন্দ্রতথা আয়োজন হয় ॥
 টুং বাজাবগণ করি নিমন্ত্রণ ।
 কলসে করিল হৃৎ বোঁগা সস্তাষণ ॥

বিবাহ বাসরে তখি নিশীথ সময় ।
 বন্ধুকুমারী বধা কনক শযায় ॥
 রাজপুত্রে সেই গৃহে সকলে রাখিয়া ।
 লইল মনের সুখে বাঁধি হইয়া ॥
 মমনি রমণী তার কাছে বসাইল ।
 তখি হৃৎকের ভয়ে পরাণ উড়িল ॥
 দ্বিহিত অন্তর ভাব বুঝিয়া তখন ।
 বন্ধুকুমারী কহে বিনয় বচন ॥
 'নং রাজপুত্র স্থির কর মন ।
 যস্ত'র বিকল তুমি হৈয়না এমন ॥
 তোমাছেন সুপুরুষ যুবা যেই জন ।
 'দৃশ্য' কামিনী প্রতি নহে তৃপ্তমন ॥
 'দর্শনার' ভাবে আমি করি অনুমান ।
 কখনে আমাতে তৃপ্ত রবে তব প্রাণ ॥
 উভয়ে মেরা করি সমবোধ ।
 কনক হইবে রক্ষা প্রেম অনুবোধ ॥
 যখন রাক্ষসী তুমি ভাবিছ আমারে ।
 'দৃশ্য' রাক্ষস তুলা ভাবিছে তোমারে ॥
 'দৃশ্য' হইতে যেমন যুগা হতেছে তোমার ।
 'দৃশ্য' তুমি হইবে করিলে স্বীকার ।
 'দৃশ্য' হইতাজ্ঞা পালিতে পিতার ।
 'দৃশ্য' রাজপুত্র বলি শুন সার ।
 'দৃশ্য' করিতে পারি তব উপকার ॥
 'দৃশ্য' বন্ধুকুমারী মুক্ত কর ঘোরে ।
 তোমাতে উদ্ধার করি এ বিপদ ঘোরে ॥
 জানারে বদ্যপি তুমি করহ বজ্রম ।
 তোমাতে করিব সুখী আমার এ পক্ষ ॥

(হৃৎক কাক) 'দৃশ্য' বা হুজা তোমার
 বা বলিবে তা করিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
 কিন্তু তুমি সুখী ঘোরে করিবে কেমনে
 বিশেষ করিয়া তাহা বল বরাননে ॥
 (কবছ-ভূপের বালা কহিল তখন) ।
 'দৃশ্য' রাজপুত্র আমার বচন ॥
 দৈত্য এক আছে উপনায়ক আমার ।
 আমাতে অবিক প্রীতিজন্মেছে তাহার ॥
 আমার বিবাহ বার্তা সে শুনিলে পরে ।
 অবশ্য আমারে সেই লবে স্থানান্তরে ॥
 আমি তারে বিশেষ করিব অনুশয় ।
 তোমারে লইয়া রাখে তোমার আলয় ॥
 নিঃসন্দেহ সে রাখিবে আমার বচন ।
 তাহার সহায়ে তুমি ষাটবে ভবন ॥
 (রাজপুত্র বলে) 'দৃশ্য' বলিলে রাজবালা
 শুনিয়া মুচিল মম অন্তরের জালা ॥
 তোমার এমতে আমি হলেম সম্মত ।
 ঈশ্বরের স্থানে ধন্যবাদ শত শত ॥
 ছেছাধীন আমি ত্যাগ করিমু তোমায় ।
 এক্ষণে কিঞ্চিৎ দয়া করিবে আমার ॥
 এত বলি রাজপুত্র নীরব হইয়া ।
 সতত পরীক্ষোপরে রহিল শুইয়া ॥
 নিদ্রার বিষোরে ক্রমে হৈল অচেতন ।
 রাজবালা ভিষাসনে করিল শয়ন ॥

যখন নিদ্রায় তারা হৈল অচেতন ।
 হেনকালে দৈত্য তখা কৈল আগমন ॥
 উভয়ের কর যুগে করিয়া গ্রহণ ।
 সে স্থান হইতে করে সহরে গমন ॥
 নিমন্তক দেশ হৈতে কিছু দূর গিয়া ।
 এক দীপে ত্রুণোপরে হৃৎক রাখিয়া ॥
 আপনার প্রিয়োত্তমা মহিষীরে লয়ে ।
 সহরে চলিল নিজ নিভূত নিলয়ে ॥
 পূর্বে দৈত্য সেই রাজবালার কারণ ।
 নিন্দ্রা করিয়াছিল বিরল ভবন ॥
 নিশি শেষে নিদ্রা ত্যজি নরেন্দ্র নন্দন ।
 ইতস্ততঃ চারি দিক করে দরশন ॥
 অজানিত দীপে আছে ত্রুণের উপর ।
 ইহা দেখি হৈল তার বিষম অন্তর ॥

মনে মনে বিবেচনা করে রাজস্বত ।
একি পুনর্বীর দেখি ঘটনা অন্তত ।
দৈত্য-দুপজার পতি বৃষ্টি অনুমানে ।
নিম্নাঙ্কালে আমারে রাখিল এই স্থানে ॥
কিন্তু কন্যা আমারে যে করিল আশাস ।
তাহে দৈত্য না করিল পূর্ণ অভিলাষ ॥
আমারে স্বদেশে লবে কহিল কুমারী ।
কিন্তু তার বিপরীত একপে নেহারি ॥
আমারে দুর্গম ধীপে নিক্ষেপ করিয়া ।
আপন প্রেয়সী লয়ে গেল সে চলিয়া ॥

এইরূপ চিন্তা করে নৃপজ যখন ।
সিন্ধুকূলে রুদ্ধ এক করে দরশন ।
করিছে নমাজ-স্নান রুদ্ধ যেইখানে ॥
উপনীত রাজস্বত হয়ে সেইস্থানে ।
রুদ্ধ মানবের প্রতি জিজ্ঞাসে তখন ।
“তুমি কি ইমান-ভক্ত জাতিতে যবন ॥
(প্রবীণ কহিল) “আমি জাতিতে যবন ।
পরিচয় দেহ যুবা তুমি কোন জন ॥
শরীর সৌন্দর্য্যে আমি করি অনুমান ।
সামান্য নরের তুমি না হবে সম্মান ॥
আমার নিকটে তব পরিচয় বল ।
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল ॥
অপকার আমাহতে কিছু না হইবে ।
বরঞ্চ তোমার ইথে মঙ্গল সম্ভবে ” ॥
(নৃপজ কহিল) “শুন আৰ্য্য মহাশয় ।
তব অনুমান যাচা করু মিথ্যা নয় ॥
কারজিম-অধিপতি নরেশ-প্রধান ।
জানিবেন এ অধম ভীহার সম্মান” ॥
স্তবির এ কথা শুনি রাজপুত্রে কয় ।
“তুমি কি কারজিম-পতি নরেশ তনয় ?
তুমি কি দুর্ভাগ্য সেই রাজার কুমার ?
হয়েছিল দম্ভাস্ত্রে দুর্দশা বাহার ॥
নৃপজ কহিল সেই হৃদয়ের সদনে ।
এই সমাচার তুমি জানিলে কেমনে ॥
(স্তবির বলিল) “শুন রাজার কুমার
তব জনকের দেশে জনম আমার ॥
আত্মীয় গণক জ্যোতিশোক্ত ব্যবসাই
এই উপজীবী মোরা জানেন সমাই ॥

তব জন্ম কোন্সি করিয়াছি দরশন ।
গ্রহ ঋক্টি বলিয়াছি করিয়া গণন ॥
দম্ভাগণ হস্তে তুমি হইলে পতিত ।
শুনিয়া জনক তব হৈল বিষাদিত- ॥
নিশ্চয় জানিয়া রাজা তোমার মরণ ।
অপদিনে তব শোকে তাজিল জীবন ॥
প্রজাগণ ক্রুদ্ধ মন নৃপের মরণে ।
দেশসুদ্ধ-শোকাকুল নর নারীগণে ॥
তোমার ভরসা তারা করি পরিহার ।
তব বংশো এক জনে দিল রাজ্যভার ॥
সেই জন আরোহণ করি সিংহাসনে ।
আমাদিগে ডাকাইল গণনা কারণে ॥
“কহ জ্যোতির্বিদগণ করিয়া গণন ।
আমার রাজ্যে হইবে মঙ্গল কেমন” ॥
কিন্তু মোরা গণনা করিয়া সমুদয় ।
কহিলাম তার প্রতি করিয়া বিনয় ॥
“তোমার মঙ্গল রাজা না হয় দর্শন ।
তব ভাগ্যে ঋক্টি আছে যত গ্রহগণ” ॥
অনুকূল তারা যদি না হইল তার ।
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল অতি রাজার কুমার ॥
আমাদিগে বিনাশিতে করিল মনন ।
আমরা বিদ্যার বলে জানিহু কারণ ॥
রাখিতে আপন গ্রাণ মঙ্গল করিয়া ।
দেশ ছাড়ি লবে মোরা বাই পলাইয়া ॥
পৃথিবীর নানাস্থান করিয়া জ্ঞাপন ।
যার যথা ইচ্ছা তথা কৈল নিকেতন ॥
● আমি নানাদেশ ক্রমে করি পর্যটন ।
এই উপজীবীপে শেষে করি আগমন ॥
এ দেশের রাজা নাই অধীশ্বরী নারী ।
প্রজাবৎসলতা গুণে গুণায়িতা ভারি ॥
পুত্রসম প্রজাগণে করেন পালন ।
রাণীর শাসনে সবে সম্ভোষিত মন ॥
সদা সুখে প্রজাগণ করে কাল কয় ।
হেন সুখী কোন রাজ্যে নহে প্রজাচর” ॥

জনকের মৃত্যু শুনি গণকের মুখে ।
রাজপুত্র ক্রোধন করিল মনোহুখে ॥
পিতৃশোক শোকাকুল রাজকুমার ।
বিষাদ-অবিধি-মগ্ন বিব্রত হইল তার ॥

রূপজের হেন দর্শন করি নিরীক্ষণ ।
পূণক প্রবেশ বাক্যে করেন সান্ত্বন ॥
“তুমি রাক্ষুস করো না রোদন ।
ভুজের তুর্দিক তব হইল মোচন ॥
সৌভাগ্য স্তব্ধের দেখা পাইবে ত্বরায় ।
ছায়াশি হবে নাশ ভাবনা কি তায় ॥
ত্রিশং বৎসর তব রুষ্ঠি ছিল গ্রহ ।
একশে তাঁহারা করিবেন অনুগ্রহ ॥
একত্রিশ বর্ষ বয় হয়েছে তোমার ।
এত দিনে বিপদ সাগরে হলে পার ॥
অনুগ্রহ করি এস সংহতি আমার ।
সাহায্য করিবে তোমার উপকার ॥
রাজার সচিব অতি পুণ্যবান জন ।
তোমারে পাইলে হবে সন্তোষিত মন ॥
আকৃতি প্রকৃতি তব করিলে দর্শন ।
উপযুক্ত সন্মান করিবে সেই জন ॥
রাণীর নিকটে লয়ে যাইবে তোমায় ।
মনের অভিষ্ট কল পাইবে ত্বরায় ॥
রাণী তব পরিচয় হলে অবগত ।
অচিরে সম্পন্ন হবে তব নরোত্তম ” ॥

পূণক সহিত পরে রাজার-নন্দন ।
তুই জনে উপনীত সচিব-সদন ॥
রূপজের পরিচয় পেয়ে মন্ত্রীৱর ।
বিস্ময় সাগরে মগ্ন তাঁহার অন্তর ॥
কল্পনায় কুমারের কান্ধি মনোহর ।
লয়লী করি হৈল প্রকুল-অন্তর ।
সুপ্রসঙ্গে করিয়া বিহিত সমাদর ।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল মন্ত্রীৱর ॥
“তুমি কি সে ভূপসুত ওহে ভূপসুত? ।
বাহার হইল এত ঘটনা অন্তত? ॥
সুদূর বিশ্বময় প্রকাশিত যিনি ।
তব জন্য এ ঘটনা ঘটিলেন তিনি ॥
আমার বিস্ময় দৃষ্টে হৈয়ন। বিস্ময় ।
পশ্চাৎ তোমারে এর দিব পরিচয় ” ॥
এতেক-কহিয়া মন্ত্রী রূপজি নন্দনে ।
অচিরেতে সঙ্গি পৌরোহিত্য সদনে ॥
কুমার সুবিত্ত করে সুপতি-ভাবিনী ।
রূপজের বরদানে পাইলেন তিনি ॥

আপাদ মন্তক তার করি নিরীক্ষণ ।
আপন নায়কে নারী চিনিল তখন ॥
অতুত আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া অন্তরে ।
প্রেমাবেশে প্রিয় নাথে ধরিয়া স্বকরে ।
বলে, “অদ্য শুভ মম দেবের রূপায় ।
আশা কি ছিল হে নাথ পাইব তোমায় ।
বিধি যে সদয় হবে ছিল কি এ মনে ।
এতাব বিচ্ছেদ জালা তব দরশনে ॥
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার ।
হেন কি স্বপনে মনে ছিল হে আমার ”
প্রেমসীর পরিচয় পাইয়া কুমার ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন মানস তাহার ॥
প্রেমসীর প্রতি বলে সহাস্য-বদনে ।
“তোমারে হেরিব প্রিয়ে ছিল কি এমতে ।
হৃদয়রতন মম জীবের-জীবন ।
স্বপনের সুখাবহ নয়ন-রঞ্জন ॥
ধন্য বিধি তাঁর পদে নমস্কার ।
উভয়ে মিলন করিলেন পুনর্ব্বার ॥
এতদিনে অনুকূল হইলেন তিনি ।
পাইলাম তোমাধন সুখাংগবদনি ॥
অবলাদ বিষাদ মনেতে বত ছিল ।
তব দরশনে প্রিয়ে সকল যুছিল ॥
এইরূপে দুই জনে প্রকুল অন্তরে ।
পুনঃ আলিঙ্গন করে প্রেমভরে ॥
তদন্তর কুমার কহিছে কুমারীরে ।
“কোথায় কুমার স্বয় বলহ আমারে ” ॥
দিলারাম বলে, “নাথ স্থির কর মন ।
এখনি কুমার ঘরে করিবে দর্শন ॥
স্বগয়ায় গেছে তারা আনন্দ কারণ ।
আসিয়া তোমার পদ করিবে বন্দন ” ॥
রূপজায় রূপজ কহিল পুনর্ব্বার ।
“কেমনে তবুর হস্তে পাইলেন নিস্তার ।
এ দেশের রাজা তুমি হইলে কেমনে ।
বিবরিয়া সেই কথা কহ চন্দ্রাননে ” ॥
(দিলারাম বলে) “নাথ করহ শ্রবণ ।
যে রূপে তবুর হস্তে পাইল মোচন ॥

বখম তবুরগণ তোমারে রাখিরাই ।
আদর্শিগে লয়ে যাব তরনী বাহিয়া ॥

সেই উপহীপ হতে ছয় ক্রোশান্তর ।
 বখন আইল তরী সাগর উপর ॥
 বিধাতার লিপি বাহা কে করে খণ্ডন ।
 অকস্মাৎ বড় তথা হইল ভীষণ ॥
 পর্কিত প্রমাণ উঠে সাগরে তরঙ্গ ।
 দেখি সবার মনে হইল আতঙ্ক ॥
 দাঁড়ি মাজি যত সেই নৌকায় আছিল
 তরঙ্গী রাধিতে বহু বতন করিল ॥
 তাহাদের চেষ্টা সব হইল বিফল ।
 সাগরে কটিকা ক্রমে হইল প্রবল ॥
 তরঙ্গের প্রতিঘাত নৌকায় লাগিল ।
 শত খণ্ড হয়ে তরী বিদীর্ণ হইল ॥
 কার্কের ফলকাজয় করি কয় জন
 এই তীরে উঠি তারা পাইল জীবন ॥
 কতক নিমগ্ন হৈল সাগর উদরে ।
 অচিরে গমন কৈল শমন নগরে ॥
 ছুষ্ঠের উচিত শাস্তি দিল ভগবান ।
 সমুদ্র সলিলে পড়ি তাজিল পুরাণ ॥
 কিন্তু সেই বিপদেতে হইতে উদ্ধার ।
 কিছুমাত্র নাহি ছিল বাসনা আমার ॥
 ঈশ্বরের নাম না করিছ উচ্চারণ ।
 সমুদ্রত্যাগ হইছায় তাজিতে জীবন ॥
 দুঃখ এ জীবনের আশা পরিহারি ।
 লইবু সন্তানগণে বীথ ক্রোড়ে করি ॥
 তখন বাসনা ছিল অন্তরে আমার ।
 এককালে ভিনজনে হইব সংহার ॥
 যেইকালে ভুবি মোরা সাগরের জলে ।
 দেখিল কতক লোক থাকি এই স্থলে ॥
 আমাদের প্রতি তারা হইয়া সদয় ।
 নীর হতে উদ্ধার করিল সে সময় ॥
 দেখে মোরা তিনজনে আছি যে জীবিত
 আমাদের শুদ্ধাশন করিল বিহিত ॥

এদেশের নরপতি সূর্য্যর স্মৃতি ।
 আমাদের সমাচার হয়ে অবগতি ॥
 আমাদিগে দেখিবারে করিয়া মনন ।
 বজ্রঘনে লইলেন আপন ভবন ॥
 জিজ্ঞাসা করিল ভূপ মম পরিচয় ।
 আমি অকপটে কহিলাম সমুদ্রয় ॥

আমার বিপদ বার্তা করিয়া অবন ।
 হইলেন নরপতি বিষম বদন ॥
 সন্তান না করিয়া মোরে প্রবোধবাণেতে
 কহিলেন ধরনাথ মম সমক্ষেতে ॥
 “হে পুত্রি চিন্তিতা কিছু না হও ইহাতে
 এ সংসারে সুখ দুঃখ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ॥
 আমাদের পরীক্ষা করিতে ভগবান ।
 সুখ দুঃখ দুই জীবে করেন প্রদান ॥
 অতএব ধৈর্য্যসহ উচিত সহিতে ।
 নির্বেদ উদ্বেগ কিছু না করিহ চিতে ॥
 যদি মোরা সহ করি ধৈর্য্যসহকার ।
 সুখের উদয় হবে দুঃখের সংহার ॥
 নদী প্রবাহের তুল্য সুখ আর দুঃখ ।
 কড়ু ছুখোদয় হয় কড়ু হয় সুখ ॥
 অতএব এই স্থানে করহ বাপন !
 তোমারে তোমার পুত্রে করিব পালন ॥
 হেথায় কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না পাইবে ।
 পুত্রসহ চিরকাল সুখেতে থাকিবে ॥
 মৃনাথের বয়স্ক্রম নবতি-বৎসর ।
 সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত হুবির প্রবর ॥
 আপনার পুত্রতুল্য মম পুত্রগণে ।
 পালন করিত রাজ্য পরম যতনে ॥
 আর সেই মহীপাল সদয় হইয়া ।
 মস্ত্রীণী করিল মোরে ধীমতী জানিয়া ॥
 সর্ব্বকাল সর্ব্ব বিষয়েতে নরপতি ।
 রাজ-কার্য্যে লইতেন আমার যুক্তি ॥
 সর্ব্বদা প্রশংসা তিনি করিতেন মম ।
 বিধিমতে বাড়াতেন আমার সন্মম ॥
 একাপে বৎসর পঞ্চ তাঁর নিকেতন ।
 পুত্র সহ থাকি করি সময় বাপন ॥
 পাঁচবর্ষ গত হতে ভূপতি প্রবীণ ।
 নির্জনেতে আমারে কহিল এক দিন ॥
 “আমি এক অভিশ্রম করিছি অন্তরে ।
 তুমি রাজপুত্রি কহি তোমার গোচরে ॥
 মনোহর করেছি আমি মম লোকান্তরে ।
 রাজসিংহাসন দান করিব তোমারে ॥
 অতএব এই বাক্য রাখহ আমার ।
 আমারে স্বামীতে ভূমি করহ স্বীকার ॥
 তোমার প্রশংসা করে মম প্রজাধিপ ।
 সূর্য্যবামা আমার ইচ্ছা করিতে মন ॥

হইলে আমার ভূমি রাজ্যাধিকারিণী ।
সকলের পূজা হবে নরেন্দ্র নক্ষত্রী ॥
বিশেষতঃ গুণবত্তা দেখিয়া তোমার ।
তোমারে মূপতি পদে করিবে স্বীকার ॥
বাস্তব-কল্যাণ-হেতু শুন গুণাধার ।
বিবাহ করিতে তারে করিহু স্বীকার ॥
তার পর শুভলগ্ন করি নিরূপণ ।
ভূপতি করিলা মম পানি সংগ্রহণ ॥
বিবাহের কিছু দিন গত হইলে পর ।
বলুমতী-পতির হইল লোকান্তর ॥
তদন্তরে হর্ষান্তরে যত প্রজাগণ ।
মূপসিংহাসনে ঘোরে করিল স্থাপন ॥
তদবধি আমি, নাথ এই নগরেতে ।
রাজ্যেশ্বরী হইয়াছি জানিবে মনেতে ॥
প্রজাদের সুখরক্তি যেই মতে হয় ।
প্রাণপণে আমি তাহা করি সমুদয়, ॥

এই বলি সমাপ্ত করিল বিবরণ ।
দেখিল নরেন্দ্র রাণী আইলে নন্দন ॥
পুত্রদ্বয়ে স্নেহভরে ডাকিয়া তখন ।
বলে পিতৃ পদবাণু করহ বন্দন ॥
জননীর নিদেশ শুনিয়া পুত্রদ্বয় ।
ভক্তিভাবে জনকের পদে প্রণময় ॥
সন্তান বাৎসল্যে সেই মূপজ তখন ।
পুত্রদ্বয়ে কোলে করি করিল চুম্বন ॥
আনন্দ ভীষন বহে নয়ন যুগলে ।
শূলকেতে রোম কর্ণ ভাসে সুখজলে ॥
ঘরের বিষাদ সব হইল সংহার ।
লজ্জিতনে সুখনীরে দিলেক সান্তার ॥
শ্রিতিকনে ছিলন হইলে পদস্পরে ।
স্বস্ত আনন্দ লাভ হইল অন্তরে ॥
রাজ্যের নিরূপণ মন্ত্রী হয়ে হর্ষমন ।
বাস্তব প্রজাপতির কৈল আবাহন ॥
কর্তব্যের মূপজের তাবৎ আখ্যান ।
সবাক্ষরে জানাইল সচিব বীমান ॥
তদন্তর ধবাকার হয়ে অনুমতি ।
মূপজেরে তথায় করিল নরপতি ॥
কর্তব্য রাজপুত্র হইল রাজেশ্বর ।
মন্ত্রীক সুশেখর কাল হয়ে নিরুত্তর ॥

প্রজাগণ সুধীমন রাজার রূপায় ।
প্রমাদ বিষাদ বাদ নাছিল তথায় ॥
এইরূপে মহাকাল সেই নগরেতে ।
রাজত্ব করিল তারা পরম সুখেতে ॥

(নবম সচিব কয়, “শুন ভূপ মহাশয়,
কহিলাম এই বিবরণ ।
জানাইতে নিদর্শন, নৈবে রাজপুত্রগণ,
গ্রহদোষে বিপদ-ভাজন ॥
যদবধি গ্রহচয়, প্রতিভুল হয়ে রয়,
তদবধি না দেখে মঙ্গল ।
সুবর্ণ থাকিলে করে, ধূলী সার হয় পরে,
সুধায় উপজে হলাহল ॥
তবপুত্র সুজিহান, গ্রহ দোষে সে বীমান
বিপদ জালেতে জড়িত ॥
অনুকুল ছিল যারা, এবে প্রতিভুল তারা
গ্রহের কি ঘটনা অন্তত ॥
অধিক কি কব ভূপ, পূর্বাপর এইরূপ
গ্রহ দোষে বিপরীত হয় ।
নৈলে নরপতি কেন, প্রাণাধিকপুল্লহেন
আপনি হইবে নিরোদয় ॥
অতএব মহীপতি, রূপাকরি দীনপ্রতি,
রক্ষা কর সূতের জীবনে ।
যাবৎ কুগ্রহ-চয়, অনুকুল নাহি হয়,
তাবৎ ধরহ ঔষধ মনে, ॥
মন্ত্রীমুখে নরদায়, উপাখ্যান সমুদায়,
শ্রবণেতে করিয়া শ্রবণ ।
সেই দিন শুভকণে, কান্ত হইলেন মনে
তনয়ের বধিতে জীবন ॥
নিশিষোগেরাজরাণী, শুনিয়া এলববাণী
মূপতিরে ভৎসনা করিল ।
রাজ্যভারতীওনি, প্রিয়ভাবে মূপগুণি
প্রিয়োত্তমা রাণীরে কহিল ॥
তব অজিহত বাহা, করিতে নারিবতাহা
শুন প্রিয়ে আমার বচন ।
অদ্য এক মন্ত্রীবরে, নিবেদ করিল মোরে
এবিষয় করিতে রক্ষণ ॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেজ্ঞতার, মূপের চর্যাকার
জানে ভারিহুত রক্তমাংস ॥

অমঙ্গল সুমঙ্গল, বলে দেয় অবিকল,
ফলাফল করিয়া সন্ধান ॥
সে কহিল মমপ্রতি, শুন ওহে ধরাপতি
স্বাস্থ্যজ্ঞেয়ে বধোনা আঁবনে ।
যদি কর হেন কাজ, পশ্চাৎপাইবে লাজ
চিরঅমৃতোপ রবে মনে ॥
শুনি রাণী রূপে কয়, কি কহিলে গুণালয়
মনেতে পাইয়া রুখা ভয় ।
এ নহে গ্রহের রোম, সকলি সুতেরদোষ
তার কুবন্ধিতে এই হয় ॥
ঈশ্বর জনক প্রতি, কতু ক্রুদ্ধ হয়ে অতি,
কুসন্তান করেন প্রদান ।
তার এক বিবরণ, কহিবারে আকুঞ্জন,
শুন নাথ সেই উপাখ্যান, ॥

ঈশ্বর-দত্ত তিন রাজকুমারের উপাখ্যান ।

পুরাকালে ছিল এক ধরণী-ঈশ্বর ।
নানাগুণে গুণাগ্নিত পরম সুন্দর ॥
মহিষী রূপসী তাঁর গুণবতী অতি ।
একান্ত স্বামিতে যার ছিল রতি মতি ॥
উভয়ের ভালবাসাছিল উভয়েতে ।
উভয়ে যৌবন বয় ছিল বিশেষ্যেতে ॥
বিবিধ সম্পদে পূর্ণ রাজার ভাণ্ডার ।
পুঞ্জাগণ সদা অনুরক্ত ছিল তাঁর ॥
হয় হস্তী পদাতিক সামন্ত বিস্তর ।
সজ্জিত নগরীঅতি প্রাসাদ সুন্দর ॥
কোন দুঃখে দুঃখী নাহি ছিলেন রাজন ।
এক মাত্র খেদ তাঁর নাছিল নন্দন ॥
পুত্রের অভাবে সদা হয়ে ক্লেশমন ।
বিরলেতে করিতেল ঈশ্বরে শ্রবণ ॥
এক দিন ধরানাথ আপন ভবনে ।
আনাইলা মহাস্তম্ভ একজনে ॥
পরম সন্যাসী সেই সংসারে উদাস ।
বিষয়ের কিছু মাত্র নাহি অভিলাষ ॥
সকলে মর্যাদা তার করে নানামতে ।
বিশেষ মুখ্য্যতি তার ছিল একগণ্ডে ॥
স্বাহার নিমিত্তে সেই করিত ভজন ।
অবশ্য সফল হৈত তার আকুঞ্জন ॥

নরপতি প্রণতি করিয়া সেইজনে ।
কহিতে লাগিলা অতি করুণ বচনে ॥
“ শুন মহাশয় এক মম নিবেদন ।
সন্তান অভাবে আমি আছি ক্লেশ মন ॥
বয়স হইল বহু পুত্র নাহি হয়
সেই হেতু কাতর হয়েছি অতিশয় ॥
যখন কৃতান্ত মোরে লইয়া যাইবে ।
এসব সম্পদ মোর ভোগ কে করিবে ॥
অতএব মমপ্রতি হইয়া সদয় ।
ঈশ্বরের ভজনা করহ মহাশয় ॥
তোমাদের কৃতন্তব করিয়া শ্রবণ ।
প্রসন্ন হইয়া মোরে দিবেন নন্দন ” ॥
উদাসীন কহে “ রাজা কর অবধান ।
ঈশ্বর রূপায় হৌক তোমার কল্যাণ ॥
এককর্ম কর তুমি আমার বচনে ।
উপহার দেহ কিছু উদাসীনগণে ॥
সেই উপহারে তৃপ্ত হয়ে সর্বজনে ।
প্রার্থনা করিবে তব নন্দন কারণে ॥
তাহাদের শুভে তুষ্ট হয়ে পরেশ্বর ।
তোমারে দিবেন এক তনয় সুন্দর ” ॥

স্বীকার পাইয়া ভূপ তাহার বচনে ।
মেঘ এক উপহার দিল সেইক্ষণে ।
অত্যন্ত বলিষ্ঠ মেঘ সমর দুর্জয় ।
কতশত মেঘে করিয়াছে পরাজয় ॥
মেঘ-যুদ্ধে ভূপতির ছিল অমুরাগ ।
সর্বদা তাহারে লয়ে করিত সোদাগ ॥
পুত্র সম শালন করিত চিরকালো ।
প্রাণের সহিত তারে বাসিতেন ভালো ॥
সেই মেঘ কাটি যত উদাসীনগণ ।
রক্ষন করিয়া সুখে করিল ভোজন ॥
ভোজনান্তে কলান্তরে মৃত্যু আনিল
ঈশ্বর উদ্দেশে শ্রব করিতে লাগিল ॥
তাহাদের শুভে তুষ্ট হয়ে নিরঞ্জন ।
রূপতির অনুগ্রহ করিলা তখন ॥
প্রসাদ স্বরূপ কিছু মেঘ বাৎস ছিল ।
উদাসীনগণে রাজহুহে পাঠাইল ॥
সে প্রসাদ রাজরাণী করিয়া ভোজন ।
ভর্তার সহিত করে সর্বদা বাসিল ॥

হি হিন্দু রাজা হইলেন গর্ভবতী ।
 বাসে পুত্র এক এসবিল নতী ॥
 যার হইল অতি সুপের কুমার ।
 রত্ন ধরায় যেন সাক্ষাৎ কুমার ॥
 অমুখ নিরখিয়া সুখী সররায় ।
 কান্তরে বহুধন দরিদ্রে বিলায় ॥

হুজুর ছবে খিলাফ করে নিরন্তর ।
 ব্যভিচারে রত লয়া অহুতে আদর ॥
 ইতরের লহবাসে থাকিতে বাসনা ।
 লোক লজ্জা ভয় কিছু করে না গণনা ॥
 বিদ্যায় অনাস্বাসদা মন্দকন্দকারী ।
 এইরূপে কুকর্মী হইল ক্রমে তারি ॥

পরে কিছু দিনান্তে আপনি ভূমিপতি ।
 সেই উদানীনে ডাকাইয়া স্ববসতি ॥
 কহিলেন, মহাশয় করি নিবেদন ।
 আর এক পুত্রস্নোরে কর বিতরণ ॥
 উদানীনে বলে রাজা দেহ উপহার ।
 ভূপতি এদানে তাহা করিল স্বীকার ॥
 সুরঙ্গ তুরঙ্গ এক আনি সেইজন ।
 উদানীনগণে তাহা করিল অর্পণ ॥
 মাখন তপ্তুল আর দিল বহুতর ।
 পাইয়া তাহার্য হয় প্রকৃত অন্তর ॥
 পূর্ব-রূপ অহমাংস করিয়া ভোজন ।
 ভুক্তিভাবে পরমেশে করিল স্তবন ॥
 সময় হইয়া পুনঃ অখিল-কারণ ।
 ভূপতিরের আর এক দিলেন নন্দন ॥
 সুলভ সুগুণসম্বিত বিনয়ী-ভূষণ ।
 কমনীয় কাস্তি তার শুখাংস বদন ॥

হুই পুত্রে তপ্ত না হইয়া তুতুধন ।
 আর এক পুত্রহেতু টেকল আকিঞ্চন ॥
 যার খজুর এক আনিয়া স্বতনে ।
 পূর্বমত উপহার দিল সাধুগণে ॥
 তাহার্য খজুর মাংস করিয়া ভোজন ।
 পূর্বমত অগদীশে করিল স্তবন ॥
 রজনীকালে বহিষী হইল গর্ভবতী ।
 কাল প্রান্তে এসবিল তৃতীয় সন্ততি ॥
 যোষিতে পুত্র হইল তৃতীয় কুমার ।
 কিছু তার স্বভাব হইল কদাচার ॥
 নিত কুকর্ম সেই হইয়া যতনে ।
 হুই নামে জনক বধী গুরুভদ্রে ॥
 হুইবার কদাচারে বৈরাটনা নরকদা ।
 হুইবার কদাচারে বৈরাটনা নরকদা ॥

এইরূপ তনয়ের দেখি ব্যবহার ।
 ভূপতি অন্তরে দুঃখ পাইল অপার ॥
 একদিন ডাকাইয়া সেই সাধুজনে ।
 কহিলেন নরপতি তাহারে নির্জনে ॥
 শুন মহাশয় পদে করি নিবেদন ।
 তুরন্ত হইল কেন কনীয়-নন্দন ॥
 ইথে এই অনুমান হতেছে আমার ।
 গ্রাহ নাহি হইয়াছে প্রার্থনা তোমার ॥
 মাহান্ত কহিল রাজা করহ শ্রবণ ॥
 এ কেবল তব দোষ জানিবে কারণ ॥
 প্রথমে যে মেঘ তুমি দিলে উপহার ।
 বিনীত স্বভাব তার সাহস অপার ॥
 পরে যেই তুরঙ্গ ম করিলা এদান ।
 অতিশয় নিরীহ সে বহুগুণ স্থান ॥
 মনুষ্যের বশবর্তী অনায়াসে হয় ।
 আপনার পুত্রে তারে লয় সেই হয় ॥
 একারণ হুই পুত্র তোমার রাজন ।
 হইয়াছে বহুবিধ গুণের ভাজন ॥
 পরে যে খজুর তুমি দিলে গুণালয় ।
 সকল পণ্ডর মধ্যে দুষ্ট সেই হয় ॥
 যেন দান তেল কল জানিবে কারণ ।
 এজন্য তুরন্ত তব তৃতীয় নন্দন ॥
 বদবধি ইহারে না করিবে নিধন ।
 তাবৎ নিষ্কৃতি তব নানিক রাজন ॥

(কান্ জাদা কহিল) “নাথ করিলে শ্রবণ
 এই রূপ জানিবে যে তোমার নন্দন ॥
 ইহার তোমার প্রতি হইয়া নিকণ ।
 তোমারে দিয়েছে নাথ তনয় এ রূপ ॥
 বদবধি ইহারে না বধ নরপতি ।
 তদবধি নাহি দেখি তব অব্যাহতি ॥

এইকপ বলি রাণী নানাকথা কয় ।
তাহাতে ভূপের মনে জন্মিল সংশয় ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ তমুজ নিধনে ।
নিরন্ত হইল তাহে মন্ত্রী বচনে ॥
পর দিন প্রভাতে দশম মন্ত্রী যেই ।
নানাকথা করে ভূপে বুঝাইল সেই ॥
যেই উপন্যাস মন্ত্রী করিল বিন্যাস ।
তাহে হৈল ভূপতির জ্ঞানের প্রকাশ ॥

এক রাজা এক উদাসীন এবং এক চিকিৎসকের উপাখ্যান ।

পুরাকালে এক তুরকীয়-নরপতি ।
হীম সভাসদ বর্গে লইয়া সংহতি ॥
নগর ভ্রমণ হেতু করিয়া গমন ।
পথে এক উদাসীনে করিল দর্শন ॥
সেই জন উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কয় ।
মোরে ছয়শত মুদ্রা যে দিবে নিশ্চয় ॥
তারে কিছু উপদেশ করিব প্রদান ।
প্রতিপদে হইবেক তাহার কল্যাণ ॥
নরেশ দেখিয়া তারে অশ্ব থামাইল ।
কাছে ডাকি শ্রিয় ভাষে কহিতে লাগিল ॥
ওহে উদাসীন তব কিবা উপদেশ ।
তাহার রত্নান্ত মোরে কহ না বিশেষ ॥
উদাসীন কহে রাজা করি নিবেদন ।
ছয় শত মুদ্রা আগে করহ অর্পণ ॥
আমার বক্তব্য ভূপ উপদেশ বাহা ।
বিস্তারিয়া তোমায়ে কহিব পরে তাহা ॥
শুনি রাজা সেই দণ্ডে দিল তারে ধন ।
উদাসীন বলে রাজা করহ শ্রবণ ॥
আরস্ত করিবে তুমি যে কোন বিষয় ।
পরিণাম চিন্তা করি করো মহাশয় ॥
একথা অবশ্যে রাজসদস্য সকলে ।
করিল বিপুল হাস্য পরিহাস হলে ॥
কহ বলে উদাসীন কহিল সংগত ।
মতি নব উপদেশ অতি মনোমত ॥
কহ বলে উদাসীন হয়েহে সন্তোষ ।
একটাকা লইয়াছে ইথে নাহি দোষ ॥

দেখিল ভূপতি সবে করে পরিহার ।
সকলের প্রতি কন করিয়া প্রকাশ ॥
কেন পরিহাস তবে কর অকারণ ।
উদাসীন উপদেশ করিয়া হেলন ॥
এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে কোনজন ।
তাবি না চিন্তিয়া করে কর্ম আরন্তন ॥
যখন প্ররস্ত মোরা হই কোন কাজে ।
পরিণাম চিন্তা করা উচিত অব্যাজে ॥
এ নীতির অনুবর্তী না হয় যে জন ।
সর্বদা বিপন্ন হয় জানিবে কারণ ॥
মম পক্ষে এই নীতি অমূল্য রতন ।
সর্বদা পালিব আমি করিয়া যতন ॥
আর এই উপদেশ সুবর্ণ অক্ষরে ।
লিখিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিব সর্বস্বরে ॥
প্রতি ঘরে প্রতি ঘরে প্রতি জানানায় ।
প্রতি দ্রব্যে প্রতি পাত্রে প্রত্যেক সভায় ॥
যতেক তৈজস্ব আছে আমার ভাণ্ডারে ।
সকলেতে লিখিয়া রাখিব একেবারে ॥
নপতির অভিমত সুনিদ্ধ হইল ।
আজ্ঞা পেয়ে দাসগণে লিখিয়া রাখিল ॥
কিছুদিন গতে রাজসভা এক জন ।
লোভান্ব হইয়া করে কুযুক্তি তখন ॥
ভূপতির অরাতি হইয়া অকারণ ।
প্রতিজ্ঞা করিল তারে করিতে নিধন ॥
রাজাকে যারিয়া লবে রাজ সিংহাসন ।
এই যুক্তি মনে মনে করে আন্দোলন ॥
পরিশেষ সে ছুরা আ চিন্তিল উপায় ।
আপনার পাশে রাজবৈদ্যেরে ডাক ॥
কহিল তাহার প্রতি শুন বৈদ্যরাজ ।
অনুকুল হয়ে মোর সাধ এক কাজ ॥
এত বলি বিষমাথা অস্ত্র লয়ে করে ।
রাজবৈদ্য করে আগু সমর্পণ করে ॥
এই অস্ত্রে নৃপতির বস্ত্র খোল যরি ।
তব অহুগত হয়ে রব নিরবধি ॥
সুবর্ণ সহস্র দশ করিছ স্বীকারি ।
এই লও তোমায়ে দিল্যস উপহার ॥
আমার অতীষ্ট কার্য করিলে সাধন ।
অচিরে পাইব আমি রাজ সিংহাসন ॥
রাজা অধিকারী আমি হইব তখন ।
তোমায়ে মন্ত্রী পদে করিব বসন ॥

